আগামী বাংলাদেশের দশ করণীয়

নজরুল ইসলাম

জাতিসংঘের সাবেক গবেষণা প্রধান

ভিজিটিং প্রফেসর, এশিয়ান গ্রোথ ইনস্টিটিউট, জাপান

মূল প্রতিপাদ্য

- আগামী বছরগুলোর উন্নয়ন প্রয়াসের স্বরূপ কী?
  - বিগত সময়কালের উন্নয়ন প্রয়াসের সরলরৈখিক প্রসারণ, নাকি একটি নতুন পর্ব?

- নতুন পর্বের করণীয়র বিভিন্ন উৎস
  - বিগত উন্নয়নের বিভিন্ন নেতিবাচক প্রতিফল
  - বিগত উন্নয়নের ইতিবাচক ফলাফল
  - নবোদ্ভূত বহিঃস্থ পরিস্থিতি
  - অব্যাহত সমস্যাবলী
-

আগামী বাংলাদেশের দশ করণীয়

(১) অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস;
(২) সুশাসন অর্জন;
(৩) গণতন্ত্রের উৎকর্ষ এবং আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা;
(৪) পরিবেশ রক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা;
(৫) গ্রাম পরিষদ গঠন;
(৬) ভৌগোলিক বৈষম্যের অবসান;
(৭) সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি;
(৮) নারী, শিশু, তরুণ ও বৃদ্ধদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ ;
(৯) সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা
(১০) সার্বভৌমত্ব শক্তিশালীকরণ ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির অনুসরণ।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের মাত্রা, প্রতিফল এবং বৈষম্য-ফাঁদ

- বাংলাদেশে অর্থনৈতিক বৈষম্যের বৃদ্ধির মাত্রা
- উন্নত, পূর্ব এশীয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশীয়, এবং দক্ষিণ এশীয় দেশের সাথে তুলনা
- অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিভিন্ন প্রতিফল
  - নৈতিকভাবে কাম্য নয়
  - অর্থ-বিত্ত বহুলাঙ্গাশে অবৈধ ও অনৈতিকভাবে আহরিত
  - প্রবৃদ্ধির জন্য অনুকূল নয়
    - অভ্যন্তরীণ বাজার সংকোচন, বিলাসী বিদেশী পণ্যের আমদানি, আমদানি চাপ বৃদ্ধি
    - সামাজিক-রাজনৈতিক অসন্তোষ
- রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও নীতি নির্ধারণের উপর উচ্চবিত্তদের প্রভুত্ব
- অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস জরুরী
  - বৈষম্য ফাঁদ

সারণি ১.১ বিভিন্ন বছরে বাংলাদেশে আয় বিতরণে অসমতার গিনি সহগের মান

বছর	গিনি-সহগ
১৯৯১-৯২	০.৩৮৮
২০০০	০.৪৫১
২০১০	০.৪৫৮
২০১৬	০.৪৮৩

সূত্র: অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, পৃ. ৩৬

সারণি ১.২ বিভিন্ন বছরে বাংলাদেশের আয় বিতরণের পালমা অনুপাতের মান

বিষয়	১৯৯১-৯২	১৯৯৫-৯৬	২০০৫	২০১৬
দেশের মোট আয়ে নিচের ৪০ শতাংশের ভাগ (%)	২৯.২৩	১৫.৫৪	১৪.৩৬	১৩.০১
দেশের মোট আয়ে মাঝের ৫০ শতাংশের ভাগ (%)	৫৩.৩৬	৪৯.৭৮	৪৮.০০	৪৮.৮৩
দেশের মোট আয়ে উপরের ১০ শতাংশের ভাগ (%)	১৭.৪১	৩৪.৬৮	৩৭.৬৪	৩৮.১৬
দেশের মোট আয় (%)	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
পালমা অনুপাত	১.৬৮	২.২৩	২.৬২	২.৯৩

সূত্র: অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

বৈষম্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন দেশের সাথে তুলনা

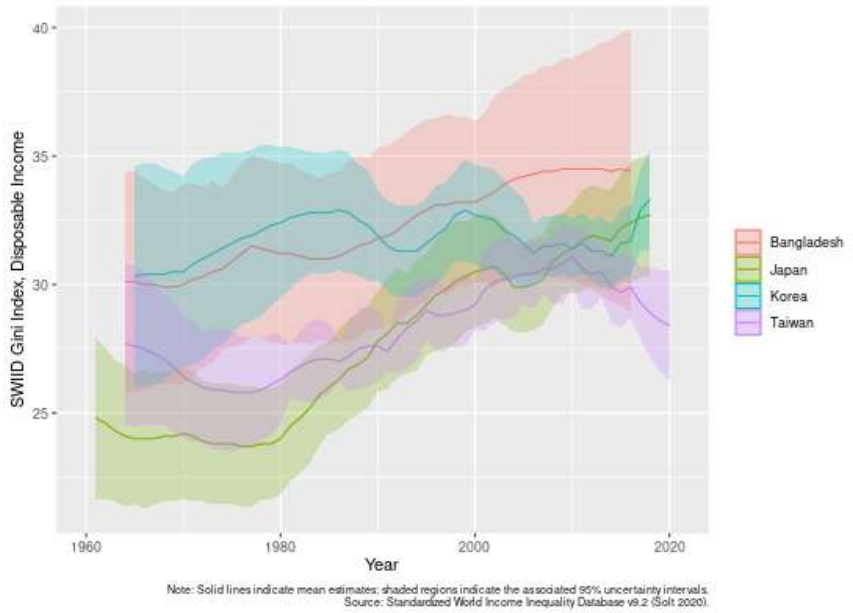

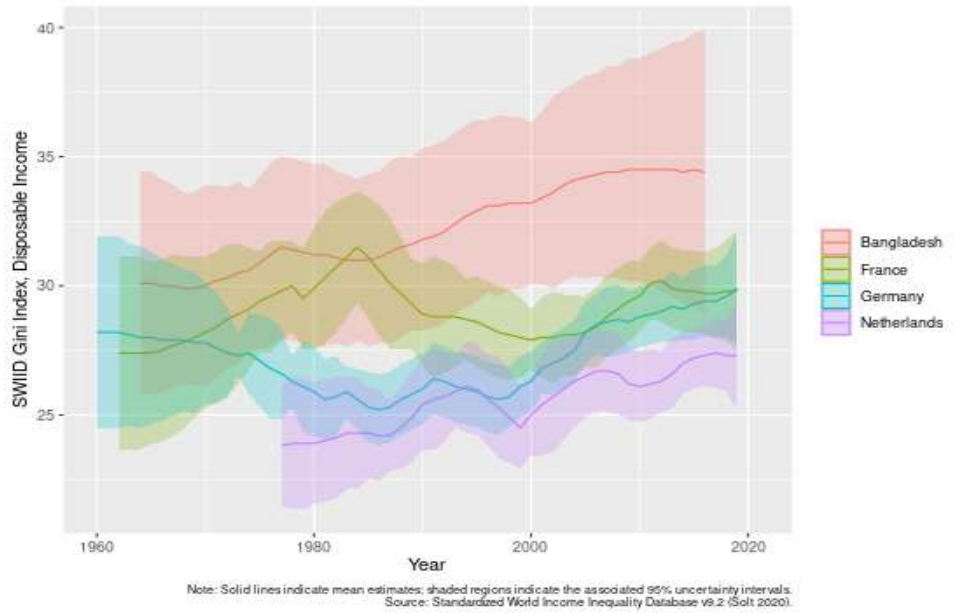

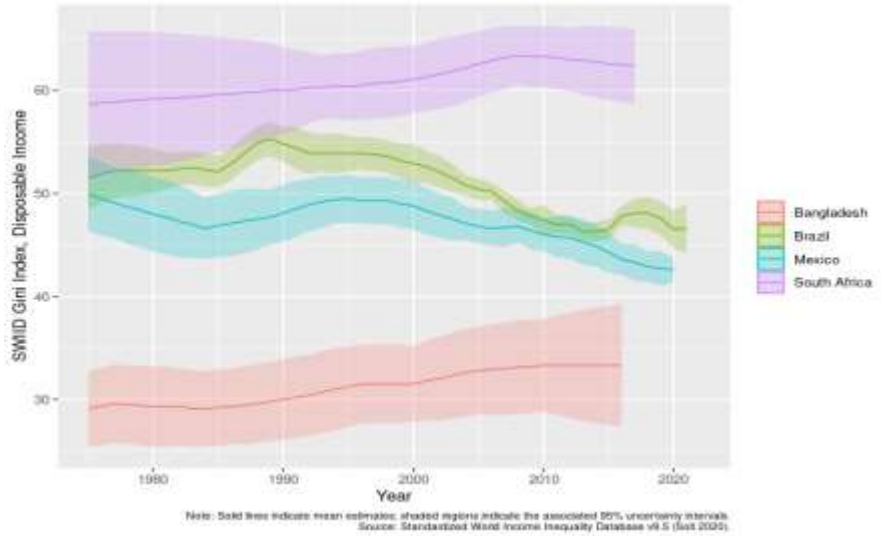

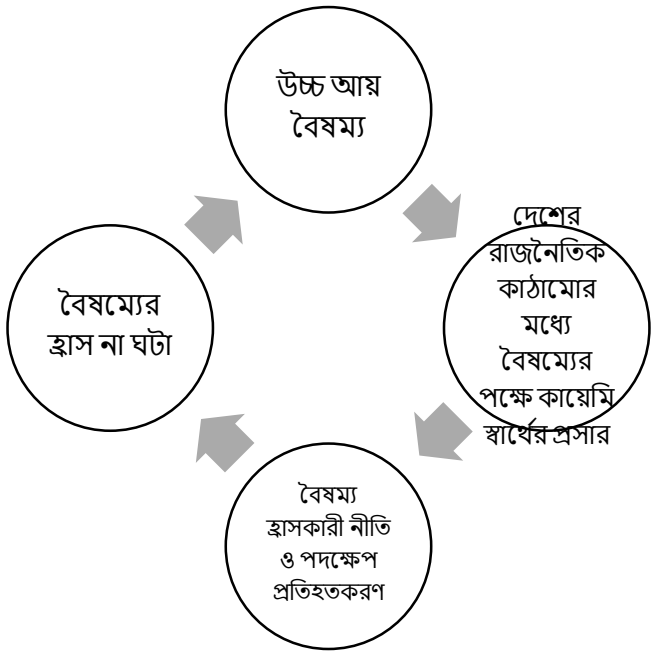

সারণি ১.৩ বাংলাদেশের সংসদ সদস্যদের লিঙ্গ ও পেশা (%)

	সাংবিধানিক সভা (১৯৭০)	প্রথম সংসদ (১৯৭৩)	পঞ্চম সংসদ (১৯৯১)	সপ্তম সংসদ (১৯৯৬)	অষ্টম সংসদ (২০০১)	নবম সংসদ (২০০৮)
লিঙ্গ (সরাসরি নির্বাচিত)						
মহিলা	০	০	২	৩	২	৬
পুরুষ	১০০	১০০	৯৮	৯৭	৯৮	৯৪
পেশা						
ব্যবসায়ী/শিল্পপতি	২৭	২৪	৫৩	৪৮	৫৭	৫৬
বেসামরিক/সামরিক আমলা	৩		৮	৮	৮	১০
আইনজীবী	৩০	২৭	১৯	১৭	১১	১৫
পেশাজীবী	১৭	১৫	১৪	৯	১১	৭
রাজনীতিবিদ	৫	১৩	২	৪	৭	৫
অন্যান্য	১৯	২১	৪	১৪	৬	৭

সূত্র: Jahan and Amundsen (2010, p. 32)

অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের বিভিন্ন পন্থা

প্রাথমিক/বাজার/উপাদান আয়ের বৈষম্য হ্রাস	ব্যয়যোগ্য আয়ের বৈষম্য হ্রাস
মজুরী বৃদ্ধি মজুরী বৃদ্ধির সুযোগ ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ এবং মজুরি নিয়ে দরকষাকষির ক্ষেত্রে সমতাপূর্ণ পরিস্থিতির প্রয়োজনীয়তা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার প্রশ্ন শ্রম আয়ে বৈষম্য হ্রাস শ্রমের আনুষ্ঠানিকীকরণ পুঁজি আয়ের বিচ্ছুরণ ভূমি ও বর্গা সংস্কার সমবায়ী মালিকানার সম্প্রসারণ ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানিসমূহের মুনাফায় শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা	উন্নত দেশসমূহে আয় পুনর্বিতরণের গুরুত্ব বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজস্ব কাঠামো রাজস্ব সংগ্রহে করণীয় রাজস্ব ব্যয়ে করণীয় পুনর্বিতরণের দুই পদ্ধতি প্রত্যক্ষ পরোক্ষ প্রত্যক্ষ পুনর্বিতরণের বিভিন্ন দিক বাংলাদেশের সরকারের ব্যয় কাঠামো যুক্তরাজ্যের সাথে তুলনা

মজুরী এবং উৎপাদনশীলতা

সারণি ১.৪ প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি (%), ২০১০-২০১৬

বিভাগ	গ্রামীণ/কৃষি মজুরি	গ্রামীণ/অ-কৃষি মজুরি	গ্রামীণ মজুরি	শহুরে মজুরি
বরিশাল	৭.০	৭.০	৬.৯	৭.০
চট্টগ্রাম	৪.০	৬.১	৫.০	৬.৮
ঢাকা	৬.৮	৬.০	৬.০	৮.৯
খুলনা	৬.৮	৮.৭	৭.৭	৭.৩
রাজশাহী	৫.৭	৮.১	৬.৭	৫.৯
সিলেট	৫.৪	১১.৪	৮.৬	৬.৪
বাংলাদেশ	৫.৯	৭.৫	৬.৫	৭.৭

সূত্র: অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

চিত্র ১.৪ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
(২০০৫-০৬ সালের মূল্যমানে হাজার টাকা)

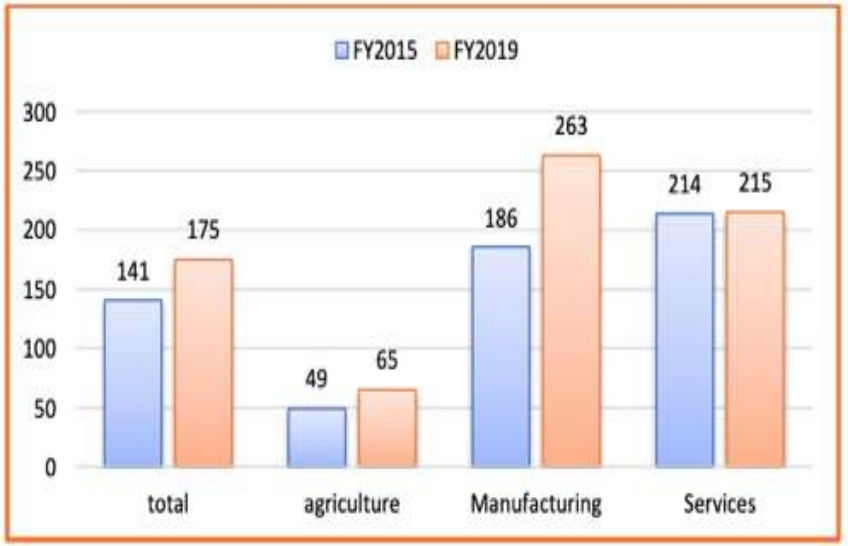

সূত্র: অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

মজুরী ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা

সারণি ১.৫ মজুরি এবং শ্রম-উৎপাদনশীলতার নিরিখে বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের তুলনা

দেশ	২০১৮ সালে গড় বার্ষিক নিম্নতম মজুরি ($) *Asian Productivity Database 2018*	২০১৮ সালে ঘন্টা-প্রতি শ্রমের উৎপাদনশীলতা ($) *Asian Productivity Database 2018*	বাংলাদেশের তুলনায় মজুরি অনুপাত	বাংলাদেশের তুলনায় শ্রম-উৎপাদনশীলতার অনুপাত
বাংলাদেশ	৭৯৮	৩.৪	১.০	১.০
চীন	১৫০০	১১.১	১.৮	৩.৩
ভারত	৮৫৭	৭.৫	১.১	২.২
মিয়ানমার	৪০১	৪.১	0.৫	১.২
শ্রীলংকা	১৬১৯	১৫.৯	২.০	৪.৭
ভিয়েতনাম	১০০২	৪.৭	১.৩	১.৪

সূত্র: Asian Productivity Database

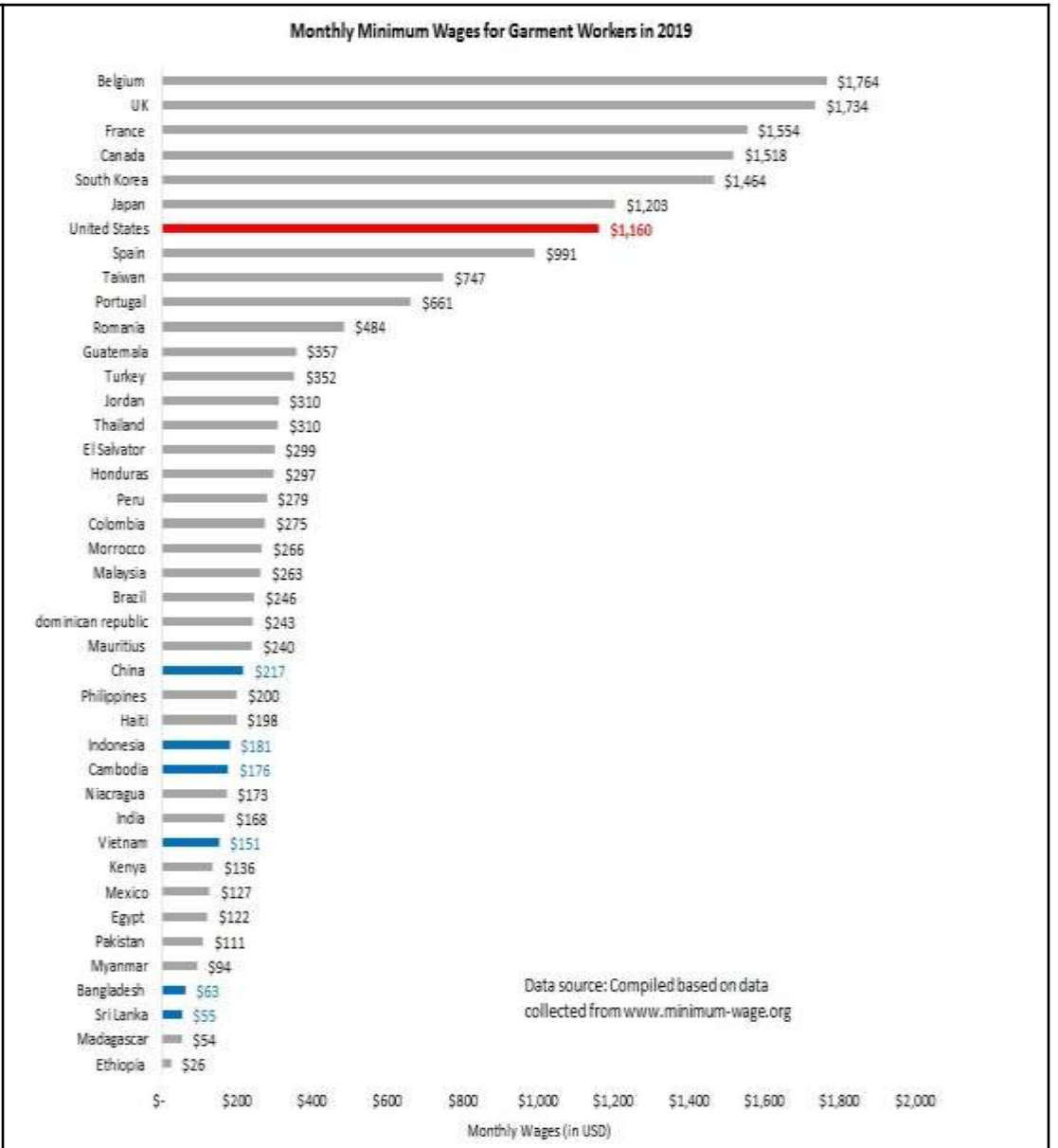

শ্রম আয় সংক্রান্ত অন্যান্য করণীয়

- শ্রম আয়ে বৈষম্য হ্রাস
- শ্রমের আনুষ্ঠানিকীকরণ

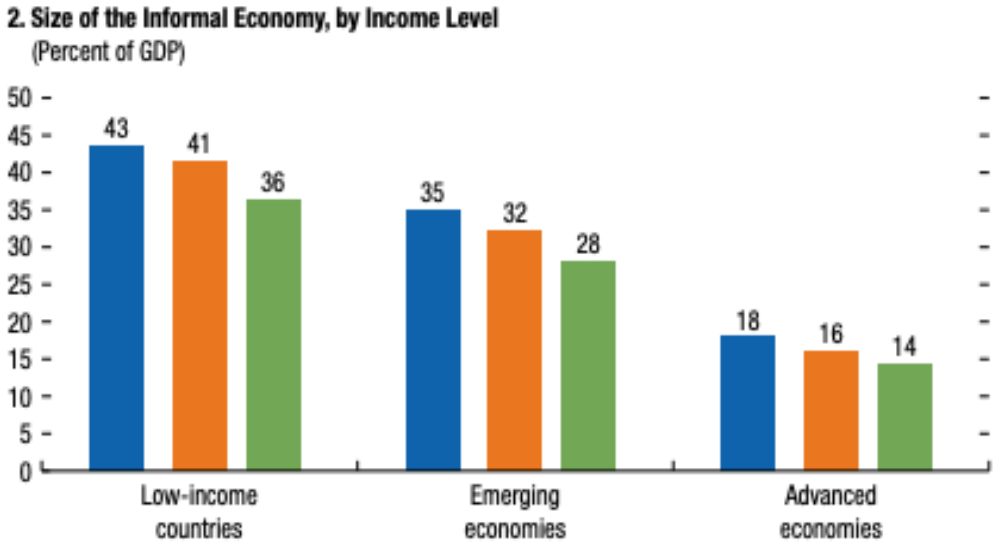

Source: Medina and Schneider (forthcoming).
Note: OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development.

সারণি ১.৬ শ্রমের আনুষ্ঠানিকীকরণের মাত্রা

		২০১০	২০১৩	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
আনুষ্ঠানিক	উভয় লিঙ্গ	৬.৮	৭.৩		
	পুরুষ	৫.৫	৫.৭		
	মহিলা	১.৩	১.৬		
অনানুষ্ঠানিক	উভয় লিঙ্গ	৪৭.৩	৫০.৮	৫২.৩	৫১.৭
	পুরুষ	৩২.৪	৩৫.৬	৩৫.১	৩৫.১
	মহিলা	১৪.৯	১৫.২	১৭.২	১৭.২

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০২৩

পুঁজি আয়ের বিচ্ছুরণের মাধ্যমে আয় বৈষম্য হ্রাস

- ভূমি ও বর্গা সংস্কার (ইসলাম ১৯৮৭, ২০১১, ২০১২, ২০১৭; **Sobhan 19??)**
- সমবায়ী মালিকানার সম্প্রসারণ **(Sobhan** ২০১০, **2021,** ইসলাম ২০১৭**)**
- ব্যক্তি-মালিকানাধীন কোম্পানিসমূহের মুনাফায় শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা **(Mahmud 2023; Sobhan 2010)**
- প্রত্যক্ষ উৎপাদনে সরকারী খাতের সম্প্রসারণ **(Sobhan 2021, Islam 2023)**

উন্নত দেশে বৈষম্য প্রশমনে আয় পুনর্বিতরণের ভূমিকা

চিত্র ১.৬ উন্নত দেশসমূহে আয় পুনর্বিতরণের মাত্রা

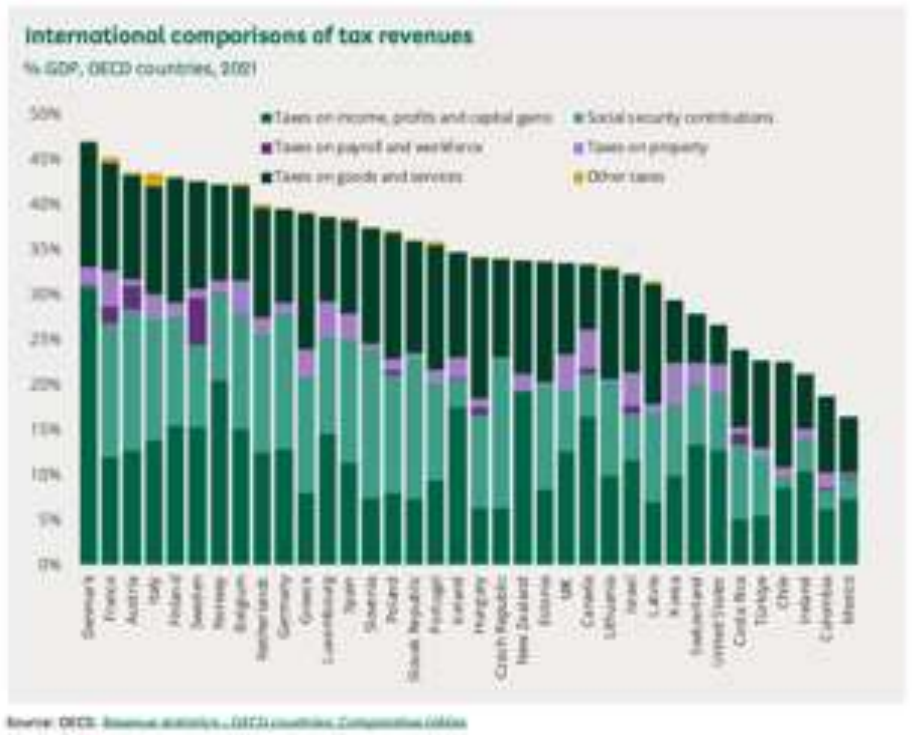

Source: Keep (2023), p. 28

চিত্র ১.৭ উন্নত দেশসমূহে আয় বৈষম্য হ্রাসে পুনর্বিতরণের ভূমিকা

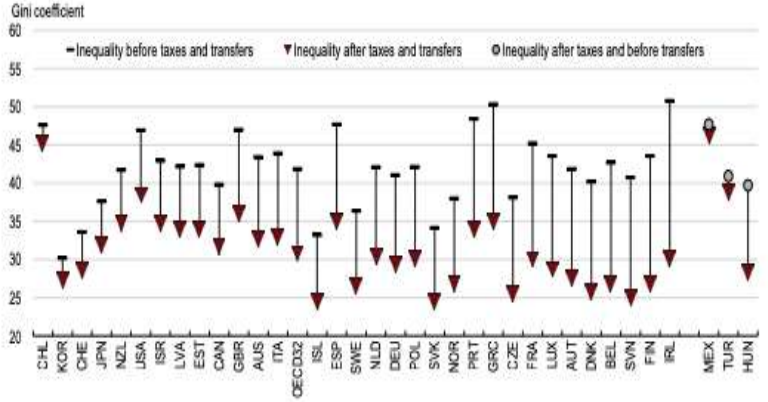

Note: The Gini index measures the extent to which the distribution of incomes among households deviates from perfect equal distribution. A value of zero represents perfect equality and a value of 100 extreme inequality. Redistribution is measured by the difference between the Gini coefficient before personal income taxes and transfers (market incomes) and the Gini coefficient after taxes and transfers (disposable incomes) in per cent of the Gini coefficient before taxes and transfers. For Hungary, Mexico and Turkey household incomes are only available net of personal income taxes, implying that inequality can only be measured after taxes and before transfers. The three countries are not included in the OECD average. Working-age populations include all individuals aged 18-65. Data refer to 2012 for Japan; 2015 for Chile, Finland, Israel, Korea, the Netherlands, the United Kingdom and the United States; and 2014 for the rest.

Source: OECD Income Distribution Database.

সূত্র: Causa and Hermansen (2019, p. 30)

রাজস্ব আদায়ে বিভিন্ন উৎসের ভূমিকা

চিত্র ১.৮ বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব আয়ের বিভিন্ন উৎস (২০২২-২০২৩)

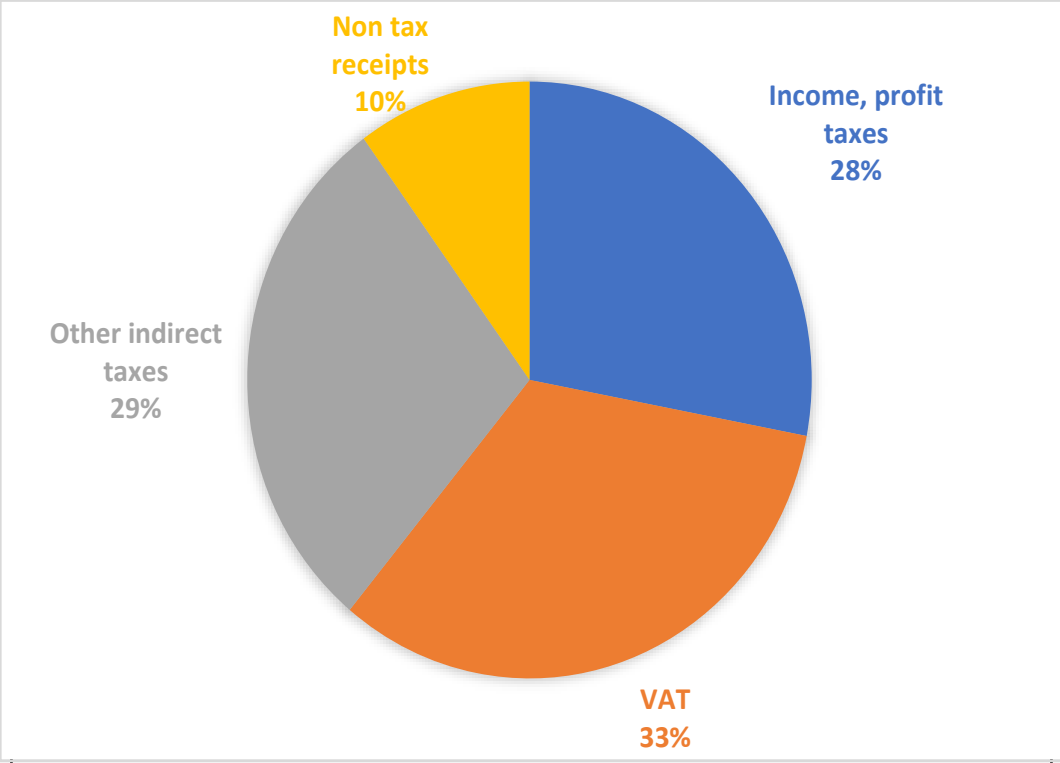

সূত্র: অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

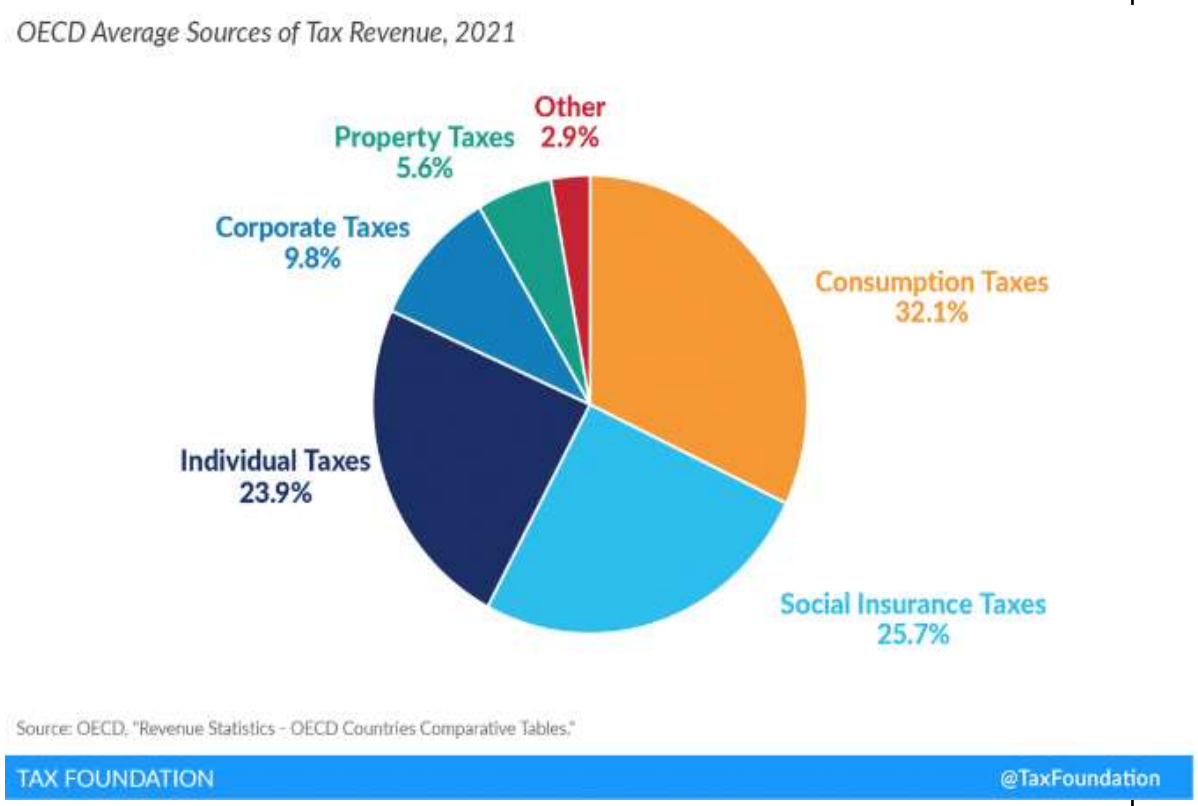

সূত্র: Bunn and Perez-Weigel (2023)

উন্নত দেশের সাথে আয়-ব্যয় কাঠামোর তুলনা

	প্রত্যক্ষ কর	অপ্রত্যক্ষ কর
বাংলাদেশ	২৮	৭২
ওইসিডি	৬৮	৩২

	ব্যয় বাজেটে পুনর্বিতরণমূলক আইটেমসমূহের ভূমিকা (%)	রাষ্ট্রীয় পেনশন বাবদ ব্যয় (%)
বাংলাদেশ	১৭.৫	0?
যুক্তরাজ্য	৫১.২	১১

চিত্র ১.১০ যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন আয় গ্রুপের জন্য ব্যয়যোগ্য আয়ের শতাংশ হিসেবে অপ্রত্যক্ষ কর

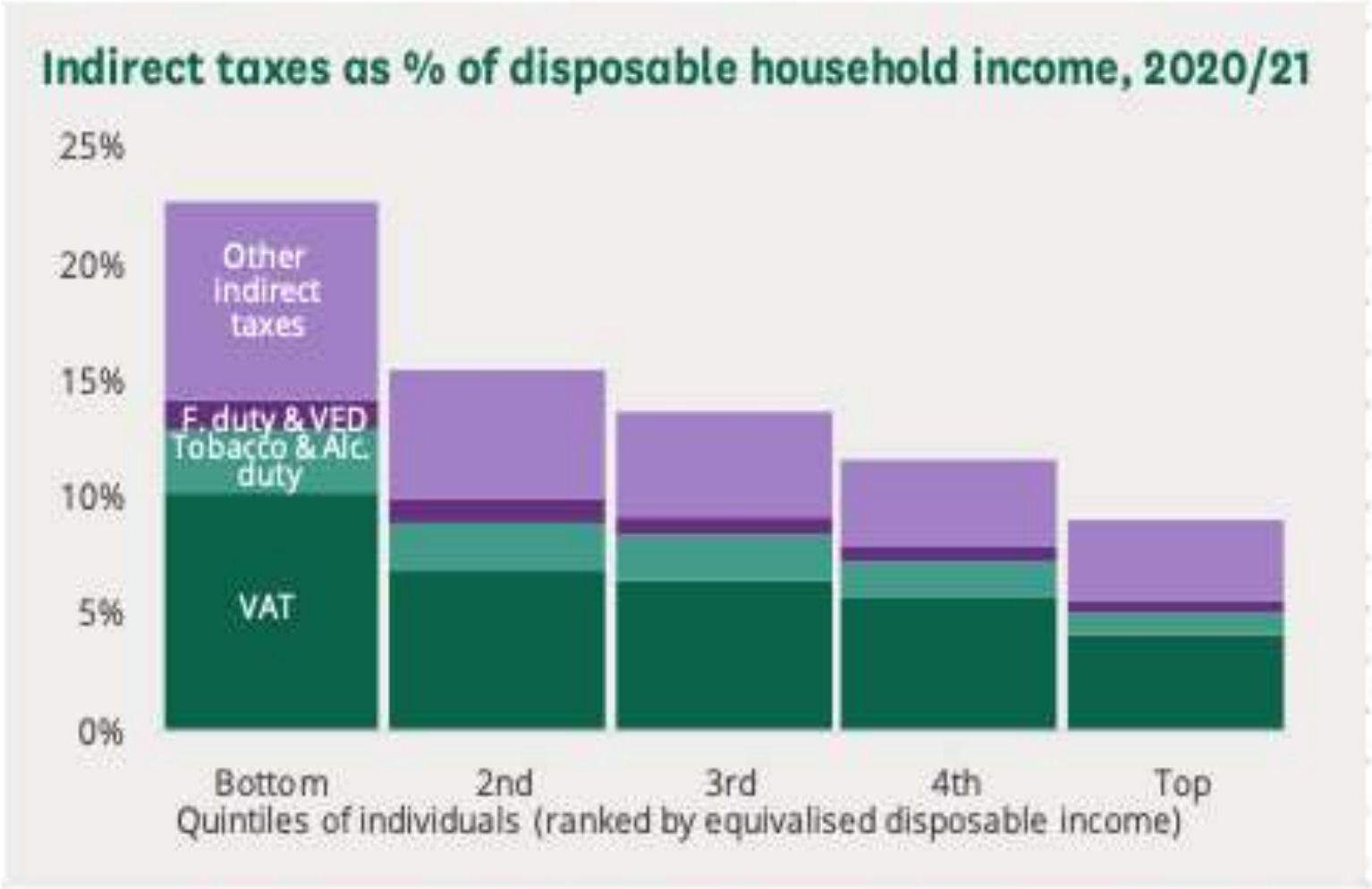

Source: ONS. Effects of taxes and benefits on UK household income: financial year ending 2021

Source: Keep (2023, p. 26)

চিত্র ১.১১ যুক্তরাজ্যের ২০২২-২৩ সালের বাজেটে সরকারের আয়ের বিভিন্ন উৎসের অবদান

Source: Keep (2023, p. 6)

Notes: NIC National insurance contributions. Capital taxes include stamp duties, capital gains and inheritance tax. Corporation tac here includes the energy profits levy (EPL).

চিত্র ১.১২ যুক্তরাজ্যে ২০২৩-২৪ সালে সরকারের বাজেটে প্রস্তাবিত ব্যয়

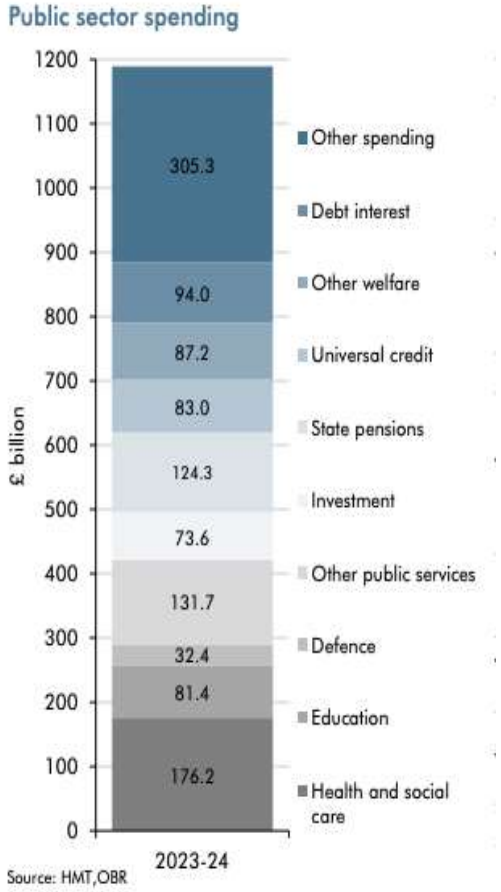

অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্পর্কে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫)

- “প্রবৃদ্ধিকে **দরিদ্র-অভিমুখী** করা” এবং “ক্রমবর্ধমান বৈষম্য মোকাবেলা” করা বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে (পৃ. ৩৫)”।
- দরিদ্র-অভিমুখী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক (ইনক্লুসিভ) হওয়ার জন্য প্রবৃদ্ধিকে দুটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে।
  - প্রথমত, ধনীদের চেয়ে দরিদ্রদের আয় দ্রুততর হারে বৃদ্ধি পেতে হবে।

    “সমাজের নীচের ৪০ শতাংশের গড় আয় যাতে গোটা সমাজের গড় আয়ের চেয়ে দ্রুততর হারে বৃদ্ধি পায় তা নিশ্চিত করতে হবে (পৃ. ৩৭)।”

  - দ্বিতীয়ত, অতিদরিদ্রদের আয় বৃদ্ধির ওপর আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।
- কিন্তু কীভাবে এটা অর্জিত হবে, সে বিষয়ে আলোচনা সন্তোষজনক নয়; কোনো সুচিন্তিত এবং পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ-নির্ভর কর্ম-পরিকল্পনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।
- ফলে আশ্চর্য্যের নয় যে, ২০২৪ সাল এসে গেলেও “সমাজের নীচের ৪০ শতাংশের গড় আয় যাতে গোটা সমাজের গড় আয়ের চেয়ে দ্রুততর হারে বৃদ্ধি” পাওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা যায় না

অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস – ফিরে দেখা

- অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কর্তৃক “প্রবৃদ্ধিকে দরিদ্র-অভিমুখী করা”র লক্ষ্য ঘোষণা করাকে নিঃসন্দেহে স্বাগত জানাতে হয়।
- তবে রেহমান সোবহান এবং অন্যরা অনেকে বহু আগে থেকেই সমতাধর্মী উন্নয়ন কৌশল অনুসরণের আহবান জানিয়েছিলেন।
- ব্যক্তিগতভাবে আমিও **“বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা – বর্তমান ধারার সংকট ও বিকল্প পথের প্রশ্ন”** শীর্ষক **১৯৮৭** সনে প্রকাশিত গ্রন্থে অনুরূপ প্রস্তাব করেছিলাম।

বিদ্যমান উন্নয়ন ধারার বৈশিষ্ট্যাবলী	বিকল্প উন্নয়ন ধারার বৈশিষ্ট্যাবলী
ধনী-অভিমুখী শহর অভিমুখী ব্যক্তিস্বার্থের প্রতি প্রাধান্যদানকারী বৈদেশিক পরামর্শ ও সাহায্য নির্ভর	**দরিদ্র-অভিমুখী** গ্রাম অভিমুখী সমষ্টির স্বার্থের প্রতি প্রাধান্যদানকারী আত্মনির্ভরশীল

- এসব সুপারিশ গৃহীত হলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক বৈষম্যের এত ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটতো না।

অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস – সারাংশ

- বিগত সময়ে অর্থনৈতিক বৈষম্য **উদ্বেগজনক মাত্রা**য় পৌঁছেছে এবং আরও বাড়ছে

- অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধির ফলে “রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাধীনতা” বহুলাংশে বিলুপ্ত হয়েছে; সর্বজনকল্যাণমুখী নীতিমালা গ্রহণ কঠিন হয়ে পড়ছে; এবং অর্থনীতি (আর্জেন্টিনা)র মতো একটি পৌনঃপুনিক সংকটের সম্মুখীন হওয়ার শঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। বৈষম্য হ্রাস **জরুরী**

- বৈষম্য হ্রাসে দুই ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন
  - প্রাথমিক আয় হ্রাসকারী
  - পুনর্বিতরণের মাধ্যমে ব্যয়যোগ্য আয় হ্রাসকারী

- **উভয় ধারায়** বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

সুশাসন

- সুশাসন বনাম পরিশাসন
- পরিশাসনের দুই দিক
  - রাজনৈতিক নেতৃত্ব
  - প্রশাসন
- পরিশাসনের শুভ এবং অশুভ চক্র
- রাজনৈতিক নেতৃত্বের মূল-ভূমিকা (primacy)

পরিশাসন কাঠামো

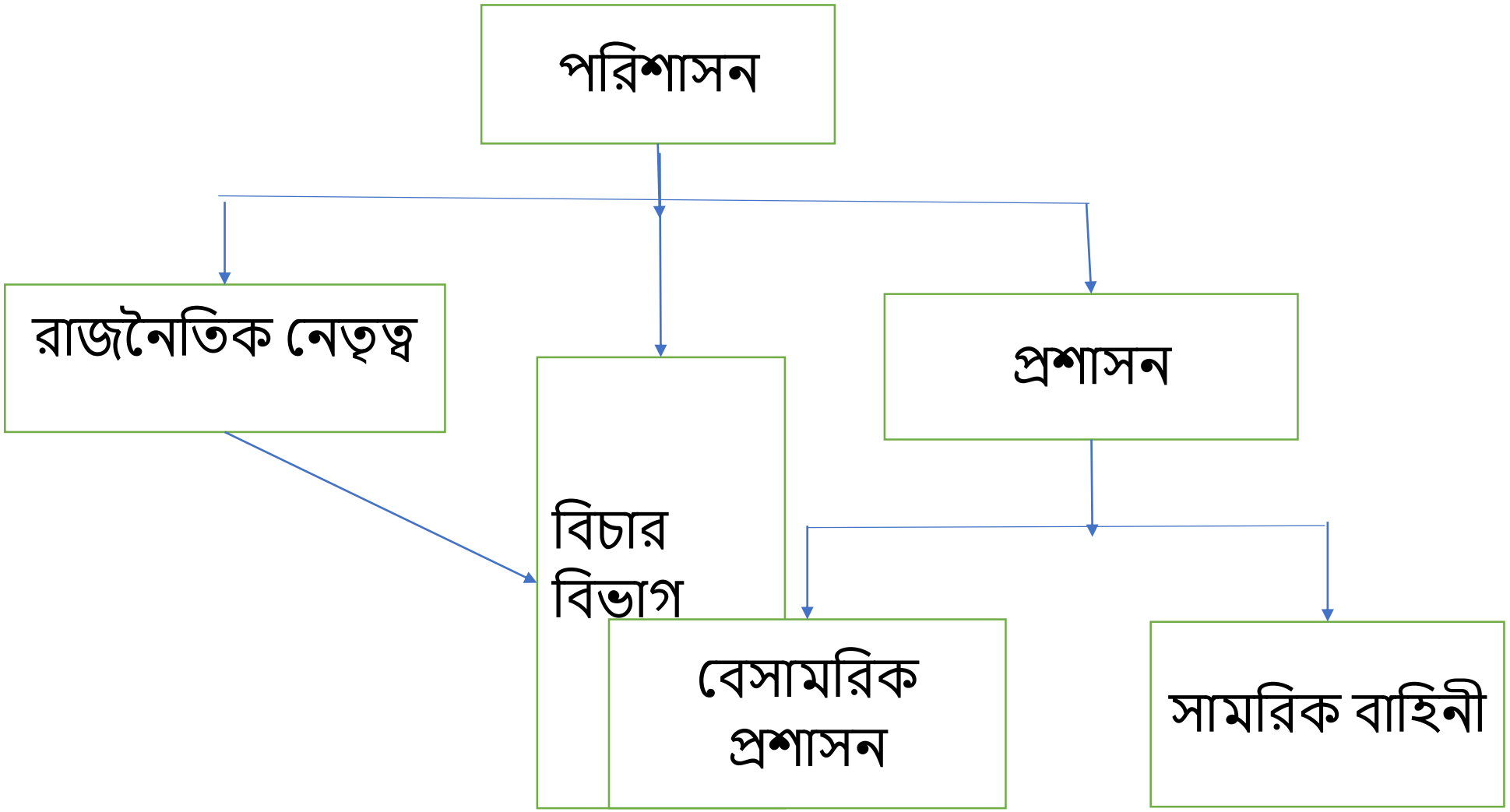

চিত্র ২.২ক শুভ পরিশাসন চক্র

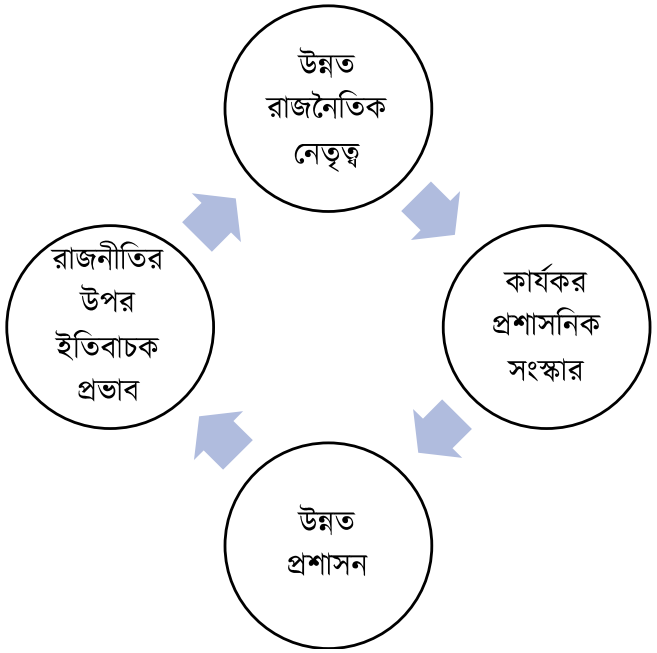

সূত্র : Islam (2016, p. 8)

চিত্র ২.২খ অশুভ পরিশাসন চক্র

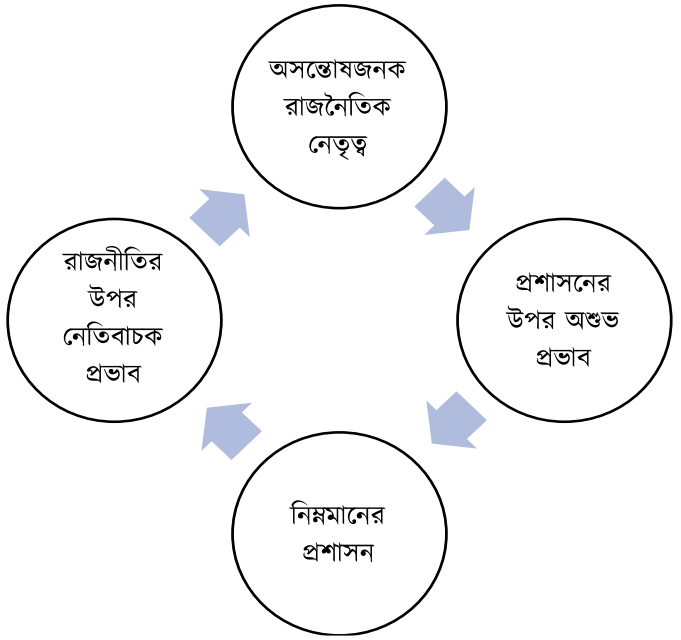

সূত্র : Islam (2016, p. 9)

পরিশাসনের পরিমাণগত সূচক (WGI)

- ছয়টি সূচক
  - “মত প্রকাশ এবং জবাবদিহিতা” (*ভয়েস এন্ড একাউন্টেবিলিটি*);
  - “রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সহিংসতা/সন্ত্রাসের অনুপস্থিতি” (*পলিটিক্যাল স্ট্যাবিলিটি এন্ড এবসেন্স অফ ভায়োলেন্স/টেরোরিজম*);
  - “সরকারের দক্ষতা” (*গভারনমেন্ট এফেক্টিভনেস*);
  - “নিয়ন্ত্রণের মান” (*রেগুলেটরি কোয়ালিটি*);
  - “আইনের শাসন” (*রুল অফ ল*); এবং
  - “দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ” (*কন্ট্রোল অফ করাপশান*)।
- চার ধরণের দেশের সাথে তুলনা
  - উন্নত (জাপান, জার্মানি, নরওয়ে, সুইডেন, নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, এবং যুক্তরাষ্ট্র)
  - পূর্ব এশিয় (তাইওয়ান এবং দক্ষিণ কোরিয়া)
  - দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় (মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, এবং সিঙ্গাপুর)
  - দক্ষিণ এশিয়া (ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, এবং ভুটান)

চিত্র ২.৩ক "মত প্রকাশ এবং জবাবদিহিতা" সূচক: বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের তুলনা

(২০১১-২০২০ সনের গড় মান; মানের ব্যাপ্তি –২.৫ থেকে ২.৫)

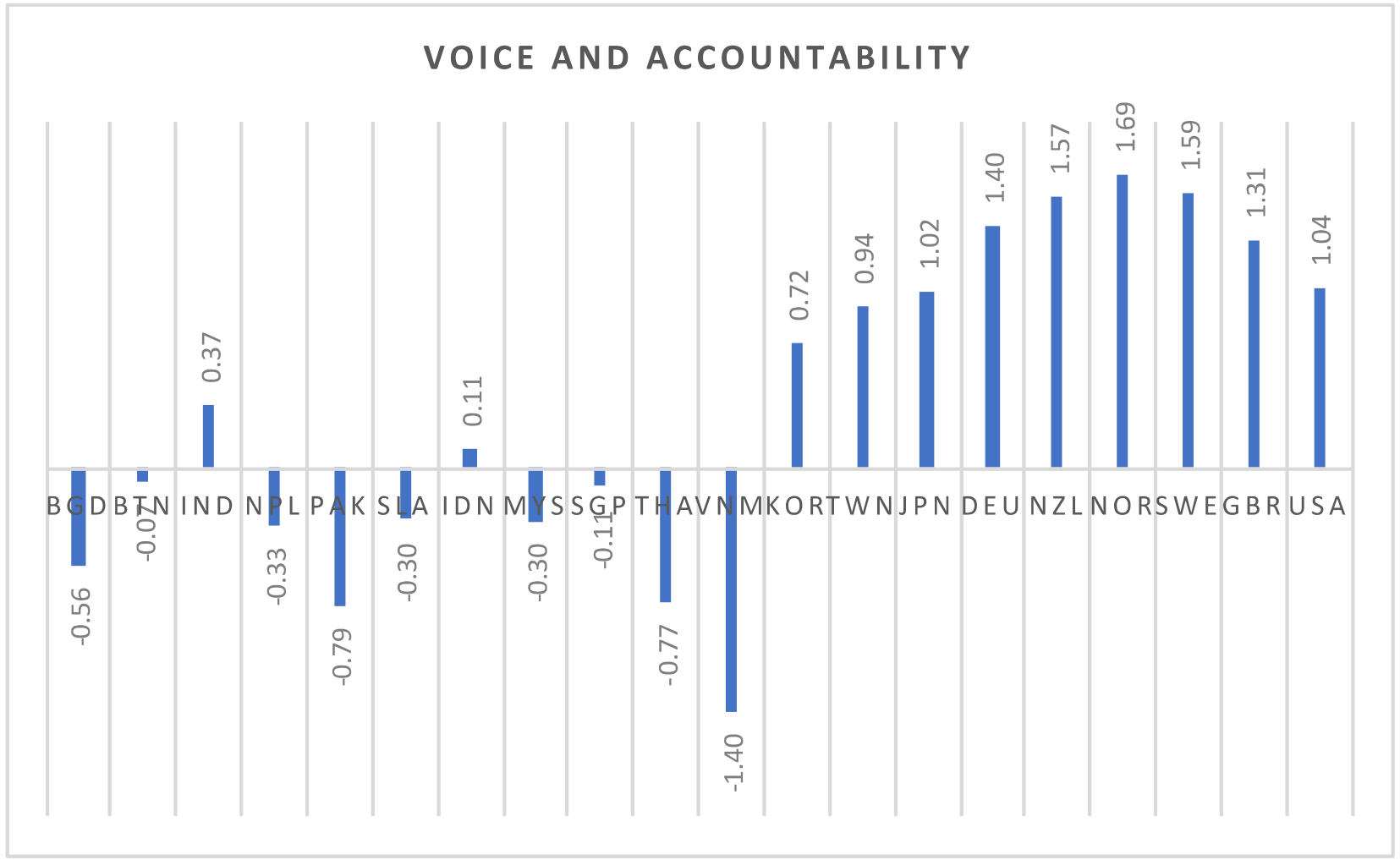

সূত্র: World Governance Indicators, World Bank

চিত্র ২.৩খ "রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সহিংসতা/সন্ত্রাসের অনুপস্থিতি" সূচক: বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের তুলনা

(২০১১-২০২০ সনের গড় মান; মানের ব্যাপ্তি –২.৫ থেকে ২.৫)

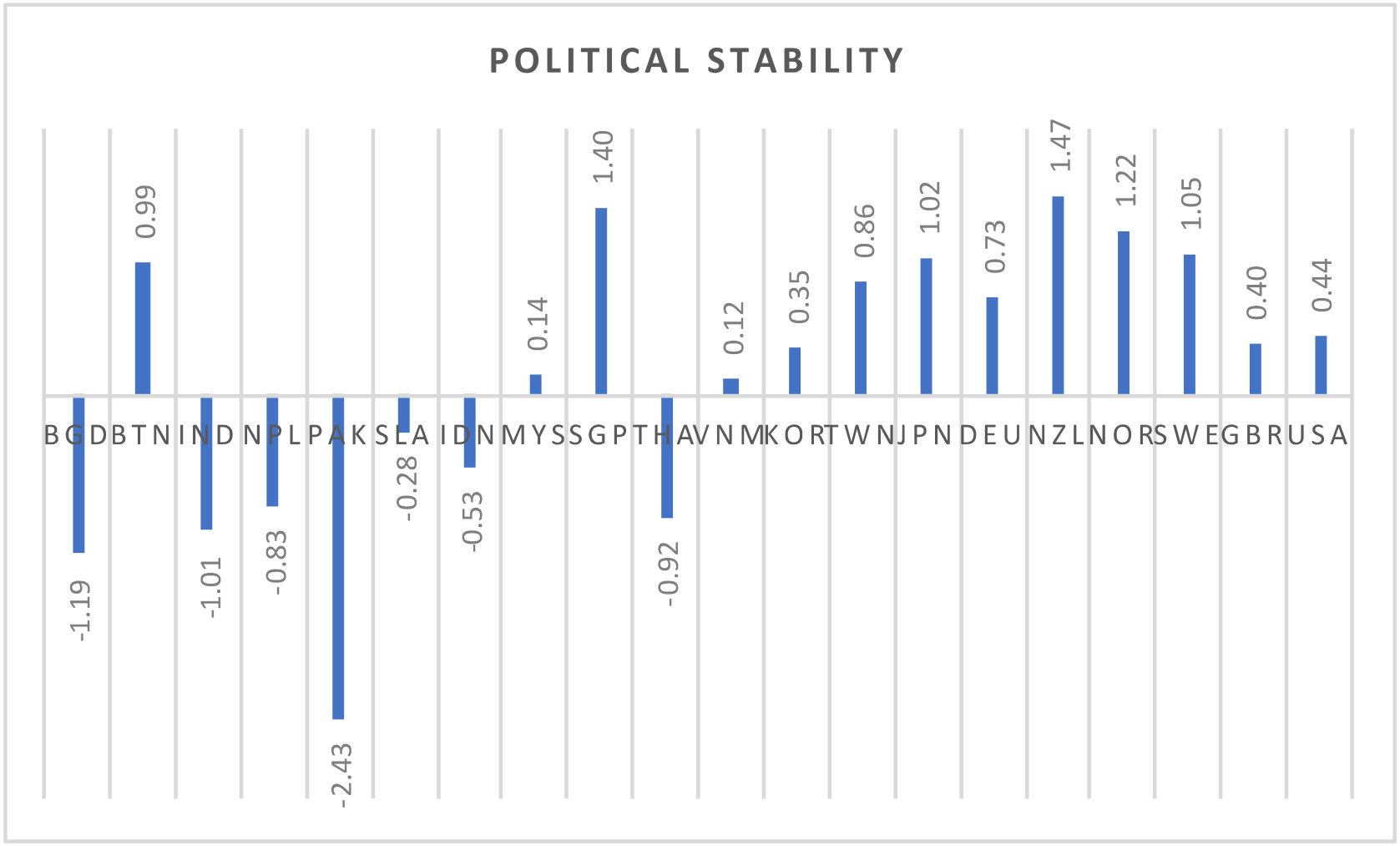

সূত্র: World Governance Indicators, World Bank

চিত্র ২.৩গ "সরকারের দক্ষতা" সূচক: বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের তুলনা

(২০১১-২০২০ সনের গড় মান; মানের ব্যাপ্তি –২.৫ থেকে ২.৫)

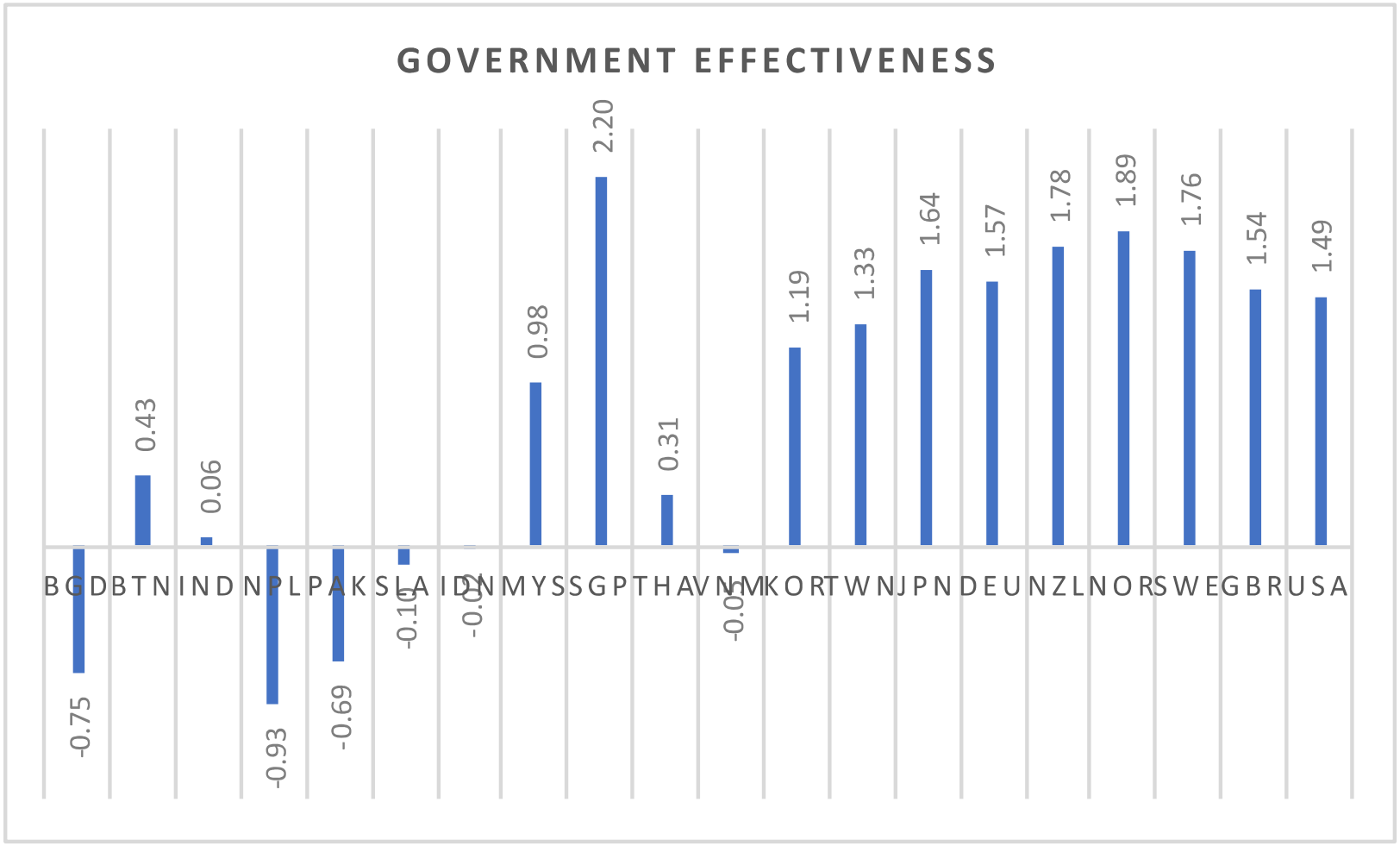

সূত্র: World Governance Indicators, World Bank

চিত্র ২.৩ঘ "নিয়ন্ত্রণের মান" সূচক: বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের তুলনা

(২০১১-২০২০ সনের গড় মান; মানের ব্যাপ্তি –২.৫ থেকে ২.৫)

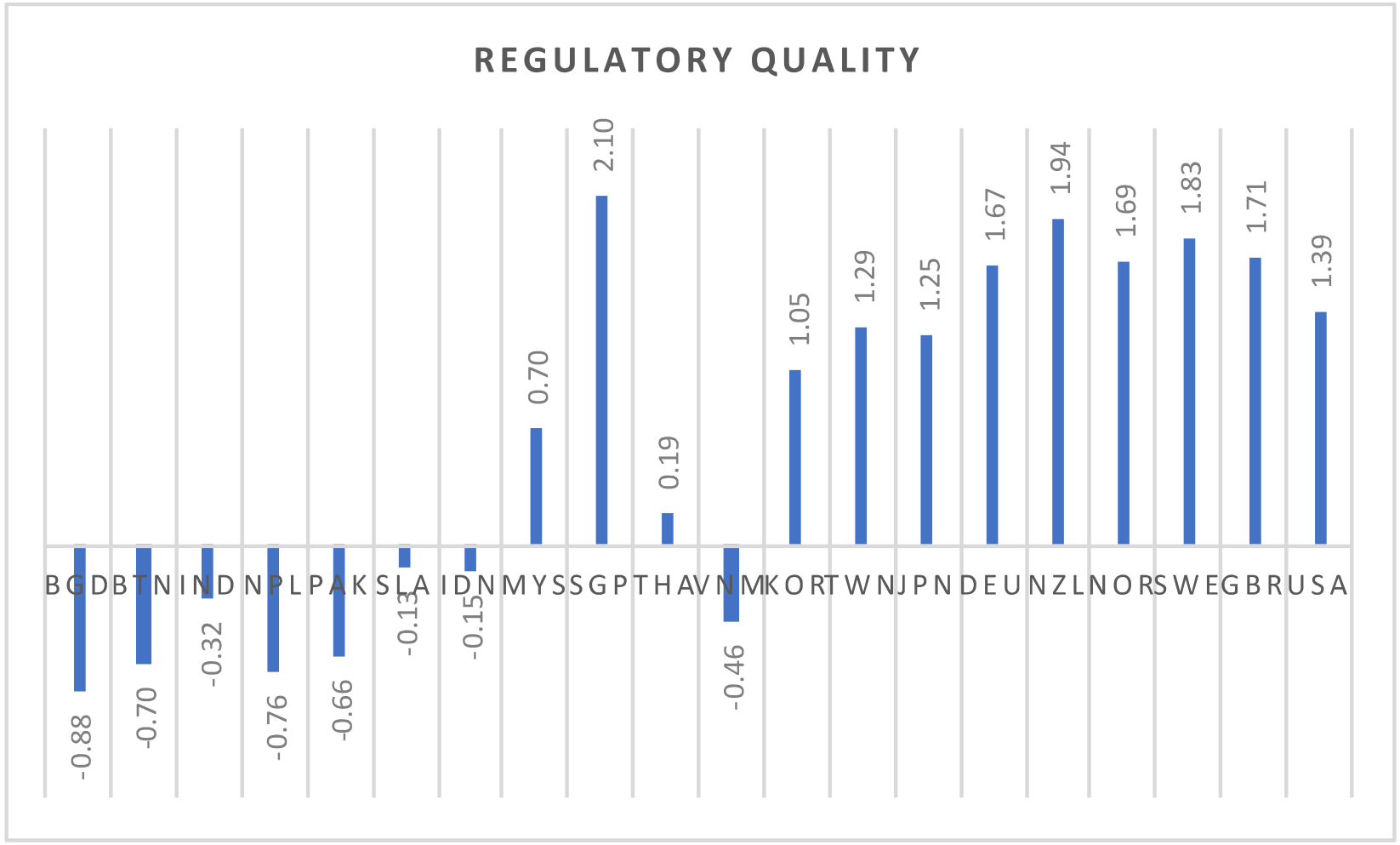

সূত্র: World Governance Indicators, World Bank

চিত্র ২.৩৬ "আইনের শাসন" সূচক: বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের তুলনা

(২০১১-২০২০ সনের গড় মান; মানের ব্যাপ্তি –২.৫ থেকে ২.৫)

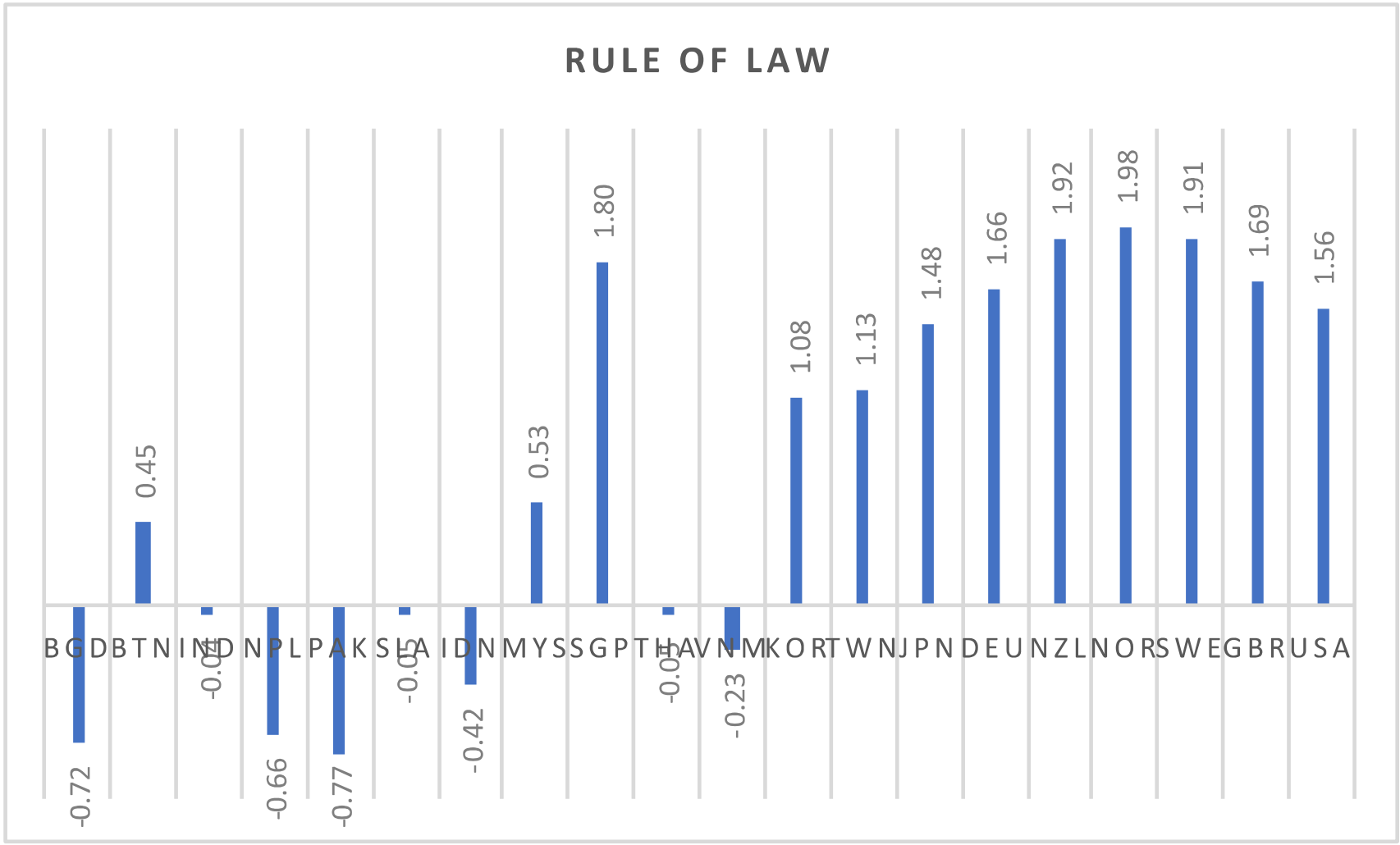

সূত্র: World Governance Indicators, World Bank

চিত্র ২.৩চ "দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ" সূচক: বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের তুলনা

(২০১১-২০২০ সনের গড় মান; মানের ব্যাপ্তি –২.৫ থেকে ২.৫)

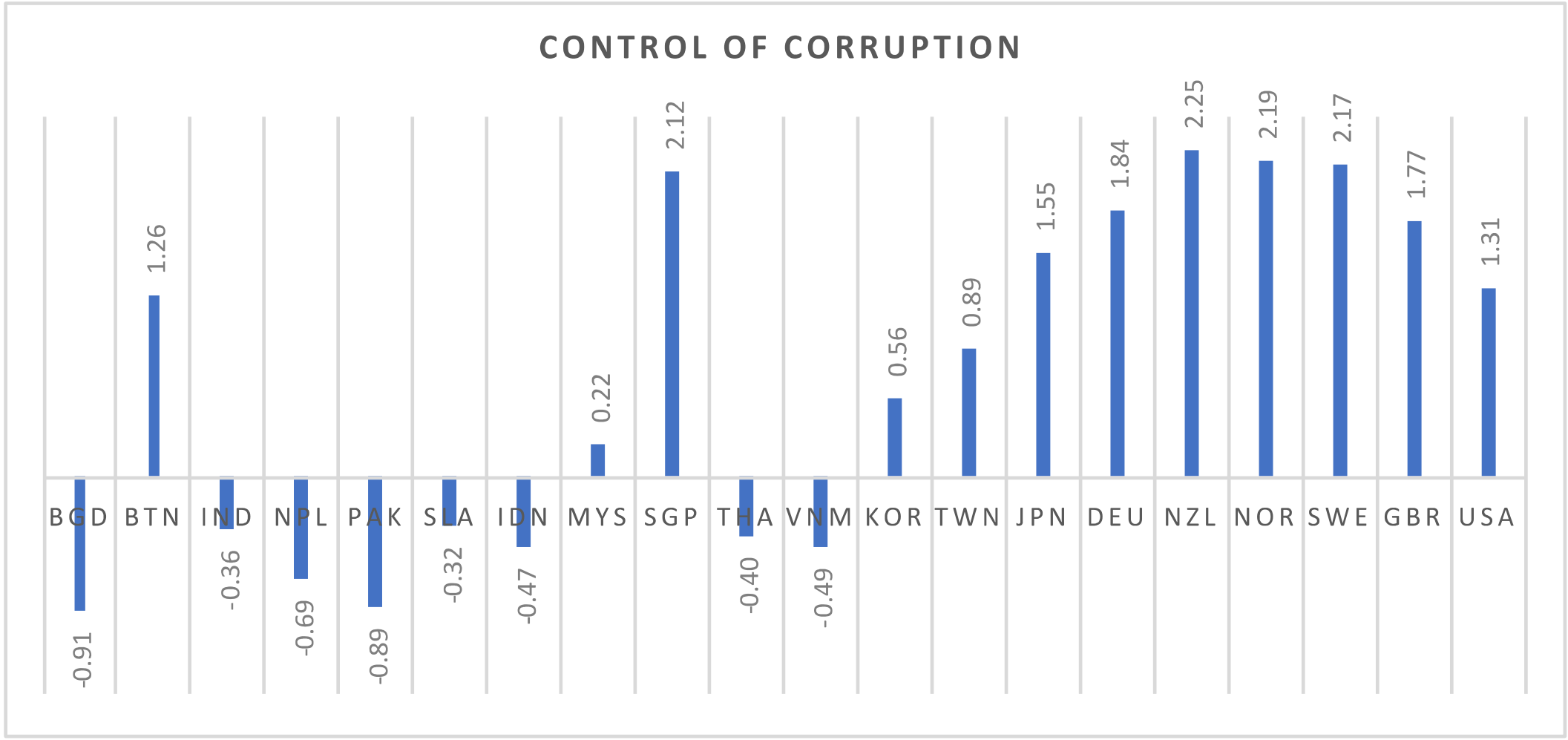

সূত্র: World Governance Indicators, World Bank

পরিশাসন সূচকের তুলনার ফলাফল

- সব সূচকেই বাংলাদেশের অবস্থান উন্নত এবং পূর্ব এশীয় দেশসমূহের তুলনায় নীচে;
- “মত প্রকাশ এবং জবাবদিহিতা” সূচক ছাড়া অন্য সব সূচকের বিচারে একথা দক্ষিণ-পূর্ব দেশসমূহের সাথে তুলনায়ও প্রযোজ্য;
- প্রতিবেশী দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের সাথে তুলনায় “নিয়ন্ত্রণের মান” এবং “দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ” সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান সর্বনিম্নে। বাকী চারটি সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয় সর্বনিম্নে।

.

প্রবৃদ্ধির নিঃসরণ মডেল

- নিঃসরণ মডেলের ছক
- নিঃসরণের বিভিন্ন ধরণ ও পদ্ধতি
- নিঃসরণ মডেলের রাজনৈতিক-অর্থনীতি
- নিঃসরণ মডেলের বিভিন্ন প্রতিফল
  - উন্নয়ন বাজেটের বিকৃতি (আকার বৃদ্ধি; স্বল্প অথবা অনুৎপাদনশীল প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তি)
  - গণখাতে প্রকৃত বিনিয়োগ হ্রাস
  - পুঁজি পাচার বৃদ্ধি
  - ঋণ –ফাঁদে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি
  - ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের জন্য বৈধ অর্থ প্রাপ্তি কঠিন হওয়া
  - গণ-কল্যাণমুখী বিনিয়োগের বিপরীতে ব্যক্তিস্বার্থ মুখী বিনিয়োগের উৎসাহিতকরণ
  - অর্থনৈতিক বৈষম্যের বৃদ্ধি
  - নৈতিকতার অবক্ষয়
  - রাজনীতির মানের অবক্ষয়
  - প্রশাসনের মানের অবনতি

চিত্র ২.৪ প্রবৃদ্ধির “নিঃসরণ মডেল”

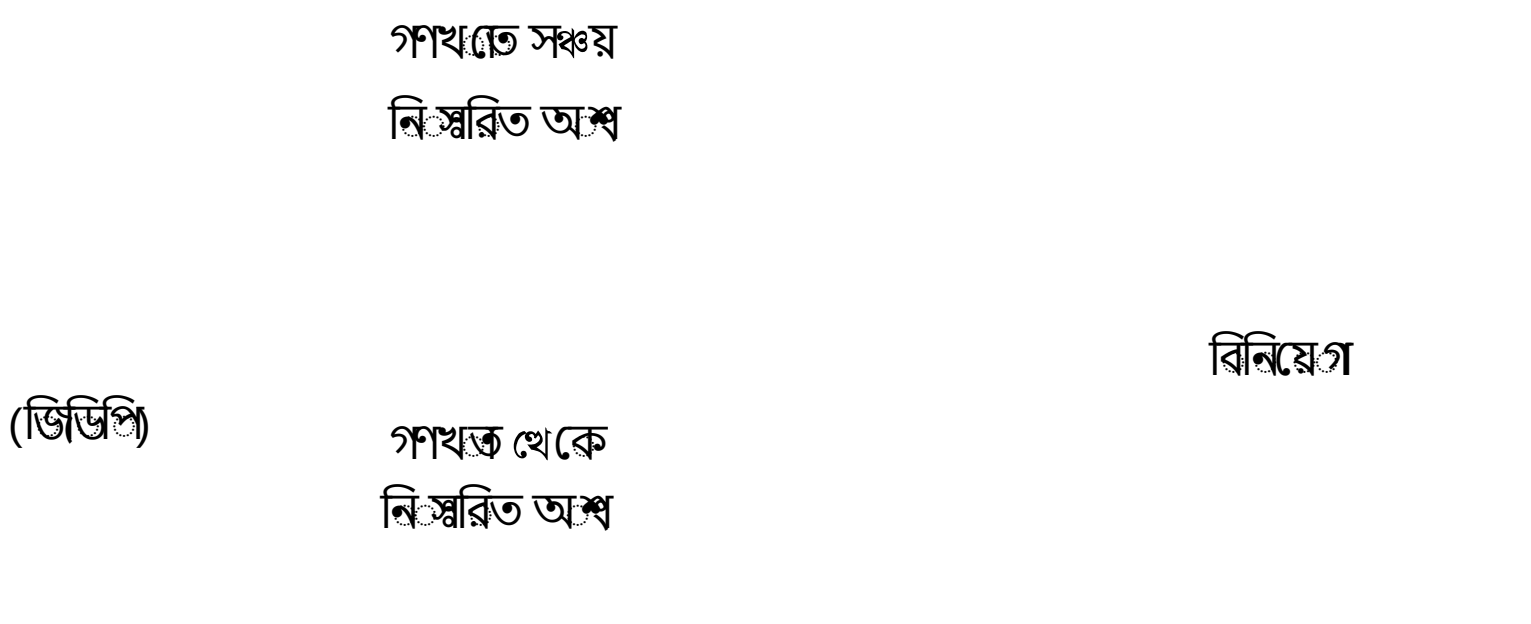

সূত্র: Islam S. N. (2022, p. 23)

টীকা: এই চিত্রে প্রদর্শিত বক্স সমূহের আকৃতি সেসবে উল্লেখিত বিষয়ের পরিমাণের সমানুপাতিক নয়।

চিত্র ২.৫ নিঃসরণর বিভিন্ন ধরণ ও পদ্ধতি

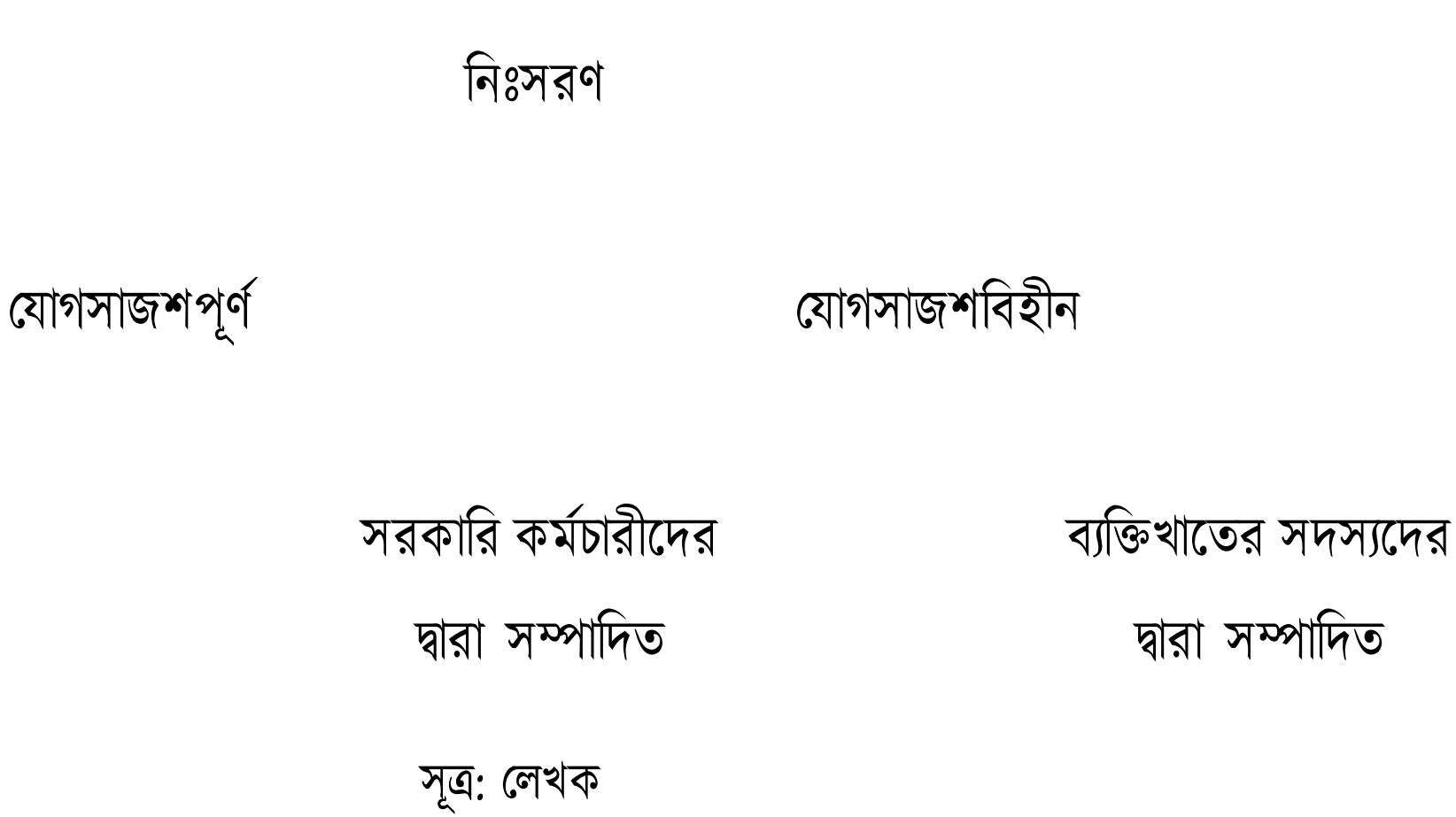

সূত্র: লেখক

প্রশাসনের বিভিন্ন সংস্কার

- স্থায়ী-অরাজনৈতিক বনাম অস্থায়ী-রাজনৈতিক
- প্রশাসনের শ্রেণী বিভক্তি
- কোটা বনাম মেধা
- প্রশাসনের আকার
- প্রশাসনের উন্নয়নে অন্যান্য প্রয়াস
- প্রশাসন ও বস্তুগত প্রণোদনা
- প্রশাসন সদস্যদের পারিতোষিক যৌক্তিক নির্ধারণের নীতিমালা
  - সরকারি পারিতোষিকের নগদায়ন
  - বেসরকারি খাতের বেতন স্কেলের সাথে সম্পর্ক
  - মুদ্রাস্ফীতির সাথে সম্পর্ক
    - MP_K, MP_L = যথাক্রমে পুঁজি এবং শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা;
    - ρ= ভবিষ্যৎ মূল্যায়নের হার;
    - θ = সময়ান্তরে প্রতিস্থাপনের নমনীয়তার হার;
    - n = জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার।

চিত্র ২.৬ক প্রশাসনের মান এবং পারিতোষিকের মধ্যে শুভ চক্র

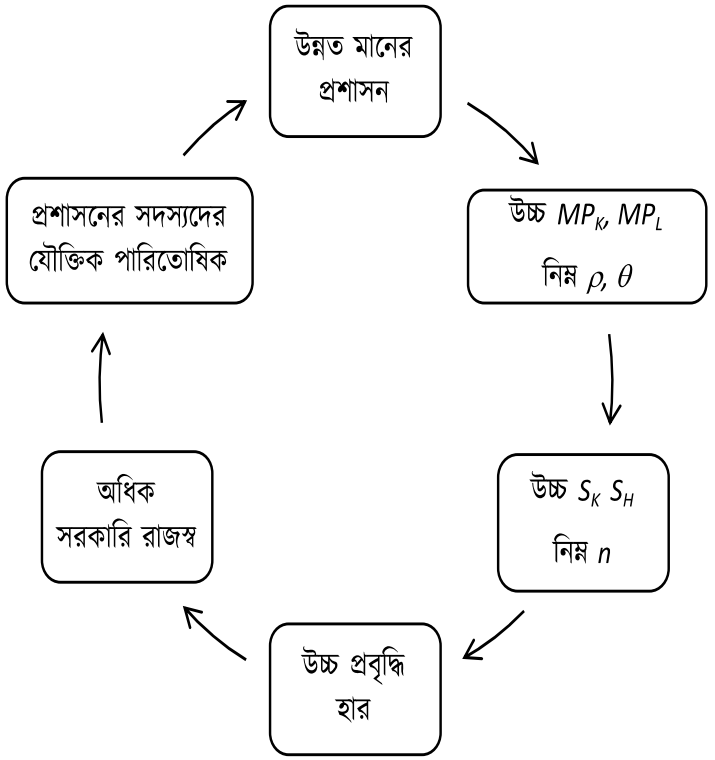

MP_K, MP_L = যথাক্রমে পুঁজি এবং শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা;
ρ= ভবিষ্যৎ মূল্যায়নের হার;
θ = সময়ান্তরে প্রতিস্থাপনের নমনীয়তার হার;
n = জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার।

চিত্র ২.৬ক প্রশাসনের মান এবং পারিতোষিকের মধ্যে শুভ চক্র

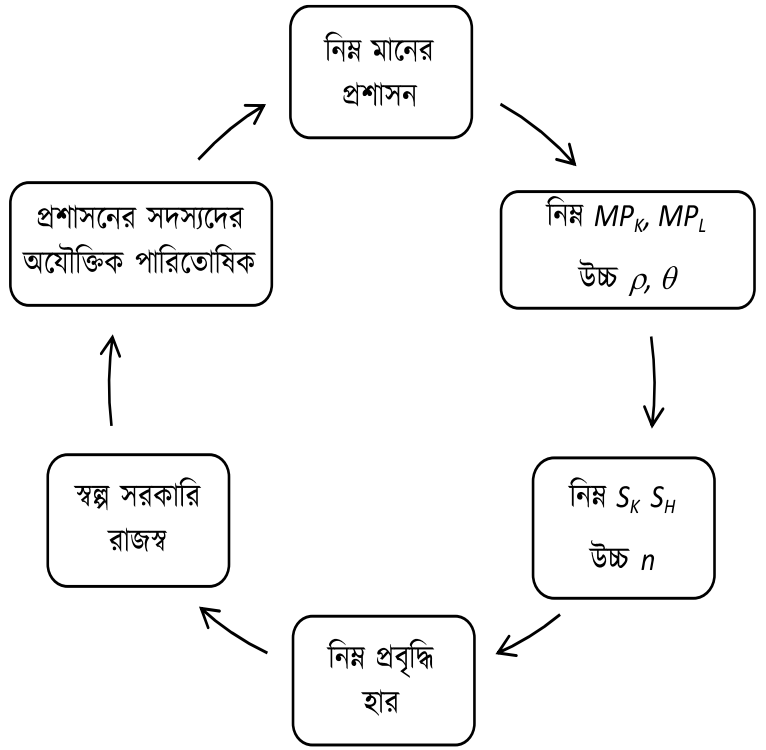

MP_K, MP_L = যথাক্রমে পুঁজি এবং শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা;
ρ= ভবিষ্যৎ মূল্যায়নের হার;
θ = সময়ান্তরে প্রতিস্থাপনের নমনীয়তার হার;
n = জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার।

সুশাসন – সারাংশ

- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করলেও সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে পিছিয়ে আছে।
- পরিশাসনের দুটি মূল উপাদান। একটি হলো রাজনৈতিক নেতৃত্ব; এবং অন্যটি হলো প্রশাসন। এ দুই উপাদান একটি আরেকটিকে প্রভাবিত করে এবং শুভ এবং অশুভ উভয় ধরণের চক্রের জন্ম দিতে পারে।
- সুশাসনের অভাবের একাধারে প্রতিফল এবং অন্যদিকে কারণ হলো প্রবৃদ্ধির নিঃসরণ মডেল। এই মডেল পরিশাসনের উভয় উপাদানের জন্য অবাঞ্ছিত প্রণোদনা সৃষ্টি করা ছাড়াও অর্থনীতি ও সমাজের জন্য বহু নেতিবাচক প্রতিফল ডেকে এনেছে। সুশাসন অর্জন করতে হলে বাংলাদেশকে প্রবৃদ্ধির নিঃসরণ মডেল পরিত্যাগ করে একটি সুস্থ মডেলে উত্তরণ করতে হবে।
- রাজনীতির সাথে সংযোগের কারণে নিঃসরণ মডেল পরিত্যাগের জন্য আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রয়োজন।
- অন্যান্য যেসব ধারায় প্রশাসনিক সংস্কার সাধন প্রয়োজন তাঁর মধ্যে হলো প্রশাসনের স্থায়ী-অরাজনৈতিক বনাম অস্থায়ী-রাজনৈতিক; প্রশাসনের শ্রেণী বিভক্তি; কোটা বনাম মেধা; প্রশাসনের আকার; প্রশাসনের উন্নয়নে অন্যান্য প্রয়াস; প্রশাসন ও বস্তুগত প্রণোদনা; ও প্রশাসন সদস্যদের পারিতোষিক যৌক্তিক নির্ধারণের নীতিমালা

৩. গণতন্ত্রের মানোন্নয়ন ও আনুপাতিক নির্বাচন

- ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হতে হলে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের মানোন্নয়ন জরুরী
- ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যও গণতন্ত্রের মানোন্নয়ন প্রয়োজন
- বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সমস্যার তলবর্তী কারণ
  - অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অর্থনৈতিক ভিত্তির সাথে বিকশিত পুঁজিবাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা অনুসরণের প্রয়াসের মধ্যে বিরোধ
- একটি দেশের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি সাপেক্ষে বিভিন্ন উপযোগী পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে এই বিরোধ সত্ত্বেও গণতন্ত্রের মানোন্নয়ন সম্ভব।
- বাংলাদেশের জন্য এরূপ একটি পন্থা হলো বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠতাভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থার স্থলে আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তন
- Islam, S. N. (2016), *Governance for Development: Political and Administrative Reforms in Bangladesh*, New York: Palgrave-Macmillan

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের উত্থান-পতন

- ১৯৭২: বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা
- ১৯৭৫: বাকশাল (১৯৭৫)
- ১৯৭৫: সামরিক ও প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির শাসন
  - জিয়াউর রহমান
  - এরশাদ
- ১৯৯১: বেসামরিক শাসন ও সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা
- ১৯৯৬: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তন
- ২০০৭: সামরিক বাহিনী সমর্থিত সরকার
- ২০০৮: বেসামরিক সরকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা
- ২০১১: তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল
- ২০১৪, ২০১৮, ২০২৪: দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন
- নির্বাচন নিয়ে অব্যাহত অসন্তুষ্টি

বাংলাদেশ গণতন্ত্রের মানোন্নয়নে বিভিন্ন ধরণের প্রয়াস ও ফলাফল

- গণতন্ত্রের মানোন্নয়নে বিভিন্ন ধারার প্রয়াস
  - আহ্বান ও উপরোধ (exhortations)
  - বিচার বিভাগীয় উদ্যোগ এবং পদক্ষেপ
  - সামাজিক চাপ বিস্তার ও প্রয়োগ
  - প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন
- ব্যক্তি-নির্ভর বনাম প্রক্রিয়া-নির্ভর প্রয়াস
  - বিফল মাইনাস-টু ফর্মুলা
- লঘু ধরণের প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন
  - উপ-নির্বাচন বাতিল
  - সংবিধানের ৭০-অনুচ্ছেদ
  - জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনকে যূথবদ্ধ করা
  - নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালীকরণ
- গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন
  - তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন
  - আনুপাতিক নির্বাচন

আনুপাতিক নির্বাচন সংক্রান্ত বিশ্ব পরিস্থিতি

- প্রায় সকল উন্নত দেশ আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করে; বাকী কয়েকটি দেশও এই নির্বাচন ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।
- নব্বইয়ের দশকে পূর্ব ইউরোপের যেসব দেশ এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের যেসব প্রজাতন্ত্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় সেগুলোর সকলেই আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
- উন্নয়নশীল দেশের মধ্যেও এক বিরাট সংখ্যক দেশ আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করে।
- আনুপাতিক নির্বাচন অনুসারী দেশসমূহে সুশাসনের সূচকসমূহের মান অপেক্ষেকৃত উঁচু।
- আনুপাতিক নির্বাচন অনুসারী দেশসমূহে অর্থনইতিক প্রবৃদ্ধির হারও অপেক্ষেকৃত উঁচু।

চিত্র ৩.১ বিশ্বে আনুপাতিক নির্বাচনের বিস্তৃতি

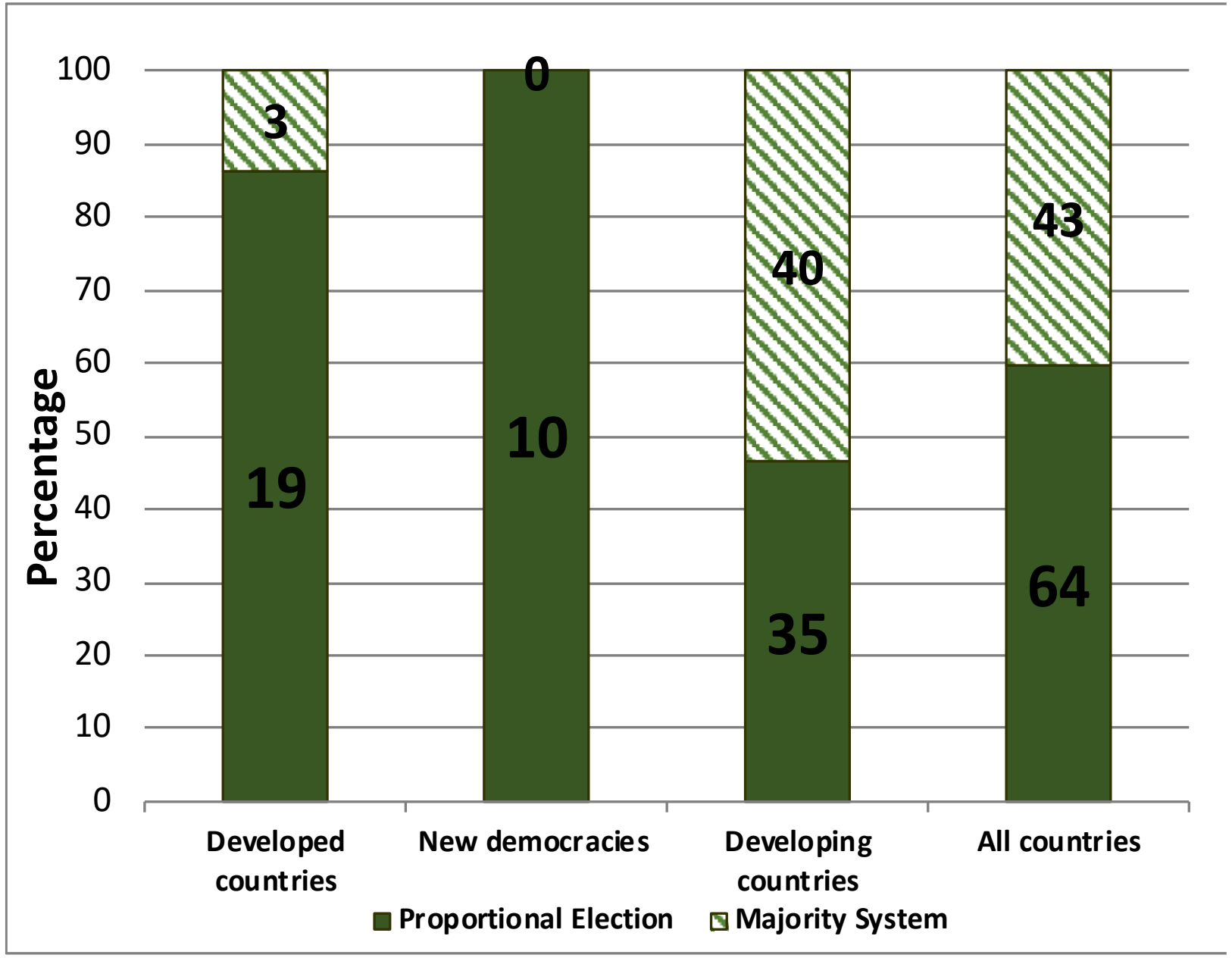

Source: Islam, Nazrul S. (2016)

সারণি ৩.১ নির্বাচন পদ্ধতি, সুশাসন, এবং উন্নয়ন

সুশাসন সূচক	জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহ		উন্নয়নশীল (ওইসিডি-বহির্ভূত) দেশসমূহ	
	সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন অনুসরণকারী দেশসমূহ (৭৫)	আনুপাতিক নির্বাচন অনুসারী দেশসমূহ (৮৪)	সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন অনুসরণকারী দেশসমূহ ()	আনুপাতিক নির্বাচন অনুসারী দেশসমূহ ()
মতপ্রকাশ ও জবাবদিহিতা	-০.০৭২	০.২৬৬	-০.২১৭	-০.০৮৭
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা/অহিংসতা	-০.০৬১	০.০৫৯	-০.০৬৩	-০.০৩৪
প্রশাসনের দক্ষতা	-০.১৫৪	০.১৬১	-০.৩৪৪	-০.২৬৬
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মান	-০.২৪৯	০.২৪০	-০.৪৩৬	-০.১৫৮
আইনের শাসন	-০.০৬০	০.১১২	-০.২৩৯	-০.৩৩১
দুর্নীতি দমন	-০.০৪৬	০.১২১	-০.২২৮	-০.৩০৯
বার্ষিক মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার	২.০১	২.১০	১.৮৬	১.৮৯

Source: Author, based on World Bank Governance Indicator data

আনুপাতিক নির্বাচন: সংক্ষিপ্ত পরিচয়

- নির্বাচন আসনভিত্তিক না হয়ে সমগ্র দেশভিত্তিক।
- নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলসমূহ নির্বাচনের আগে ক্রমাধিকারসম্পন্ন প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে।
- জনগণ ভোট দিয়ে জানায় কে-কোন দলের পক্ষে।
- যে দল সে অনুপাত ভোট পায় সংসদেও সেই অনুপাতে আসন পায় এবং তাদের পূর্ব-ঘোষিত প্রার্থী তালিকা থেকে ক্রমাধিকার অনুযায়ী সাংসদ নির্বাচিত হন।
- কোনো ভোটের অপচয় ঘটে না।
- কোনো **বহুগুণিত প্রভাব** (এমপ্লিফিকেশন) ঘটে না; অর্থাৎ ভোট-অনুপাতের পরিবর্তনের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে আসন-অনুপাতের পরিবর্তনে ঘটে না।
- কোনো **বিপরীত পর্যবেসন** ঘটে না; অর্থাৎ ভোট-অনুপাত বৃদ্ধি সত্ত্বেও আসন-অনুপাত কমে না; অথবা ভোট-অনুপাত হ্রাস সত্ত্বেও আসন-অনুপাত বৃদ্ধি পায় না।
- রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকে এবং সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়।
- আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থারও বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট রূপ রয়েছে; তবে বাংলাদেশের জন্য এর অপেক্ষেকৃত জটিল রূপ সমূহ তেমন প্রাসঙ্গিক নয়।
- বাংলাদেশের জন্য আনুপাতিক নির্বাচনের অন্তত ১১টি সফল রয়েছে।

১। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

সারণি ৩.২ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে দুই নির্বাচন ব্যবস্থার তুলনা

	প্রথম দল	দ্বিতীয় দল	তৃতীয় দল	চতুর্থ দল	পঞ্চম দল
সংখ্যাগরিষ্ঠতাভিত্তিক নির্বাচন-সৃষ্ট অস্থিতিশীলতা					
প্রথম নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটানুপাত	২০	২০	২০	১৯	২১
প্রথম নির্বাচনে প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	০	০	০	০	৩০০
দ্বিতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটানুপাত	২১	২০	২০	১৯	২০
দ্বিতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	৩০০	০	০	০	০
আনুপাতিক নির্বাচন-সৃষ্ট অস্থিতিশীলতা					
প্রথম নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটানুপাত	২০	২০	২০	১৯	২১
প্রথম নির্বাচনে প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	৬০	৬০	৬০	৫৭	৬৩
দ্বিতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটানুপাত	২১	২০	২০	১৯	২০
দ্বিতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	৬৩	৬০	৬০	৫৭	৬০

সূত্র: লেখক

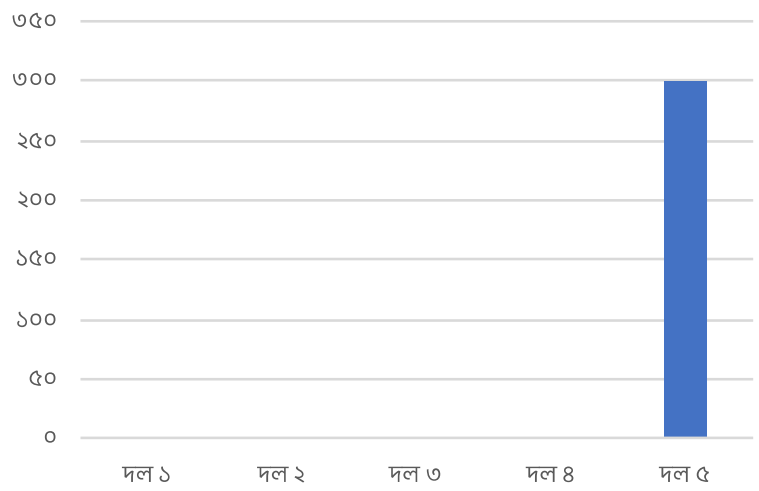

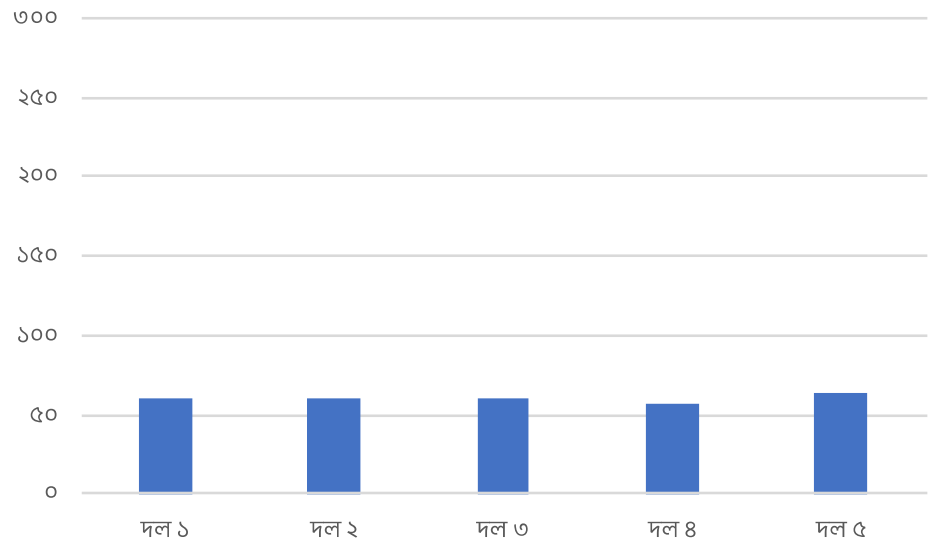

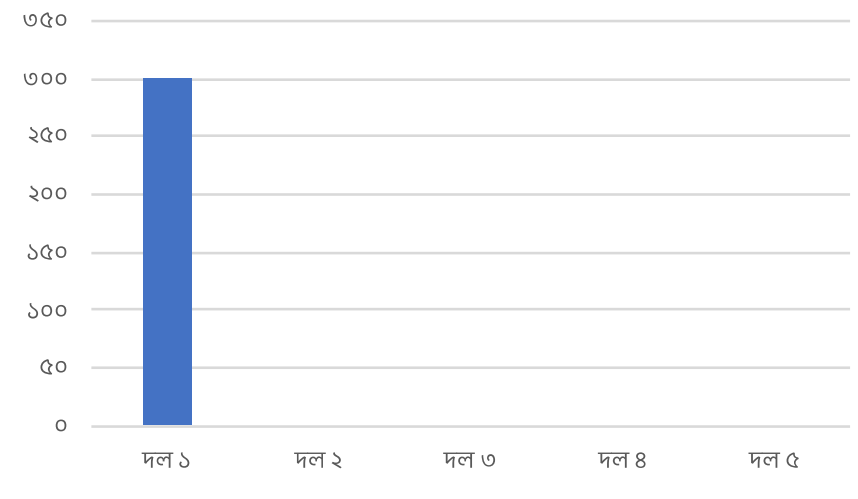

সংখ্যা গরিষ্ঠতা ভিত্তিক প্রথম নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা
৩৫০
৩০০
২৫০
২০০
১৫০
১০০
৫০
০
দল ১
দল ২
দল ৩
দল ৪
দল ৫

আনুপাতিক প্রথম নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা
৩০০
২৫০
২০০
১৫০
১০০
৫০
০
দল ১
দল ২
দল ৩
দল ৪
দল ৫

সংখ্যা গরিষ্ঠতা ভিত্তিক দ্বিতীয় নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা
৩৫০
৩০০
২৫০
২০০
১৫০
১০০
৫০
০
দল ১
দল ২
দল ৩
দল ৪
দল ৫

আনুপাতিক দ্বিতীয় নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা
৩০০
২৫০
২০০
১৫০
১০০
৫০
০
দল ১
দল ২
দল ৩
দল ৪
দল ৫

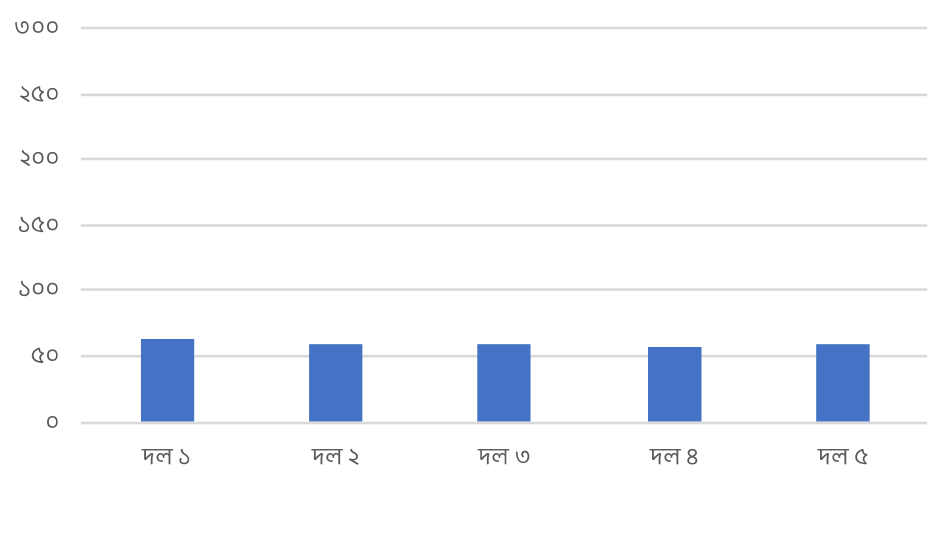

সারণি ৩.৩ সাম্প্রতিক নির্বাচনসমূহে বৃহৎ দলসমূহের ভোট এবং আসন অনুপাত

বছর	আওয়ামী লীগ		বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)		জাতীয় পার্টি		অন্যান্য	
	ভোট অনুপাত (৫)	আসন অনুপাত (%)	ভোট অনুপাত (%)	আসন অনুপাত (%)	ভোট অনুপাত (%)	আসন অনুপাত (%)	ভোট অনুপাত (%)	আসন অনুপাত (%)
১৯৭৯	২৪.৫০	১৮.০০	৪১.২০	৬৯.০০	...	...	৩৪.৩০	১৩.০০
১৯৯১	৩০.১০	২৯.৩৩	৩০.৮০	৪৬.৬৭	১১.৯০	১১.৬৭	২৭.২০	১২.৩৩
১৯৯৬	৩৭.৪০	৪৮.৬৭	৩৩.৬০	৩৮.৬৭	১৬.৪০	১০.৬৭	১২.৬০	২.০০
২০০১	৪০.০২	২০.৬৭	৪৭.০০	৬৪.৩৩	...	...	১৮.৯৮	১৫.০০
২০০৮	৪৯.০০	৭৬.৬৭	৩৩.২০	১০.০০	৭.০০	৯.০০	১০.৮০	৪.৩৩
২০১৪	৭৯.১৪	৭৮.০০	...	...	১১.৩১	১১.৩৩	৯.৫৫	১০.৬৭

সূত্র: Islam, S. N. (2016)

চিত্র ৩.৩ সাম্প্রতিক নির্বাচন সমূহে আওয়ামী লীগের ভোট ও আসন অনুপাত

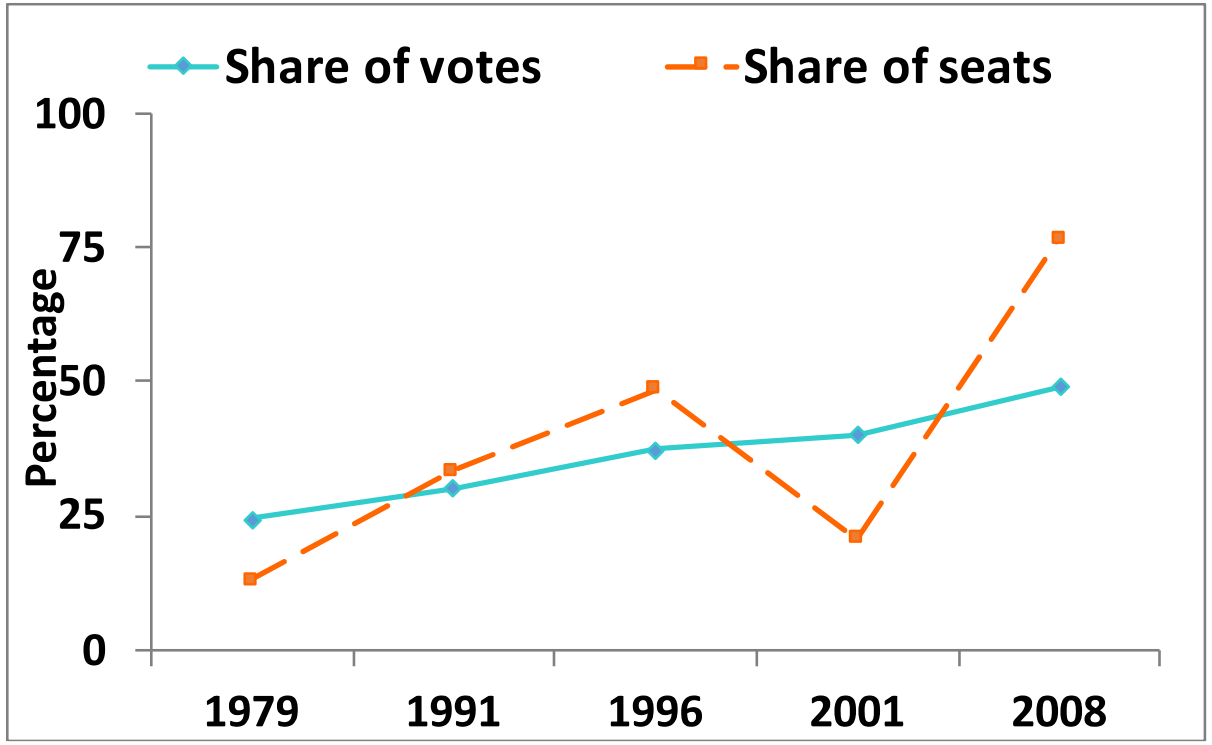

সূত্র: Islam, S. N. (2016)

চিত্র ৩.৪ সাম্প্রতিক নির্বাচন সমূহে বিএনপি-র ভোট এবং আসন অনুপাত

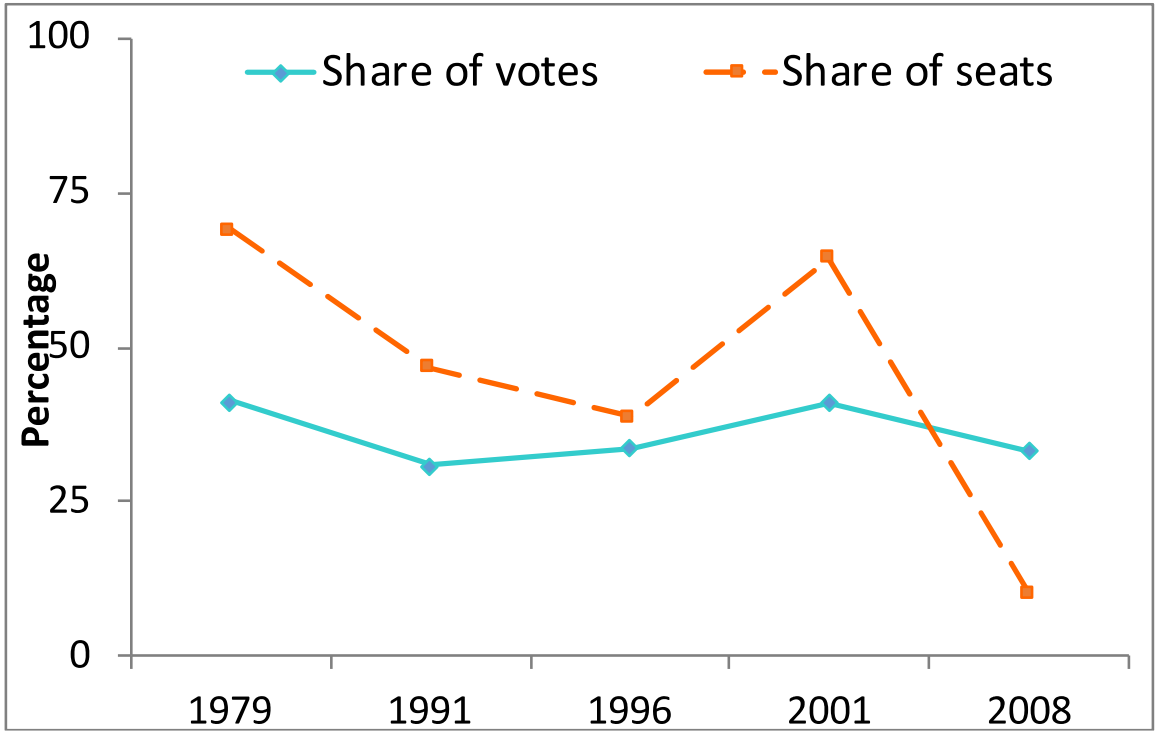

সূত্র: Islam, S. N. (2016)

২। রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে সহাবস্থান ও সহনশীলতা বৃদ্ধি

- আনুপাতিক নির্বাচনে কোনও দলের জন্য একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া অথবা একেবারে পূর্ণমাত্রায় সর্বসেবা হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়
- সংসদে প্রতিযোগী দলসমূহের উপস্থিতি নিশ্চিত থাকে
- দলসমূহের জন্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়
- দলসমূহের মধ্যে সহাবস্থানের তাগিদ ও সহনশীলতা প্রদর্শনের তাগিদ বৃদ্ধি পায়

৩। নির্বাচনে কারচুপির বিষয়গত সুযোগ এবং বিষয়ীগত প্রণোদনা হ্রাস

- আনুপাতিক নির্বাচনে ফলাফলের ব্যাপক পরিবর্তনের জন্য ভোট অনুপাতেরও ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন হয় এবং তার জন্য ব্যাপক মাত্রার কারচুপির প্রয়োজন হয়।
- কিন্তু অল্প কারচুপি যতো সহজে করা যায়, বড় কারচুপি ততো সহজে করা যায় না।
- ভোট অনুপাতের পরিবর্তনের সাথে কারচুপির প্রয়াসের পরিমাণের সম্পর্ক ক্রমবর্ধমান হার সম্পন্ন (*কনকেভ*) হওয়াটাই স্বাভাবিক
- আনুপাতিক নির্বাচনের ফলাফলের সাথে স্থানীয় রাজনীতিবিদদের ভাগ্যের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না।
- স্থানীয় প্রর্যায়ের ভোট অনুপাত বৃদ্ধির জন্য বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ করা এবং মরীয়া হওয়ার তাড়না অতো চরম হয় না।
- কারচুপির জন্য বাস্তব সুযোগ এবং প্রণোদনা উভয়ই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনের তুলনায় আনুপাতিক নির্বাচনে কম হয়। ফলে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান তুলনামূলকভাবে সহজ হয়।
- কারচুপির জন্য বাস্তব সুযোগ এবং প্রণোদনা উভয়ই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনের তুলনায় আনুপাতিক নির্বাচনে কম হয়।

চিত্র ৩.৫ আনুপাতিক নির্বাচনে কারচুপির লাভ-ক্ষতি সম্পর্ক

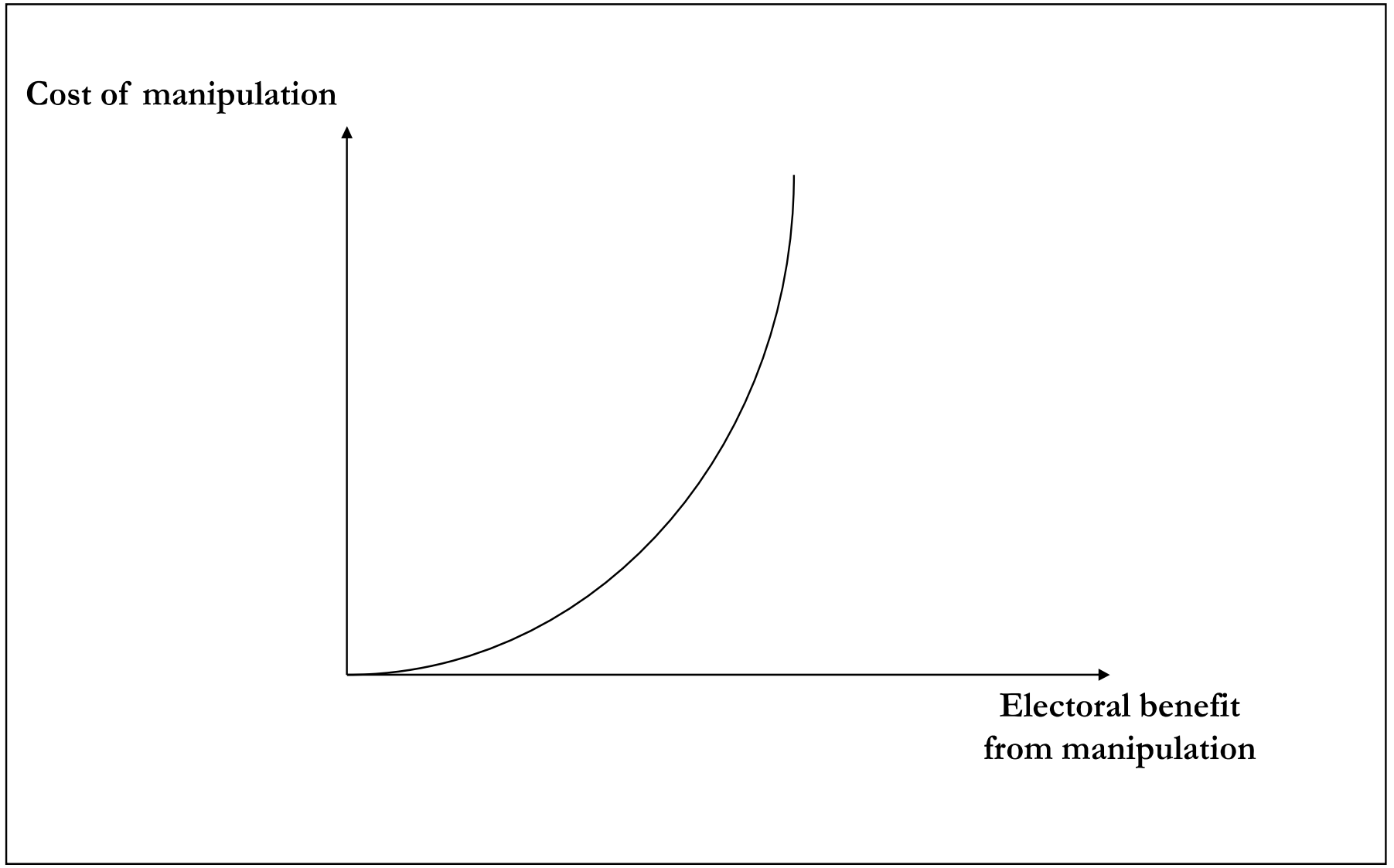

সূত্র: Islam, S. N. (2016)

৪। উচ্চমানের প্রার্থী

- বর্তমান এলাকা ভিত্তিক নির্বাচনে স্থানীয় পর্যায়ে অর্থ এবং পেশী শক্তির কারণে যাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বেশী তাঁরাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হচ্ছেন।
- **Bad money drives out good money!** প্রক্রিয়ায় ভালমানের ব্যক্তিরা নির্বাচনে অংশগ্রহণে উৎসাহী হন না
- সমগ্র দেশের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে রাজনৈতিক দলসমূহকে এমন প্রার্থীদের তাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে প্রবুদ্ধ হবে যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবদানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে পরিচিতি লাভ করেছেন।
- ফলে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিরা রাজনীতিতে যোগদানে উৎসাহী হবেন এবং রাজনীতির মানোন্নয়নের একটি শুভ প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হবে

৫। উঁচুমানের নির্বাচনী প্রচারাভিযান

- এলাকাভিত্তিক হওয়ার কারণে বর্তমান নির্বাচন প্রচারাভিযান মূলত স্থানীয় বিষয়সমূহের উপর নিবদ্ধ হয়।
- মনোযোগ উপর থেকে নীচের দিকে ধাবিত হয়
- জাতীয় ইস্যু সম্পর্কে জনগণের তথ্য, জ্ঞান, এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতে নির্বাচন ততোটা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে না।
- জাতীয় পরিধিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে আনুপাতিক নির্বাচনে মনোযোগ জাতীয় ইস্যুসমূহের উপর নিবদ্ধ হয়।
- জনগণ এসব ইস্যু সম্পর্কে কে আরও তথ্য ও জ্ঞানলাভ করে; ধারণাগুলো আরও স্বচ্ছ হয়; সচেতনতা আরও তীক্ষ্ণ হয়।
- মনোযোগ নীচ থেকে উপরের দিকে প্রসারিত হয়।
- নির্বাচনী প্রচারাভিযানের মানের উন্নতি ঘটে।

৬। প্রাক-নির্বাচনী জোট গঠনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস

- বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থায় সামান্য ভোট অনুপাত বৃদ্ধির জন্য দলসমূহ অনেক সময় অন্যান্য দলের সাথে অবাঞ্ছনীয় জোট গঠন করে; ফলে জনগণ বিভ্রান্ত হয়।
- এসব জোট অনুমিত জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে গঠিত হয়; ফলে সেগুলোর বস্তুনিষ্ঠতা থাকে না
- আনুপাতিক নির্বাচনে প্রাক-নির্বাচনী জোট গঠনের প্রয়োজন হয় না; ফলে দলসমূহ তাদের নিজস্ব পরিচয়ে ভোটারদের কাছে যেতে পারে; ভোটাররা দলসমূহ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পায়।
- আনুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচন-পরবর্তী জোট হতে পারে। সেটা হয় পরীক্ষিত জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে এবং বস্তুনিষ্ঠ
- দেশের রাজনীতি অনেক পরিচ্ছন্ন রূপ পায়

৭। রাজনৈতিক দলসমূহের গুরুত্ব বৃদ্ধি

- বর্তমান নির্বাচনে অর্থ ও পেশী শক্তি ভিত্তিক স্থানীয় প্রতিপত্তিই মনোনয়ন লাভের মূল নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়ায়। দলের ত্যাগী, লাগাতরভাবে কাজ করে যাওয়া নেতা-কর্মীরা বঞ্চিত হয়।
- দলের ভেতর বহির্মুখী চাপের উদ্ভব ঘটে; দলের সংহতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়
- আনুপাতিক নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী তালিকা দলের সম্মেলনে নির্ধারত হতে হবে; ফলে স্থানীয় প্রতিপত্তি নয়; বরং দলের ভেতর লাগাতারভাবে কাজ করে যাওয়া নেতা-কর্মীদের জন্য স্বীকৃতি এবং মনোনয়ন পাওয়ার জন্য অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে।
- দলের ভেতরে অন্তর্মুখী চাপের উদ্ভব ঘটে; দলের সংহতি বৃদ্ধি পায়।
- দলের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়

৮। স্থানীয় সরকারের বিকাশের সুযোগ বৃদ্ধি

- এলাকাভিত্তিক নির্বাচিত হওয়ার কারণে সাংসদদের দ্বৈত ভূমিকার উদ্ভব ঘটে; গোটা দেশের ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের পাশাপাশি স্থানীয় এলাকার তদারকির ভূমিকা গ্রহণ করেন।
- বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তাদের এই দ্বৈত ভূমিকাকে আইনসিদ্ধ করে নিয়েছেন
- এরফলে স্থানীয় সরকারসমূহ স্বীয় ভূমিকা পালন করতে এবং বিকশিত হতে পারছে না। উপজেলা চেয়ারম্যানদের সাথে স্বথানীয় সাংসদের বিরোধ একটি নিয়মিত বিষয়
- আনুপাতিক নির্বাচন সাংসদদের দ্বৈত ভূমিকার অবসান ঘটাবে এবং স্থানীয় সরকারসমূহকে কার্যকর এবং বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিবে।

৯। ক্ষুদ্র দল ও জনগোষ্ঠীর জন্য সংসদে স্থান পাওয়ার সমান সুযোগের সৃষ্টি

- সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন “ক্ষুদ্রতার অভিশাপে”র জন্ম দেয়। ক্ষুদ্র হওয়ার কারণে তাঁরা ভোট পায় না; আবার ভোট না পাওয়ার কারণে তাঁরা ক্ষুদ্র থেকে যায়।
- সংসদে প্রবেশের জন্য তাদের বড় দলগুলোর উপর নির্ভরশীল থেকে যেতে হয়
- আনুপাতিক নির্বাচন ক্ষুদ্রতার অভিশাপের অবসান ঘটায়
- ক্ষুদ্র দলসমূহ সমগ্র দেশে তাদের জনপ্রিয়তার অনুপাত অনুযায়ী সংসদে আসন পেতে পারে।
- সমাজের সংখ্যালঘু অংশসমূহ তাদের সংখ্যানুপাত অনুযায়ী সংসদে আসন পেতে পারে।
- সংসদ আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে পারে।

১০। উপ-নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তার অবসান

- বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতিতে কোনো আসন শূন্য হলেই উপ-নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এতে দেশের মনোযোগ চলমান গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু থেকে অন্যদিকে ধাবিত হয়ে যায়; অনেক সময় সংঘাতের সৃষ্টি করে এবং স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে।
- আনুপাতিক নির্বাচনে উপনির্বাচনের প্রয়োজন হয় না। কোনো আসন শূন্য হলে সেই দলের প্রার্থী তালিকার পরবর্তী ব্যক্তি ঐ আসনে স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন।
- এভাবে চলমান ইস্যু থেকে জাতীয় মনোযোগ অন্যদিকে চলে যায় না এবং নিয়মিত পরবর্তী নির্বাচনের আগ পর্যন্ত রাজনিতই স্থিতিশীল থাকে।

১১। শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব

- আনুপাতিক নির্বাচন একাধিক থেকে ন্যায্য। প্রথমত, তা সকল ভোটের সমান ফলদায়কতা নিশ্চিত করে। দ্বিতীয়ত, তা সকল দলের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করে। উপরন্তু, তা কারচুপির বিষয়গত সুযোগ এবং বিষয়ীগত তাড়না হ্রাস করে। রাজনৈতিক দলসমূহকে সহনশীল ও সহাবস্থানে প্রবুদ্ধ করে।

- এরূপ ন্যয্যতা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে শান্তিপূর্ণ করায় সহায়তা করে। কেননা, **No peace without justice!**

আনুপাতিক নির্বাচনের সম্ভাব্য নেতিবাচক দিক এবং প্রশমনের উপায়

- ভৌগলিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ
- জোটবদ্ধ সরকার ও ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন
- দলের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার

বাংলাদেশ আনুপাতিক নির্বাচন প্রবর্তনের সম্ভাবনা

- বিগত নির্বাচনসমূহ নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন থাকায় জনগণের মধ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত নতুন সমাধান খোঁজার তাগিদ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- দেশের বামপন্থী দলসমূহ অনেক আগে থেকেই আনুপাতিক নির্বাচনের জন্য দাই জানিয়ে আসছে
- ভোটের বিচারে দেশের তৃতীয় বৃহত্তম দল, জাতীয় পার্টি, আনুষ্ঠানিকভাবে আনুপাতিক নির্বাচনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে
- বর্তমান ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন দল ভয় পায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার; অন্যদিকে বিরোধী দল ভয় পায় নির্বাচিনে যোগ দিয়ে শূন্য ফল পাওয়ার!
- আনুপাতিক নির্বাচন এই উভয় দুশ্চিন্তা থেকেই রেহাই দিতে পারে।
- ফলে বড় দলসমূহও নির্বাচন সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে প্রবুদ্ধ হতে পারে।
- সর্বোপরি জনগণ সচেতন হলে তাদের দাবীও এক্ষেত্রে পরিবর্তন

৪ পরিবেশের সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা

৪.২ নদনদী ও জলাধারের সুরক্ষা

৪.২.১ নদনদী ও জলাধারের অবক্ষয়

৪.২.২ নদনদী ও জলাশয়ের অবক্ষয়ের তিন কারণ

অভ্যন্তরীণ

আঞ্চলিক

বৈশ্বিক

৪.৩ নদনদীর প্রতি দুই বিকল্প পন্থা

৪.৩.১ প্রাক-শিল্প প্রকৃতিসম্মত পন্থা

৪.৩.২ বাণিজ্যিক ও বেষ্টনী পন্থা

৪.৩.৩ বিশ্বে বাণিজ্যিক এবং বেষ্টনী পন্থার বিস্তার

৪.৩.৪ বাণিজ্যিক এবং বেষ্টনী পন্থার প্রতিফল

নদনদীর প্রতি বাণিজ্যিক ও প্রকৃতিসম্মত পন্থা

- ৪.৩.৫ শিল্প-পরবর্তী প্রকৃতিসম্মত ও উন্মুক্ত পন্থা
- ৪.৩.৬ বিশ্বে প্রকৃতিসম্মত ও উন্মুক্ত পন্থার বিস্তার

- ৪.৪ বাংলাদেশে বাণিজ্যিক/বেষ্টনী পন্থার প্রয়োগ ও প্রতিফল
  - ৪.৪.১ বাংলাদেশে বেষ্টনী পন্থার সূচনা, বিস্তার, ও প্রকারভেদ

সারণি ৪.১ বেষ্টনী প্রকল্পের শ্রেণীভুক্তিকরণ

শ্রেণীভুক্তির নির্ণায়ক	*শ্রেণী*	*বিপরীত শ্রেণী*
ভূমি-ব্যবহার	গ্রামীণ	শহুরে
অবরুদ্ধতার মাত্রা	পূর্ণ	আংশিক
ভৌগলিক অবস্থান	উপকূলীয়	অভ্যন্তরীণ

- চিত্র ৪.১ বাংলাদেশে বেষ্টনী পন্থার প্রয়োগ

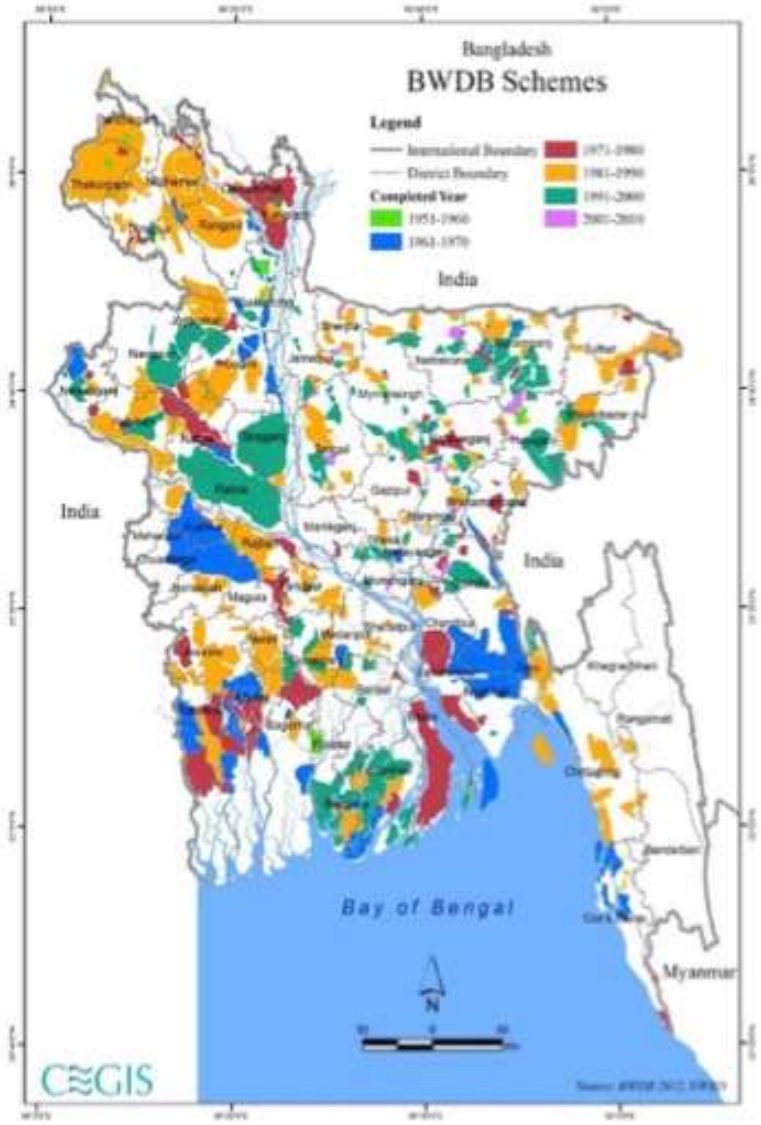
Bangladesh
BWDB Schemes
Legend
International Boundary
District Boundary
Completed Year
1951-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001-2010
India
India
India
Myanmar
Bay of Bengal
N
CEGIS

বন্যা নিয়ন্ত্রণ বনাম দূরীকরণ

- একটি প্রকল্প খাল, স্বল্প-উত্তোলনকারী পাম্প (এল-এল-পি), অথবা উভয়ের ব্যবহারসম্পন্ন – যেটাই হোক না কেন, বন্যা *নিয়ন্ত্রণ* তার একটি অংশ হবে। কিন্তু সহসা বন্যার *দূরীকরণ* খুব দ্রুত একটি পরিবর্তন বলে প্রতিভাত হবে। সেজন্য এই টীম প্রস্তাব করছে যে, বন্যাকে ধীরগতিতে *দূরীভূত* করা হোক, যাতে কৃষকেরা উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে বেশী সময় পায় এবং ফলে খাপ খাওয়ানোটা সহজ হয়। বন্যা *নিয়ন্ত্রণের* জন্য যেসব মূল জিনিষের প্রয়োজন তা হলো নদী তীরবর্তী বাঁধ এবং দুই ধরণের কাঠামো, যার এক ধরণের মধ্যে রয়েছে প্লাবনভূমিতে (নদীর) পানির প্রবেশমুখে নিয়ন্ত্রক; নৌ-চলাচলের জন্য তালার বন্দোবস্ত; এবং পানি নিষ্কাশনের জন্য দু'টি পাম্প। আর অন্য ধরণের মধ্যে রয়েছে পানি নির্গমনের উপর নিয়ন্ত্রক এবং নৌচলাচলের জন্য তালা। যেহেতু, বর্তমানে প্রকল্পটিকে ধীরগতিতে বন্যা *দূরীকরণের* লক্ষ্যে সংশোধিত করা হচ্ছে, সেহেতু উপর্যুক্ত বিভিন্ন ধরণের কাঠামোর কোনটা কতটা প্রয়োজন তা নতুন পরামর্শক দ্বারা পর্যালোচিত হওয়া প্রয়োজন। অন্যান্য কারিগরী দৃষ্টিকোণ থেকেও এই পর্যালোচনা প্রয়োজন (বিশ্বব্যাংক ১৯৬৮, পৃ. ৩৮-৩৯, লেখক কর্তৃক অনুবাদিত এবং গুরুত্ব আরোপিত)।

বাংলাদেশে বেষ্টনী পন্থার বিভিন্ন প্রতিফল

- প্লাবন এবং জোয়ার ভূমির প্রকৃতির অবক্ষয়
- স্বাভাবিক বন্যার পরিবর্তে প্রলয়ঙ্করী বন্যা
- অদক্ষ সেচ
- জলাবদ্ধতার নতুন সমস্যার উদ্ভব ও বিস্তৃতি
- নদীতীর ভাঙ্গন এবং নদীখাতগঠনের বিকৃতি
- স্থানান্তরিত বন্যা
- ভূমি অবনমন ও নিমজ্জন

বাংলাদেশে উন্মুক্ত পন্থা প্রয়োগের রূপরেখা (১)

- ৪.৫.১ বাংলাদেশে উন্মুক্ত পন্থা প্রয়োগের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ
  - পথ নির্ভরতা
  - পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন
  - প্রকল্প ভিত্তিক সুনির্দিষ্টকরণ
  - দেশজ প্রযুক্তির ব্যবহার
  - দেশজ প্রতিষ্ঠানের পুনরুজ্জীবন ও জনগণের সম্পৃক্তি
- ৪.৫.২ উন্মুক্ত পন্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভৌত কর্ম
  - বেষ্টনী বাঁধ সমূহকে ক্রমান্বয়ে যতিপূর্ণ এবং অস্থায়ী (অষ্টমাসী) বাঁধে রূপান্তর
  - প্লাবন ভূমিতে আবাসন ধারার সংশোধন
  - প্লাবন ভূমিতে নির্মিত অবকাঠামোসমূহের সংশোধন
  - খাল-বিল-নদী-নালা-পুকুর ও অন্যান্য জলাশয়ের পুনর্খনন ও সংস্কার
  - নদনদী পাড়ের স্থিতিশীলকরণ এবং নদী খাতগঠনের উন্নতি সাধন

বাংলাদেশে উন্মুক্ত পন্থা প্রয়োগের রূপরেখা (২)

- কৃষিজমির উত্তম বিন্যাস অর্জন
- প্লাবন ভূমিতে আবাসনের সংহত এবং যৌক্তিকীকরণ
- নৌপথের পুনরুদ্ধার ও বিকাশ
- উন্মুক্ত মৎস্য সম্পদের পুনরুদ্ধার ও বিকাশ
- কৃষি গবেষণার প্রাগাধিকারের সংশোধন

নদনদী ও জলাধারের অবক্ষয়ের আঞ্চলিক কারণ এবং প্রতিকার

- ৪.৬.১ বাংলাদেশের নদনদীর প্রতি আঞ্চলিক হুমকি
- ৪.৬.২ আঞ্চলিক হুমকি মোকাবেলায় বাংলাদেশের করণীয়
  - আন্তর্জাতিক নদীর ব্যবহার সংক্রান্ত জাতিসংঘের ১৯৯৭ সনের সনদ স্বাক্ষর
  - "নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট" ফর্মুলা
  - ফারাক্কা বাঁধ অপসারণ দাবীর প্রতি সমর্থন
  - ব্রহ্মপুত্র নদের উপর চীনের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে নীতিগত অবস্থান গ্রহণের জন্য ভারতের প্রতি আহ্বান

নদনদী ও জলাধারের অবক্ষয়ের বৈশ্বিক কারণ এবং প্রতিকার

- জলবায়ু পরিবর্তনের পাঁচ অভিঘাত
  - নিমজ্জন
  - লবণাক্ততার প্রসার
  - নদ-নদীর অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি
  - চরম এবং অপ্রত্যাশিত আবহাওয়ামূলক ঘটনাবলী
  - রোগ-বালাইয়ের প্রকোপ বৃদ্ধি:
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য প্রকৃতিসম্মত এবং উন্মুক্ত পন্থার প্রয়োজনীয়তা
  - নিমজ্জন প্রশমনে উন্মুক্ত পন্থা
  - লবণাক্ততা প্রশমনে উন্মুক্ত পন্থা
  - নদ-নদীর অস্থিতিশীলতা প্রশমনে উন্মুক্ত পন্থা
  - চরম আবহাওয়ামূলক ঘটনাবলী প্রশমনে উন্মুক্ত পন্থা
  - রোগ-বালাই প্রশমনে উন্মুক্ত পন্থা

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অন্যান্য করণীয়

- প্রশমন সংক্রান্ত করণীয়
- অভিযোজন সংক্রান্ত করণীয়
- বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০

পরিবেশ রক্ষায় অন্যান্য করণীয়

- বন এবং পাহাড়ের অবক্ষয় ও প্রতিকার
- জীব বৈচিত্র্যের হ্রাস ও প্রতিকার
- বায়ু দূষণ এবং প্রতিকার
- শিল্প দূষণ ও প্রতিকার
- গৃহস্থালী, চিকিৎসা, প্লাস্টিক, ইলেকট্রনিক, এবং বিপজ্জনক বর্জ্যের বিস্তৃতি ও প্রতিকার
- অন্যান্য বিভিন্ন দূষণ ও প্রতিকার
- পরিবেশ ও জনসংখ্যা

সারণি ৪.৩ ২০২১ সনে বাংলাদেশ দাখিলকৃত উবগ হ্রাসে জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদানের সদিচ্ছা

UNFCCC সংজ্ঞায়িত খাত	২০৩০ সনে বিদ্যমান ধারায় অনুমিত উবগ পরিমাণ (মিলিয়ন টন) (%)	২০৩০ সন নাগাদ শর্তহীন উবগ হ্রাসের পরিমাণ (মিলিয়ন টন)	২০৩০ সন নাগাদ শর্তাধীন উবগ হ্রাসের পরিমাণ (মিলিয়ন টন)	২০৩০ সন নাগাদ মোট উবগ হ্রাসের পরিমাণ (মিলিয়ন টন)	২০৩০ সন নাগাদ শর্তহীন ও শর্তাধীন হ্রাসের পর উবগের পরিমাণ (মিলিয়ন টন) (%)	বিদ্যমান ধারার তুলনায় হ্রাসের মাত্রা (%)
জ্বালানী	৩১২.৫ (৭৬.৩)	২৬.৩	৫৯.৭	৮৬.০	২২৬.৬ (৭০.৮)	২৭.৫
শিল্প	১১.০ (২.৭)	০	০	০	১১.০ (৩.৪)	০
কৃষি ও বন	৫৫.0 (১৩.৪)	০.৬	০.৪	১.০	৫৪.০ (১৬.৯)	১.৮
বর্জ্য	৩০.৯ (৭.৬)	০.৬	১.৮	২.৪	২৮.৫ (৮.৯)	৭.৮
মোট	৪০৯.৪ (১০০.০)	২৭.৫	৬১.৯	৮৯.৪	৩২০.০ (১০০.০)	২১.৮

সূত্র: GoB (2021)

সারণী ৪.৪ জ্বালানী মিশ্রণ সংক্রান্ত বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনার প্রস্তাবনা

বৎসর	২০১৬	২০২০	২০২১	২০২৫	২০৩০	২০৩৫	২০৪১
কয়লা	১	১১	১৭	৩১	৪০	৩৯	৩২
গ্যাস/এল-এন-জি	৬২	৪৯	৪৬	৪২	৩৭	৩৯	৪৩
তরল জ্বালানী	৩০	৩৪	৩১	১৭	১০	৩	২
আমদানি	৫	৬	৫	৭	১০	১২	১৫
আণবিক	০	০	০	৩	৪	৬	৭
জলবিদ্যুৎ	২	১	১	১	১	০.৪	০.৪
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

সূত্র: TEC & BPDB (2016, p. 45)

সারণি ৪.৫ বাংলাদেশের জ্বালানী খাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ভূমিকা

প্রযুক্তি	অফ-গ্রিড (মেগাওয়াট)	অন-গ্রিড (মেগাওয়াট)	মোট (মেগাওয়াট)
সৌর	২৮৬.৭২	৩৯.১০	৩২৫.৮২
বায়ু	২.০০	০.৯০	২.৯০
জৈব-গ্যাস	০.৬৮	০.০০	০.৬৮
জৈব-পদার্থ	০.৪০	০.০০	০.৪০
মোট	২৮৯.৮০	৪০.০০	৩২৯.৮০

সূত্র: SREDA (2018)

জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে প্রচেষ্টায় শৈথিল্য

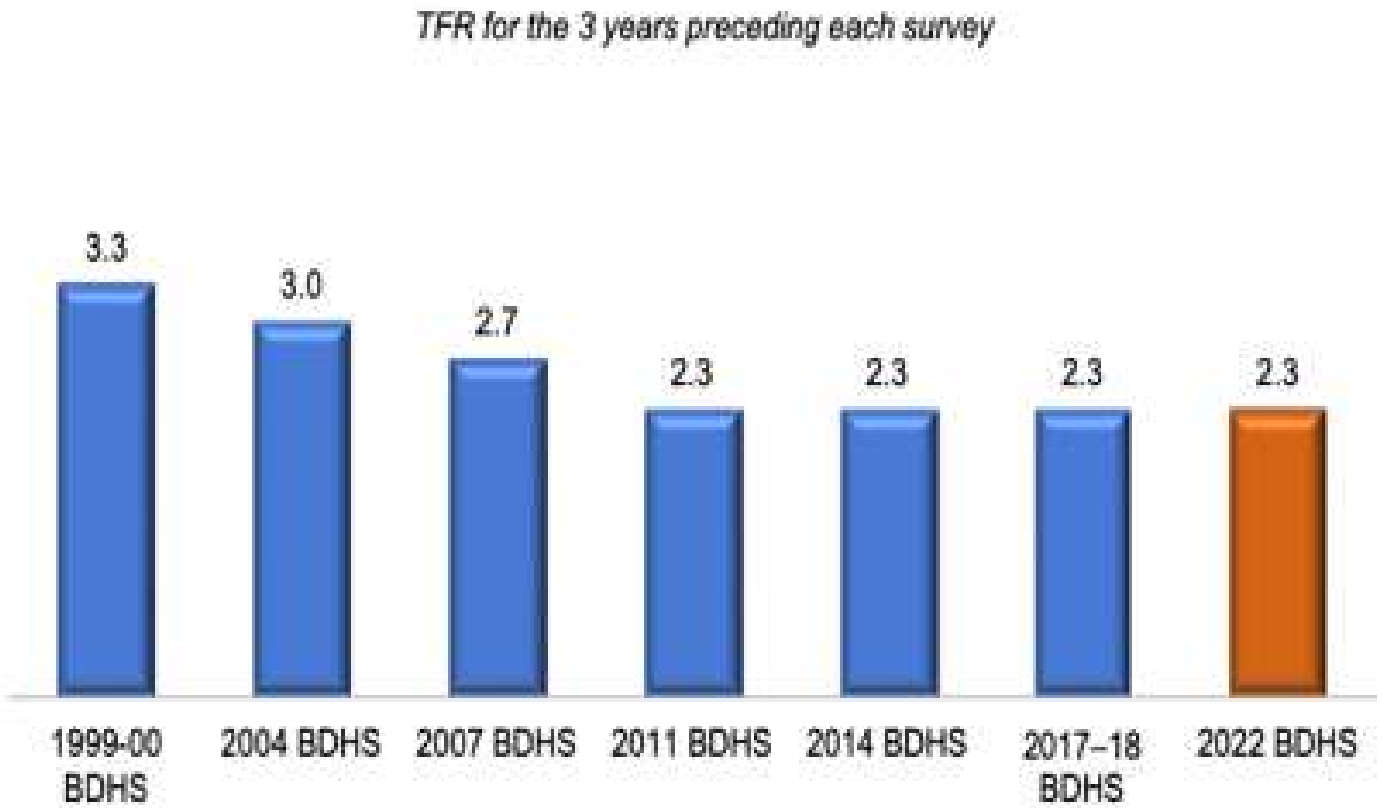

উপসংহার

- বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রথম পর্বের অন্যতম নেতিবাচক পরিণতি হচ্ছে পরিবেশের অবক্ষয়।
- নদনদী বাংলাদেশের প্রকৃতি এবং পরিবেশের মূল স্তম্ভ। নদনদীর প্রতি বর্তমানের বাণিজ্যিক ও বেষ্টনী পন্থা পরিত্যাগ করে প্রকৃতিসম্মত ও উন্মুক্ত পন্থা গ্রহণ
- নদনদীর প্রতি আঞ্চলিক হুমকিও মোকাবেলা করতে হবে
- জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতের মূল পাঁচটি ধারা
- জনসংখ্যাকে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বাস্তুতান্ত্রিক সীমার মধ্যে রাখাও উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয়

৫। গ্রাম পরিষদ গঠন

- বাংলাদেশের গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা
- বাংলাদেশে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অতীত
  - বৃটিশ-পূর্ব পর্ব
  - বৃটিশ শাসনের অভিঘাত
  - পাকিস্তান আমল
- স্বাধীনতার পর গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠমো গড়ার উদ্যোগসমূহ
- আগামী বাংলাদেশে গ্রাম পরিষদ গঠনের বিভিন্ন ইস্যু
- গ্রাম পরিষদের জন্য প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা
  - ভারত
  - চীন
- গ্রাম পরিষদ গঠনের সম্ভাবনা

গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা (১)

- গ্রামের মূল সম্পদ জন-জমি-জল
- এসব সম্পদ ব্যবহারের জন্য প্রায়শ গ্রামবাসীদের যৌথ প্রয়াসের প্রয়োজন হয়
- জলসম্পদসমূহ প্রায়শ খাস তথা সরকারী মালিকানার; ফলে এগুলোর বিষয়ে গ্রামবাসীদের ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ আইনগতভাবেও সম্ভব নয়; তদুপরি এসব উদ্যোগ প্রায়শ ব্যক্তি সামর্থ্যের বাইরে
- জমি সাধারণভাবে ব্যক্তি মালিকানাধীন হলেও এই মালিকানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্লটে বিভিন্ন চকে বিস্তৃত হওয়ার কারণে জমি ব্যবহারের উৎকর্ষতার জন্যও যৌথ প্রয়াসের প্রয়োজন হয়
- ভ্রান্ত বেষ্টনী পন্থার কারণে গ্রামাঞ্চলে জলাবদ্ধতা বিস্তৃত হচ্ছে; যেটা মোকাবেলার জন্য যৌথ প্রয়াস প্রয়োজন; সকলের সম্মতি ও অংশগ্রহণ ছাড়া উদ্ভাবিত TRM পদ্ধতি সম্প্রসারণ ও জায়মান রাখা সম্ভব নয়

গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা (২)

- শুধু জল এবং জমি নয়, গ্রামের জন সম্পদের আরও পূর্ণাঙ্গ ব্যবহারের জন্যও প্রায়শ যৌথ উদ্যোগের প্রয়োজন।
- গ্রামের অন্যান্য বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো – যেমন সড়ক, সেতু, সেচ ব্যবস্থা, পাঠাগার, ব্যায়ামাগার, খেলাধুলার ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা কেন্দ্র, ইত্যাদি নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনায়ও গ্রামবাসীদের যৌথ প্রয়াস কার্যকরী হতে পারে।
- বিভিন্ন উৎপাদন, সরংক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, এবং বিপনণমূলক সমবায়ী তৎপরতা সংঘটন
- বিভিন্ন আধুনিক উপযোগ সরবরাহ – যেমন সৌর কিংবা বায়ু বিদ্যুৎ, সুপেয় পানি, ইন্টারনেট সংযোগ,
- নিজেদের কোনও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো না থাকায় গ্রামসমূহ এতিমের মতো হয়ে আছে। যৌথ প্রয়াস প্রয়োজন এমন যে কোনো তৎপরতার জন্য তাঁরা উপরের দিকে চেয়ে থাকে কবে সরকার তাদের প্রয়োজন মেটাতে এগিয়ে আসবে; গ্রাম পরিষদ গঠনের মাধ্যমে এই পরিস্থিতির অবসান ঘটানো দরকার
- বর্তমান "উপর-থেকে-নীচে"র পরিবর্তে "নীচ-থেকে-উপর" অভিমুখী একটি স্বাবলম্বী উন্নয়ন ধারার সূচনা হতে পারে

জলবায়ু পরিবর্তন ও গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা

- জলবায়ু পরিবর্তন গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা আরও জোরালো করছে
- সমুদ্র পৃষ্ঠার উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে দেশের উপকূল নিমজ্জনের সম্মুখীন; নদীবাহিত পলিমাটির সঠিক বিচ্ছুরণের ফলে উপকূলের ভূমি উচ্চতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই পরিণতি এড়ানো সম্ভব; তারজন্য প্রয়োজন গ্রামের আবাসন সংহতকরণ এবং পাটাতনের উচ্চতা বৃদ্ধি। এজন্য প্রয়োজন গ্রামবাসীদের সহযোগিতা
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাত এবং নদীপ্রবাহের ঋতুভেদ বৃদ্ধি পাবে। বর্ষাকালের অধিক পানি ধারণের জন্য সকল নদী-নালা-খাল-বিল-পুকুর-দীঘির সংস্কার ও পুনঃখনন প্রয়োজন। খননকৃত মাটির সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজন
- ঘূর্ণিঝড় এবং অন্যান্য চরম আবহাওয়া ঘটনার বিরুদ্ধে সাফল্যের সাথে টিকে থাকার জন্যও গ্রামবাসীদের সহযোগিতা প্রয়োজন

বাংলাদেশে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অতীত

- **বাংলাদেশের গ্রামের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রাক-ঔপনিবেশিক (বৃটিশ-পূর্ব) অতীত**
  - ভারতবর্ষে বর্ণপ্রথা ভিত্তিক শ্রম-বিভক্তিসম্পন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বশাসিত গ্রামের উদ্ভব
  - বঙ্গীয় বদ্বীপে গ্রামের বিস্তার
  - ভূপ্রাকৃতিক কারণে বদ্বীপে, বিশেষত এর পূর্ব এবং দক্ষিণাংশে গ্রামসমূহ তুলনামূলকভাবে কম সংঘবদ্ধ হয়; তবে "গ্রাম প্রধান"-এর নেতৃত্বে একটি স্বশাসন কাঠামো বিরাজ করে
- **গ্রামীণ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উপর বৃটিশ শাসনের অভিঘাত**
  - চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত: "জমিদারী"/মহলওয়ারী/রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত
  - জমিদারী বন্দোবস্তের অধীনে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির বিস্তৃতি ও গ্রামের স্বশাসন কাঠামোর অবক্ষয়
  - ১৮৭০ সালে গ্রাম চৌকিদার আইনের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন, কিন্তু ১৮৮৫ সালের "বঙ্গীয় স্থানীয় স্বশাসন সরকার আইন" দ্বারা তা বাতিল হয়ে যায়;
  - ১৯১৯ সনে আবার "বঙ্গীয় গ্রাম স্বশাসন সরকার আইন" (বেঙ্গল ভিলেজ সেলফ গভর্নমেন্ট এক্ট) পাশ হয়, তবে তাতে গ্রাম পঞ্চায়েত অবহেলিত হয়
- **গ্রামীণ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উপর পাকিস্তানী শাসনের অভিঘাত**
  - ১৯৫১ সালে "পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং প্রজাস্বত্ব আইন" (ঈস্ট বেঙ্গল স্টেট এক্যুইজিশন এন্ড টেন্যান্সী এক্ট, সংক্ষেপে ইবিএসএটিএ)। রায়তেরা জমির স্বত্ত্ব লাভ করেন এবং সরাসরি সরকারের প্রজাতে পরিণত হন
  - ১৯৫৯ সালে আইয়ুব খান "বুনিয়াদি গণতন্ত্র অধ্যাদেশ" (*বেসিক ডেমোক্র্যাসি অর্ডিন্যান্স*) জারি করে, তবে তাতে স্থানীয় সরকার কাঠামো ইউনিয়ন পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে

স্বাধীন বাংলাদেশে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের বিভিন্ন প্রয়াস

- **সমবায়ী গ্রাম** গঠনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগ (১৯৭৫)
- **স্বনির্ভর গ্রাম** সরকার গঠনে জিয়াউর রহমানের উদ্যোগ (১৯৮০)
- এরশাদ সরকার কর্তৃক **পল্লী পরিষদ** গঠনের উদ্যোগ (১৯৯৮)
- খালেদা জিয়া সরকারের (১৯৯১-১৯৯৬) **গ্রাম সভা** গঠনের উদ্যোগ
- শেখ হাসিনা সরকারের (১৯৯৬-২০০১) **গ্রাম পরিষদ** গঠনের উদ্যোগ
- খালেদা জিয়া সরকারের (২০০১-২২০৬) **গ্রাম সরকার** গঠনের উদ্যোগ
- এক-এগারো (১/১১) সরকার (২০০৭-২০০৮)
- শেখ হাসিনা সরকার (২০০৯-বর্তমান)

- গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিষয়ক পূর্ববর্তী আইনসমূহের তুলনা

সারণী ৫.২ গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিষয়ক বিভিন্ন প্রস্তাবের তুলনা

বিষয়	সমবায়ী গ্রাম ১৯৭৫	স্বনির্ভর গ্রাম সরকার, ১৯৮০	গ্রাম পরিষদ আইন, ১৯৯৭	গ্রাম সরকার আইন, ২০০৩
প্রতিষ্ঠানের নাম	সমবায়ী গ্রাম	স্বনির্ভর গ্রাম সরকার	গ্রাম পরিষদ	গ্রাম সরকার (স্থানীয় সরকারের পৃথক ধাপ নয়, বরং ইউনিয়ন পরিষদের সহায়ক সংগঠন)
গ্রামের সীমানা	আত্ম-পরিচয় ভিত্তিক (অনুমান)	আত্ম-পরিচয় ভিত্তিক (সার্কেল অফিসারের অনুমোদনক্রমে)	ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড ভিত্তিক	ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড ভিত্তিক
ভিত্তি প্রতিষ্ঠান	গ্রামের সকল প্রাপ্ত বয়স্কদের নিয়ে গঠিত সভা (অনুমান)	গ্রাম সভা (স্থানীয় ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সকলকে নিয়ে গঠিত)		সাধারণ সভা (ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সকলকে নিয়ে)
গঠন	বিধৃত হয় নি	একজন "গ্রাম প্রধান" এবং এগারো জন সদস্য, যাদের মধ্যে কমপক্ষে দুই জন নারী, এবং গ্রামে বসবাসকারী বিভিন্ন পেশা ও গ্রুপের প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্তিসম্পন্ন		একজন গ্রাম সরকার প্রধান, একজন উপদেষ্টা, এবং তেরজন সদস্য, যাদের মধ্যে থাকবেন একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, একজন গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যসহ তিনজন মহিলা, একজন গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পুরুষ সদস্য; দুইজন ভূমিহীন কৃষক, এবং একজন করে কৃষক, সমবায় সমিতির সদস্য, মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক বা পেশাজীবি
গঠনের পদ্ধতি	গ্রামের সকল প্রাপ্তবয়স্কদের সিদ্ধান্তক্রমে (অনুমান)	গ্রাম সভা দ্বারা, সর্বসম্মতিক্রমে		ওয়ার্ডের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য গ্রাম প্রধান হবেন; ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনের সদস্য তাঁর আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাধীন সকল গ্রাম সরকারের উপদেষ্টা হবেন; বাকীরা সাধারণ

গঠনের পদ্ধতি	গ্রামের সকল প্রাপ্তবয়স্কদের সিদ্ধান্তক্রমে (অনুমান)	গ্রাম সভা দ্বারা, সর্বসম্মতিক্রমে	ওয়ার্ডের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য গ্রাম প্রধান হবেন; ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনের সদস্য তাঁর আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাধীন সকল গ্রাম সরকারের উপদেষ্টা হবেন; বাকীরা সাধারণ সভায় "সমঝোতার ভিত্তিতে, পরিচালনা কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ও সভাপতিত্বে, মনোনীত"
স্থায়ীত্বকাল	বিধৃত হয় নি	প্রথমে তিন বছর, পরে পাঁচ বছর	পাঁচ বছর
কার্যাবলী	সমবায়ী গ্রামের যৌথচাষ পরিচালনা এবং এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সকল কাজ সম্পাদন	(ক) খাদ্য উতপাদন বৃদ্ধি; (খ) গণসাক্ষরতা অর্জন; (গ) পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ; (ঘ) আইন শৃংখলা রক্ষা ও স্থানীয় বিরোধ নিষ্পত্তি; (ঙ) গ্রাম সমবায় ও সমবায় ব্যাংক উৎসাহকরণ	(ক) অবকাঠামো উন্নয়ন; (খ) অপরাধ দমন; (গ) নিরক্ষরতা দূরীকরণ; (ঘ) প্রাথমিক শিক্ষা; (ঙ) পুষ্টি ও টীকা; (চ) পরিবার পরিকল্পনা; (ছ) পানীয় জল ও পয় নিষ্কাশন; (জ) জন্ম মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি রেজিস্ট্রেশন; (ঝ) কৃষ উন্নয়ন; (ঞ) আইন শৃংখলা; (ট) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি; (ঠ) সমবায় সমিতি; (ড) বৃক্ষরোপন ও পরিবেশ; (ঢ) মহিলা ও শিশু কল্যাণ (ণ) গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
গ্রাম কর্তৃপক্ষের সভা	বিধৃত হয় নি	পাক্ষিক	অন্তত পক্ষে দুই মাস অন্তর
গ্রামের সভা	বিধৃত হয় নি	প্রতি তিন মাস অন্তর	অন্তত পক্ষে ছয় মাস অন্তর
সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি	সংখ্যাগরিষ্ঠতা (অনুমান)	সংখ্যাগরিষ্ঠতা	সংখ্যাগরিষ্ঠতা

আগামী বাংলাদেশে গ্রাম পরিষদ গঠনের বিভিন্ন ইস্যু

- গ্রামের নাম এবং সীমানা
- ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সম্পর্ক
- গ্রাম পরিষদের গঠন ও পরিচালনা
- গ্রাম পরিষদের এখতিয়ার ও করণীয়
- গ্রাম তহবিল
- প্রতিটি গ্রামের স্বকীয়তা

প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা: ভারত (১)

- গান্ধীর "গ্রাম স্বরাজ"-এর স্বপ্ন
- ১৯৫০ সনে গৃহীত ভারতের সংবিধানের ৪০-তম ধারা; "রাজ্যসমূহ গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করবে এবং তাদেরকে স্বশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব প্রদান করবে।" "গ্রাম সভা"-কে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রাণ বলে গণ্য করা হয়।
- ১৯৫৯ সনে নেহেরু রাজস্থান রাজ্যে তিন ধাপ সম্পন্ন (গ্রাম--অঞ্চল/ব্লক -- জেলা) পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উদ্বোধন করেন। তিন ধাপ বিশিষ্ট এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে "পঞ্চায়েত রাজ" বলে অভিহিত করা হয়।
- ১৯৯৩ সনে সংবিধানের ৭৩ তম সংশোধনী (১৯৯২) গৃহীত হয়। এই সংশোধনী মোতাবেক সংবিধানে "পঞ্চায়েত" শিরোনামে নতুন অধ্যায় যোগ হয়।
- ২০০৪ সনে পঞ্চায়েত রাজ বিষয়ক একটি পৃথক কেন্দ্রিয় মন্ত্রণালয় গঠিত হয়;
  - ক্ষমতায়ন, সক্ষমায়ন, এবং জবাবদিহি।
  - তিন-*এফ* -- তথা *ফান্ড* (তহবিল), *ফাঙ্কশান* (কার্যাবলী), এবং *ফাঙ্কশানরিজ* (কর্মী) --
  - নীচ থেকে পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ।
-

প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা: ভারত (২)

- ভারতের ত্রয়োদশ অর্থযোজনা কমিশন
- থোক-বরাদ্দ থেকে আদায়কৃত করের অংশীদারী
- পাঁচটি মন্ত্রণালয়ের *ফান্ড, ফাঙ্কসানস্,* এবং *ফাঙ্কশানারীর* অংশীদারী: কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ-কল্যাণ, মহিলা ও শিশু।
- "মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ নিয়োজন নিশ্চিত আইন" এবং "পশ্চাদপদ এলাকার অনুদান তহবিল" বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা
- সুসংহত পঞ্চায়েত ব্যাবস্থা: মোট সংখ্যা ২.৪ লক্ষ। মোট প্রতিনিধি সংখ্যা ২৮ লক্ষ, যার ৩০ শতাংশের বেশী মহিলা, ১৯ শতাংশ শিডিউল কাস্ট, ১২ শতাংশ শিডিউল ট্রাইব ও অন্যান্য পশ্চাদপদ কাস্ট (বেশীরভাগ রাজ্যে)।
- ইন্টারনেটের ব্যবহার: *ই-পঞ্চায়েত* প্রকল্প; প্রায় ৫০,০০০ গ্রাম পঞ্চায়েতের দৈনিক আয়-ব্যয়ের হিসাব এখন ইন্টারনেটে; ২০১১ সনের জুনের মধ্যে সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্যই তা প্রযোজ্য হওয়ার কথা। *ওমবাডসম্যান,* সামাজিক হিসাব-পরীক্ষা, আদর্শ হিসাব ব্যবস্থা, ইত্যাদির প্রবর্তন পঞ্চায়েতের হিসাবরক্ষণকে একটি নতুন পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। পঞ্চায়েতের কাজের মূল্যায়ন সম্পর্কে ইন্টারনেটে প্রচার ভাল কাজকে উৎসাহিত করছে এবং মন্দ কাজকে নিরুৎসাহিত করছে।
- দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতের অপেক্ষাকৃত উন্নত রাজ্যসমূহে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাও অধিকতর শক্তিশালী।
- পশ্চিমবঙ্গে "অপারেশন বর্গা" বাস্তয়ায়নে গ্রাম পঞ্চায়েতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা: চীন (১)

- বিপ্লবোত্তর চীনে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বর্ণাঢ্য ইতিহাস
- ভূমি সংস্কার
- সমবায়ী গ্রাম থেকে উৎপাদনমূলক সমবায়ী গ্রাম
- ১৯৫৭ সনে মাও জেদং "বৃহৎ উল্লম্ফন" কর্মসূচি গ্রহণ করেন। একাধিক গ্রামের সমবায়ে যৌথচাষ ভিত্তিক কমিউন গড়ে তোলা হয় এবং যৌথচাষভিত্তিক গ্রামগুলো ব্রিগেড হিসেবে এসব কমিউনের অন্তর্ভুক্ত হয়। কৃষির সাথে শিল্পের সংমিশ্রণ
- ১৯৭৮ সংস্কার
- কমিউনের অবসান; তবে কমিউন পর্যায়ের স্থানীয় সরকার কাঠামো কর্তৃক TVE
- ব্রিগেড সমূহ পুনরায় গ্রাম
- গ্রামে পরিবার-ভিত্তিক কৃষিতে প্রত্যাবর্তন
- তবে জমির উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা অব্যাহত

প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা: চীন (২)

- ১৯৯৮: গ্রাম সরকার বিষয়ক (৩০ ধারা বিশিষ্ট) "গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের গ্রাম সরকার বিষয়ক সংগ্রন্থিত আইন" চীনের (প্রেসিডেন্টের ৯ নং আদেশ)
- গ্রামের আঠারো অথবা তার বেশী বয়সের সকলকে নিয়ে গ্রাম সভা;
- সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে গ্রাম সভার সিদ্ধান্ত;
- গ্রাম সভা গ্রামের স্বশাসন সম্পর্কিত নিয়ম কানুন নিজেরা প্রণয়ন করতে পারবে।
- গ্রাম সভায় প্রত্যক্ষ এবং গোপন ভোটে এবং প্রকাশ্য ভোট গণনার ভিত্তিতে তিন বছর মেয়াদী "গ্রাম কমিটি" ।
- গ্রাম কমিটি তিন থেকে সাত সদস্য বিশিষ্ট হবে। একজন চেয়ারম্যান, একজন ভাইস-চেয়ারম্যন, বাকীরা সদস্য হবেন। মহিলা এবং সংখ্যালঘু নৃতাত্বিক গ্রুপ থেকে সদস্য থাকবে।
- চীনের গ্রামবাসীরা শুধু গ্রাম কমিটির সদস্যদের নির্বাচনের অধিকারী নন, তাঁরা এসব সদস্যদের প্রত্যাহার করতে পারবেন।
- গ্রাম কমিটি বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে গ্রাম গ্রুপ গঠন করতে পারবে, প্রতি গ্রাম-গ্রুপ নিজেদের নেতা নির্বাচন করবে।
- ভারতের সাথে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য: জমি পুনঃবিতরণের দায়িত্ব

গ্রাম পরিষদ গঠনের সম্ভাবনা

- মূল সকল দলই গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের উদ্যোগ সরকার নিয়েছে – জাতীয় ঐক্যমত্য?
- জলবায়ু পরিবর্তন যৌথ প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি করছে
- ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, শিল্পায়ন, ও নগরায়নের প্রেক্ষিতে দেশের সামগ্রিক ভৌত পরিকল্পনা (physical planning) প্রয়োজন। এই পরিকল্পনার অধীনে গ্রামের সৌকর্য্য রক্ষার জন্য গ্রামবাসীদের যৌথ প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে
- জাতীয় ভিত্তিতে গণতন্ত্রের মান্নোনয়ন গ্রামের জীবনের গণতান্ত্রিক পরিচালনার দাবী এবং উপযোগী পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে।
- গণ আলোচনা এ বিষয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে আরও উৎসাহ সৃষ্টি করবে।

উপসংহার

- আবহমান কাল ধরে গ্রাম বাংলাদেশের সমাজের মৌল একক হিসেবে বিরাজ করেছে। এসব গ্রামের এক ধরণের স্বশাসন কাঠামোও ছিল।
- বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এবং ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন এই স্বশাসন কাঠামোর অবক্ষয় ডেকে আনে। পরবর্তীতে পাকিস্তান আমলে এই অবক্ষয় প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে।
- স্বাধীনতার পর গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ার একাধিক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে; শেষাবধি তা বাস্তবায়িত হয় নাই। ফলে, বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার কাঠামো ইউনিয়ন পর্যায়েই শেষ হয়ে আছে; এবং গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ক্ষেত্রে এক শূন্যতা বিরাজ করছে।
- তবে গ্রাম পর্যায়ে যৌথ তৎপরতার প্রয়োজন আছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের আলোকে এই প্রয়োজন আরও বাড়ছে; ফলে এ বিষয়ে নতুন করে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন
- এই উদ্যোগের সাফল্যের জন্য সুশাসন অর্জন প্রয়োজন হবে; নিঃসরণ মডেল থেকে সরে আসতে হবে; জাতীয় পর্যায়ে আনুপাতিক নির্বাচন প্রবর্তনের প্রয়োজন হবে।

উন্নয়নের বিকেন্দ্রীকরণ
(আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস এবং সুষম নগরায়ন)

- আঞ্চলিক বৈষম্যের বৃদ্ধি
- আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে করণীয়
  - সম্পদগত পার্থক্য হ্রাস
  - অন্যান্য ভৌত কাঠামোগত পার্থক্য হ্রাস
  - মানব সম্পদগত পার্থক্য হ্রাস
- উন্নয়নের ঢাকা কেন্দ্রিকতা

আঞ্চলিক বৈষম্যের বৃদ্ধি

- ২০২২ সনের খানা জরীপ অনুযায়ী, যেখানে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগে দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ১৭.৯ এবং ১৫.৮ শতাংশ, সেখানে রংপুরে এই হার ২৪.৮ এবং বরিশালে ২৬.৯ শতাংশ
- ২০১৬ সালের খানা আয়-ব্যয়-জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্ধেকই মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে নিম্নের চতুর্থাংশে (অর্থাৎ মোট ৬৪টি জেলার মধ্যে ১৬টি জেলায়) বসবাস করে
- এই ১৬টি জেলায় দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২০ শতাংশ বসবাস করে, অথচ দেশের মোট অতিদরিদ্রদের ৫০ শতাংশই এসব জেলায় কেন্দ্রীভূত। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাকি জেলা সমূহের তুলনায় এই ১৬টি জেলায় অতিদারিদ্র্যের হার চারগুণ বেশি

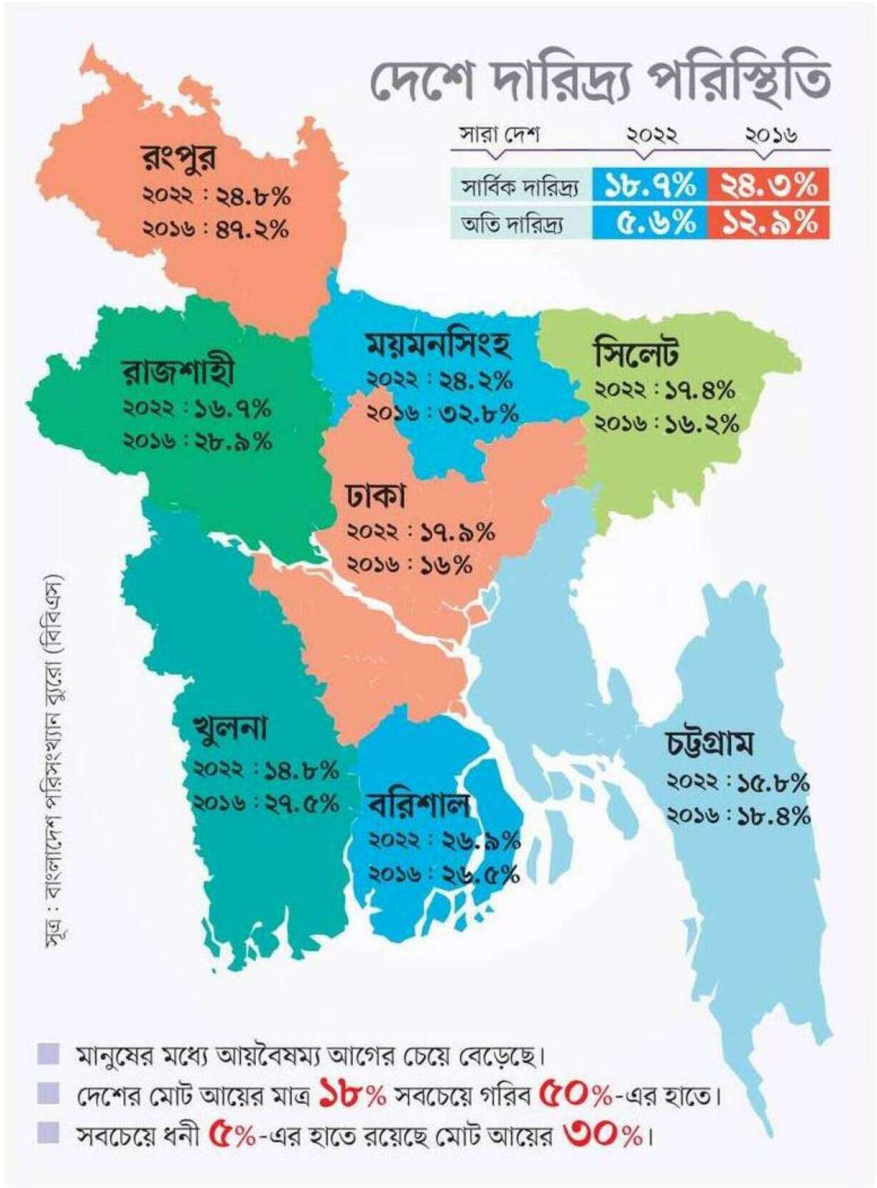

দেশে দারিদ্র্য পরিস্থিতি

সারা দেশ	২০২২	২০১৬
সার্বিক দারিদ্র্য	১৮.৭%	২৪.৩%
অতি দারিদ্র্য	৫.৬%	১২.৯%

সূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

- মানুষের মধ্যে আয়বৈষম্য আগের চেয়ে বেড়েছে।
- দেশের মোট আয়ের মাত্র ১৮% সবচেয়ে গরিব ৫০%-এর হাতে।
- সবচেয়ে ধনী ৫%-এর হাতে রয়েছে মোট আয়ের ৩০%।

অতিদারিদ্রের অসম বিতরণ

মাথাপিছু আয়ের বিচারে চারটি জেলা-গ্রুপে মোট জনসংখ্যা, দরিদ্র, এবং অতিদরিদ্রদের বণ্টন (%)

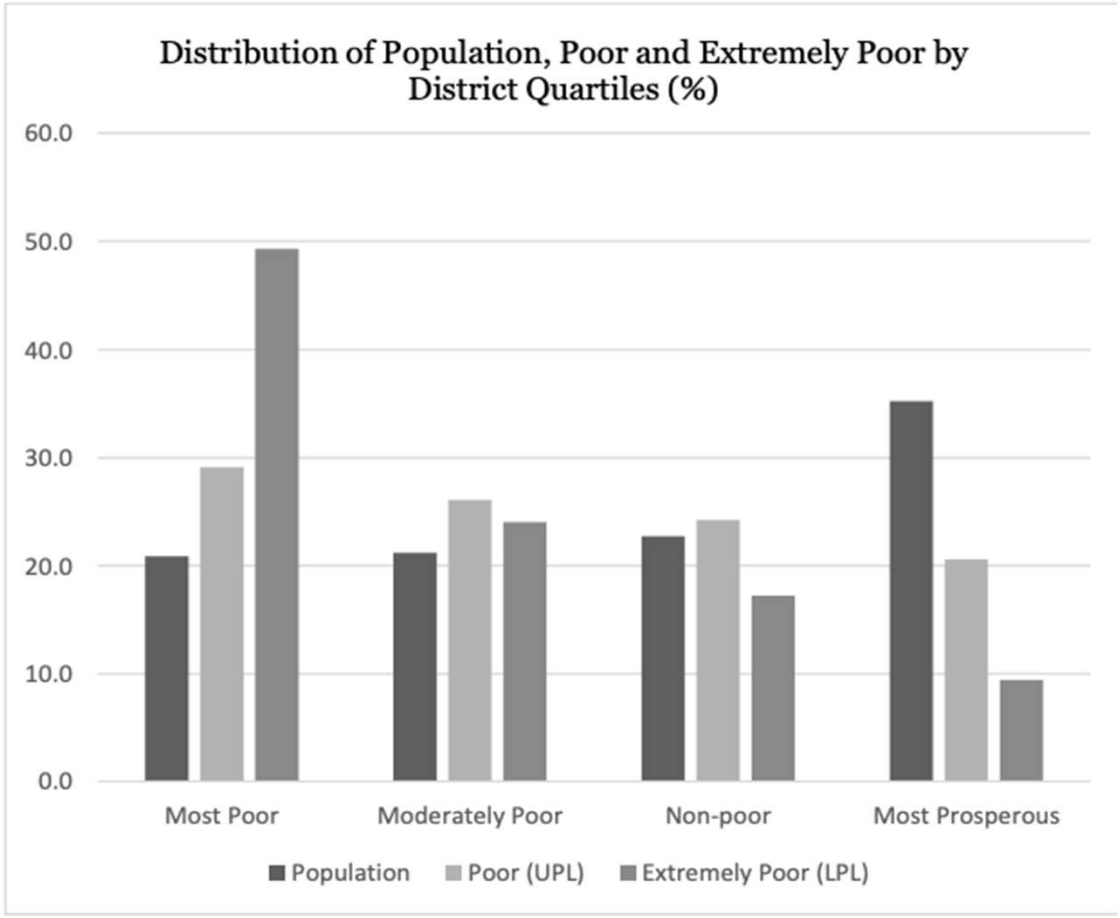

আঞ্চলিক বৈষম্যের সহবর্তী (প্রক্সিমেট) কারণ

- গবেষণা দেখায় যে, শিল্পায়নের হারে ভৌগোলিক বৈষম্যই মাথাপিছু আয়ের ভৌগোলিক বৈষম্যের মূল কারণ (মাহমুদ ২০০৫) ।
- বাংলাদেশে শিল্পোৎপাদনের ৫০ শতাংশ ঢাকা, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জে কেন্দ্রীভূত; চট্টগ্রামে ১৫ শতাংশ। মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে নিচের ৫০টি জেলার ভূমিকা মোট শিল্পোৎপাদনে মাত্র ১৭ শতাংশ (মাহমুদ ২০০৫)।
- যেখানে ঢাকা বিভাগে প্রতি ১০ বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ২৫টি বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প রয়েছে, সেখানে বরিশাল বিভাগে এর সংখ্যা পাঁচেরও কম (আহসান ২০১৯)
- খন্দকার এবং সহযোগীরা (২০১০) দেখান যে, যে জেলা যত বেশি কৃষিপ্রধান সে জেলায় দারিদ্র্যের হার তত বেশি।

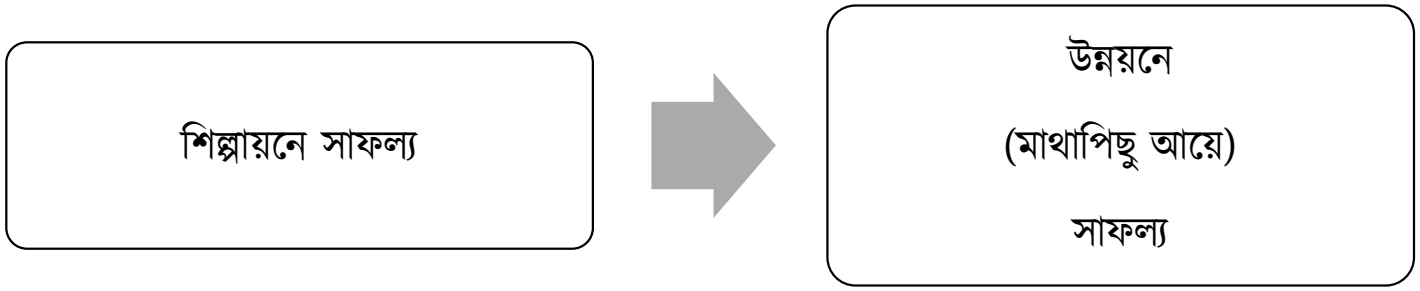

বিভিন্ন বিভাগে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বিদ্যুৎ সংযোগসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা Ahsan (2019)

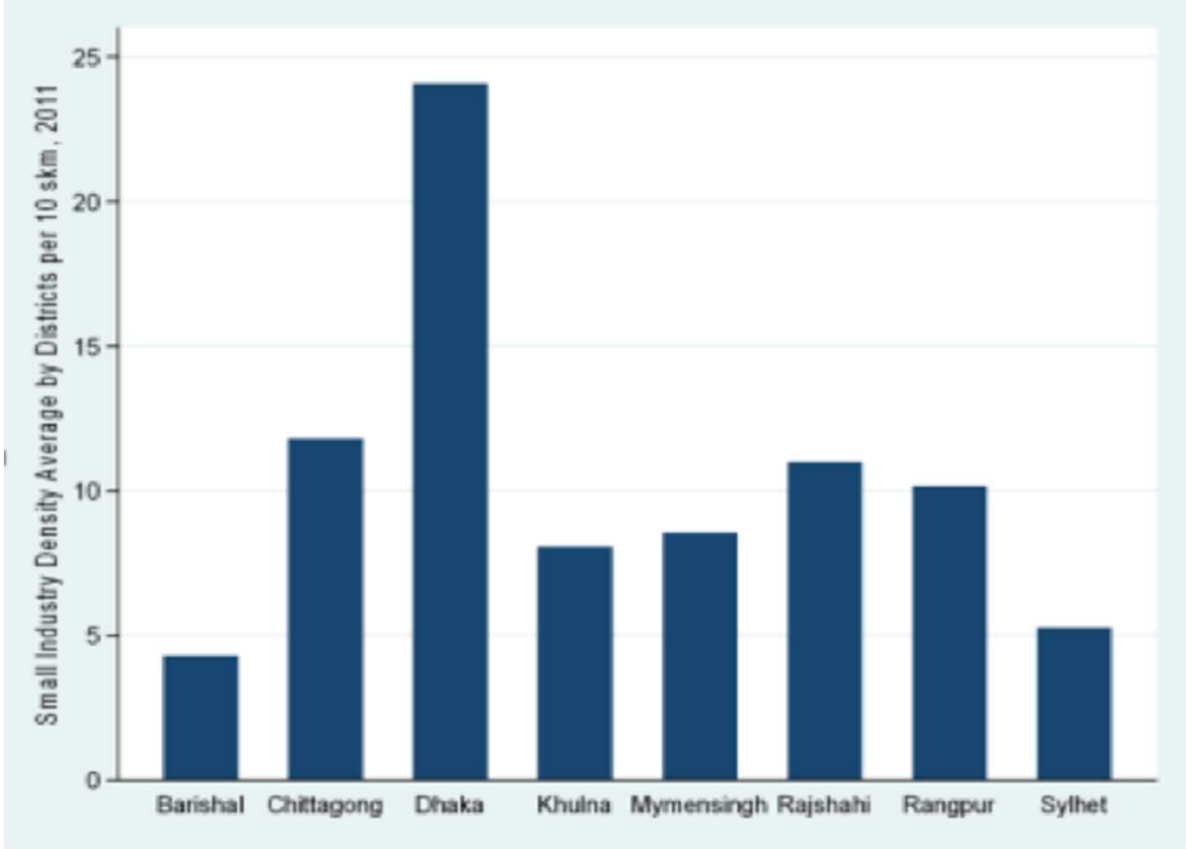

আঞ্চলিক বৈষম্যের তলবর্তী কারণ

- ভৌতসম্পদগত পার্থক্য
  - বন্দর অভিগম্যতা
  - জ্বালানী অভিগম্যতা
  - রাজধানী অভিগম্যতা
  - অন্যান্য ভৌত কাঠামোগত পার্থক্য
- মানবসম্পদগত পার্থক্য
- নীতিমালা (সম্পদগত পার্থক্য বৃদ্ধি অথবা প্রশমিতকরণ)
  - বাজেট বরাদ্দ (কেন্দ্রীভূত সরকারের অধীনে)
  - প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ
- পক্ষান্তরে যেসব জেলায় নগরায়ন, মানব সম্পদের মান, অর্থায়ন-লভ্যতা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত, সেসব জেলায় দারিদ্র্যের হার কম (খন্দকার ও সহযোগীরা ২০১০)

বাংলাদেশে বাজেট বরাদ্দে স্থানীয় সরকারের গুরুত্বহীনতা

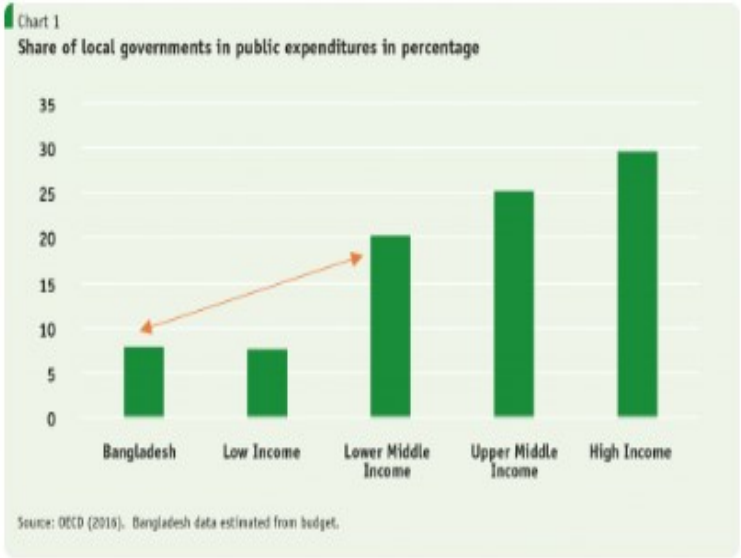

উৎস: আহসান্ন (২০২২)

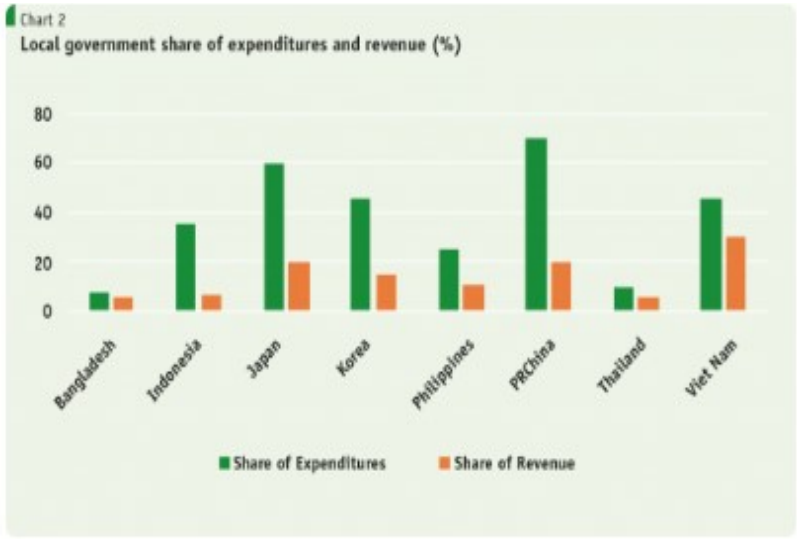

উৎস: আহসান্ন (২০২২)

অসম নগরায়ন ও উন্নয়নের ঢাকা কেন্দ্রিকতা

- যেখানে ১৯৭৪-২০১৭ সময়কালে গোটা দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক আনুমানিক ১.২ শতাংশ, সেখানে ঢাকা শহরে তা ছিল ৫.৪ শতাংশ।
- স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের শহুরে জনসংখ্যা প্রায় দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ঢাকা শহরে আহসান (২০১৯)।
- আন্তর্জাতিক তুলনায় দেখা যায় যে, দেশের মোট শহুরে জনসংখ্যায় প্রধান (সর্ববৃহৎ) শহরের অংশের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ এখন শীর্ষ দেশসমূহের অন্যতম।
- মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ সর্ববৃহৎ শহরে বসবাস করে সে দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ এখন শীর্ষের একটি দেশে পরিণত হয়েছে।
- ঢাকা শহরের অতিবৃদ্ধি ঘটেছে যখন বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় কম এবং সার্বিক নগরায়নের হার নীচু

বিভিন্ন বছরে বাংলাদেশে নগরায়নের হার (%)

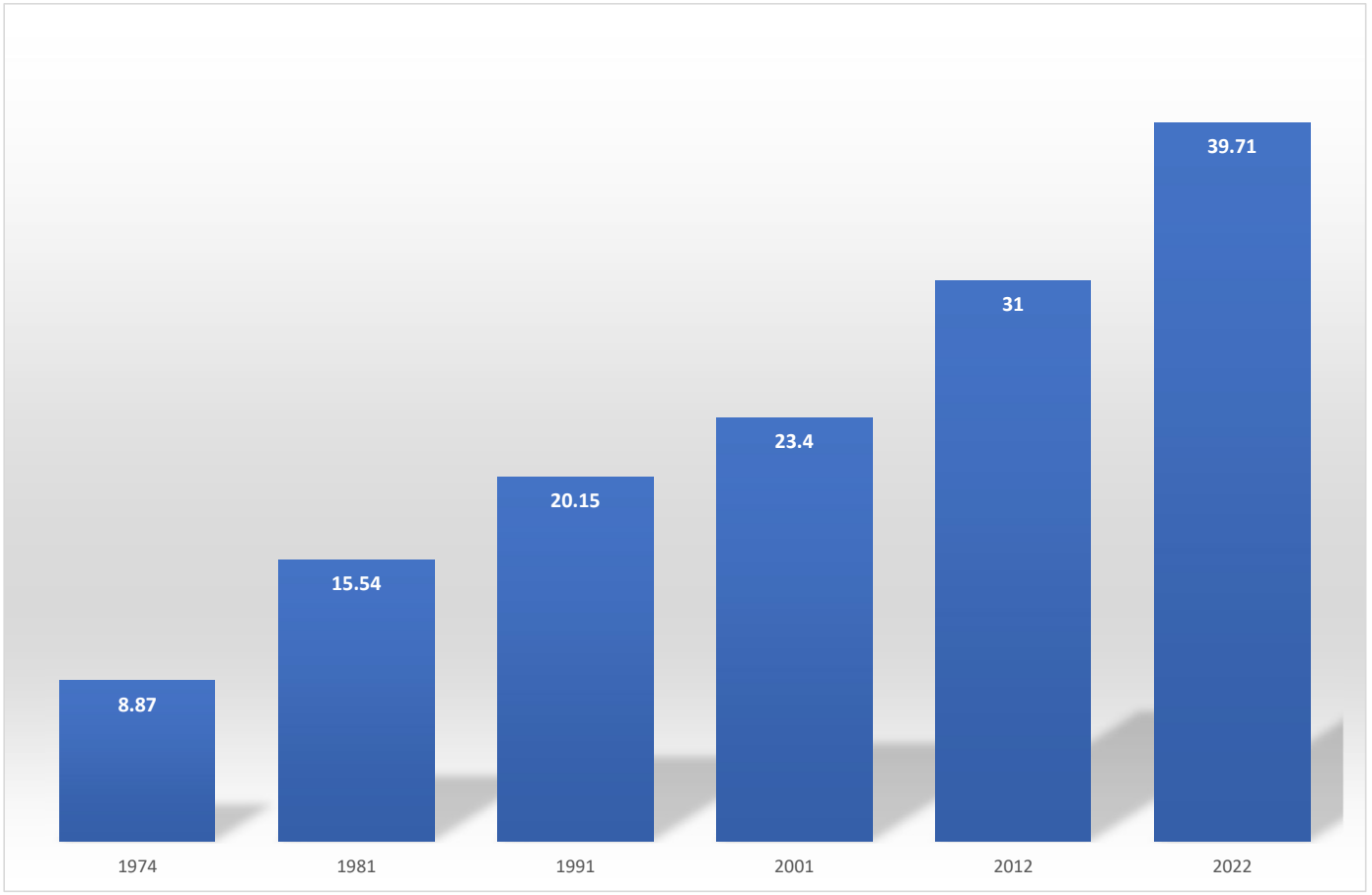

অসম নগরায়ন -- ২০১১ সালে বিভিন্ন বিভাগে নগরায়নের হার

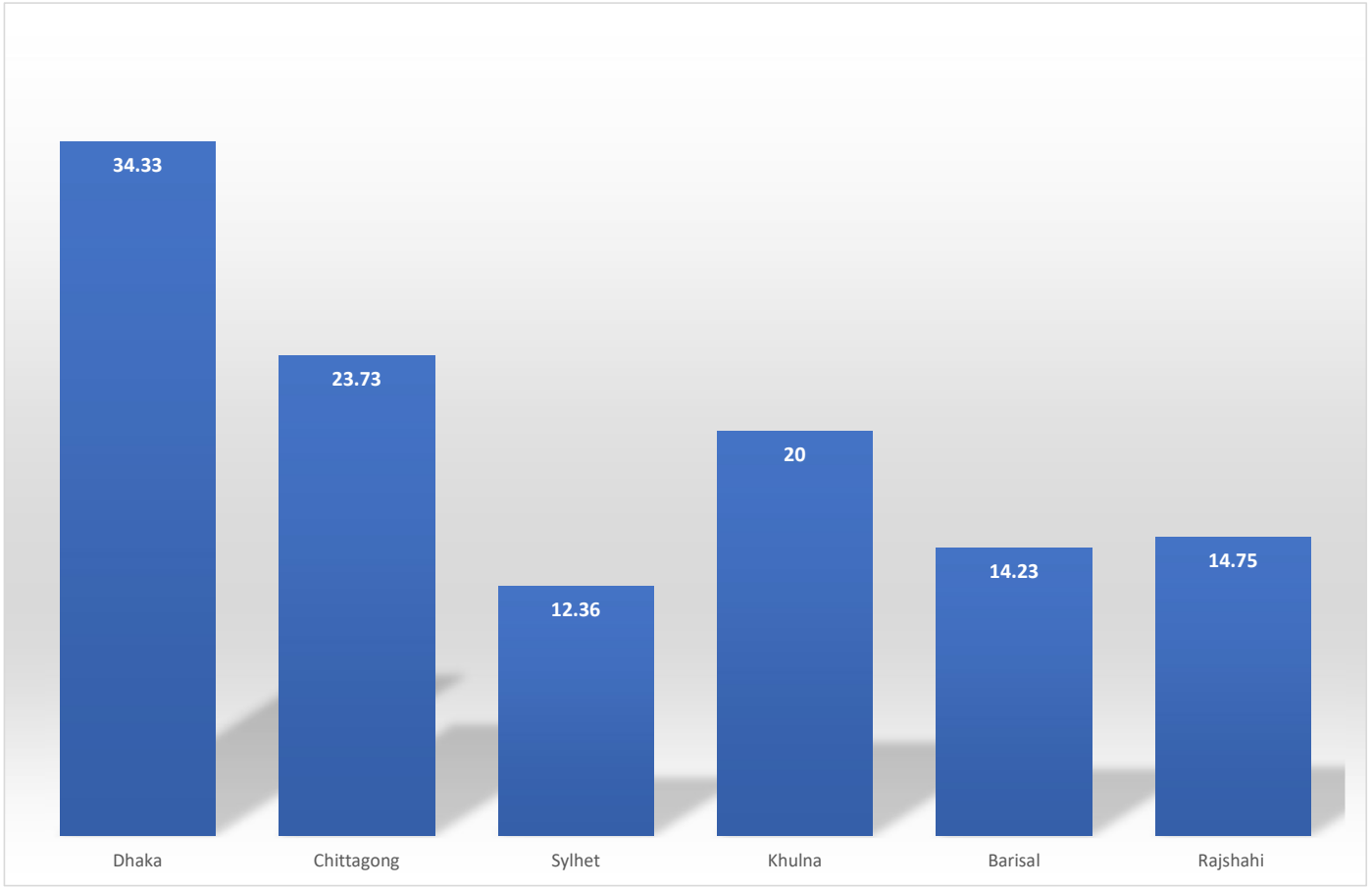

বিভিন্ন বছরে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা

Zaman, et al. (2010, p. 4)

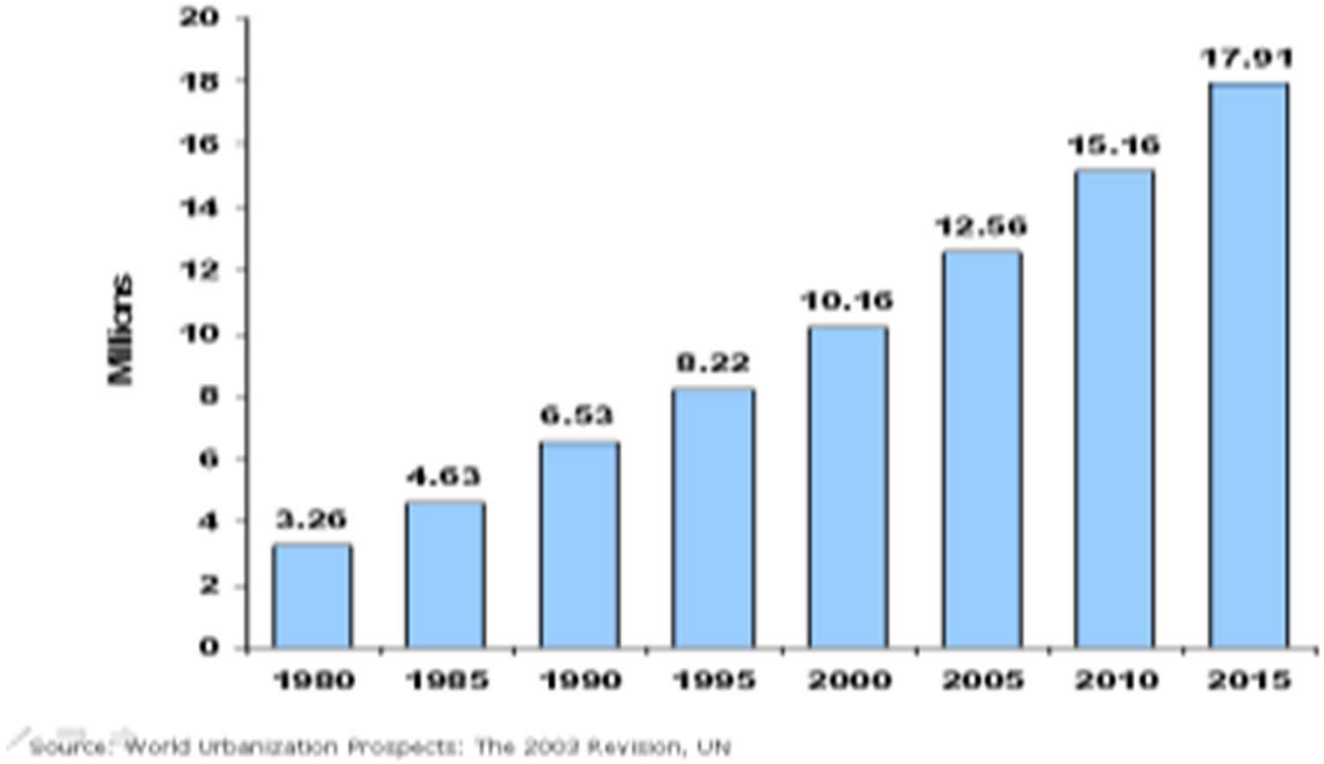

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যায় ঢাকা শহরের অংশ

Zaman, et al. (2010, p. 5)

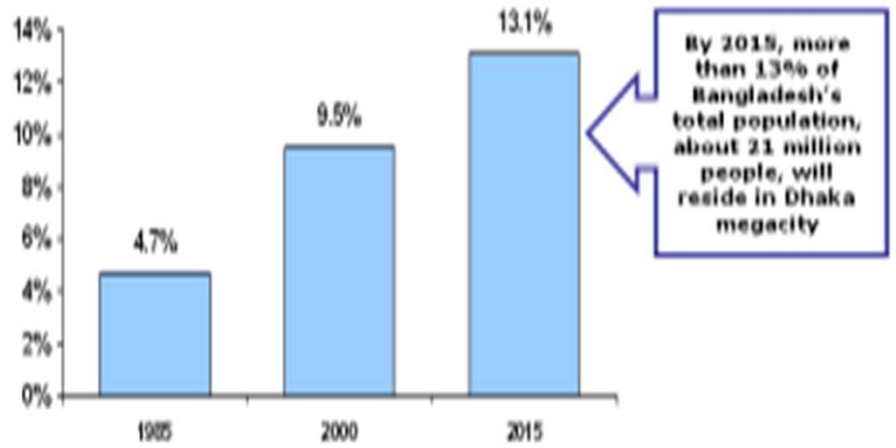

Source: Cities in a Globalizing World 2001, UN

ঢাকা শহরের সাথে পৃথিবীর অন্যান্য মেগা সিটির তুলনা

Zaman, et al. (2010, p. 5)

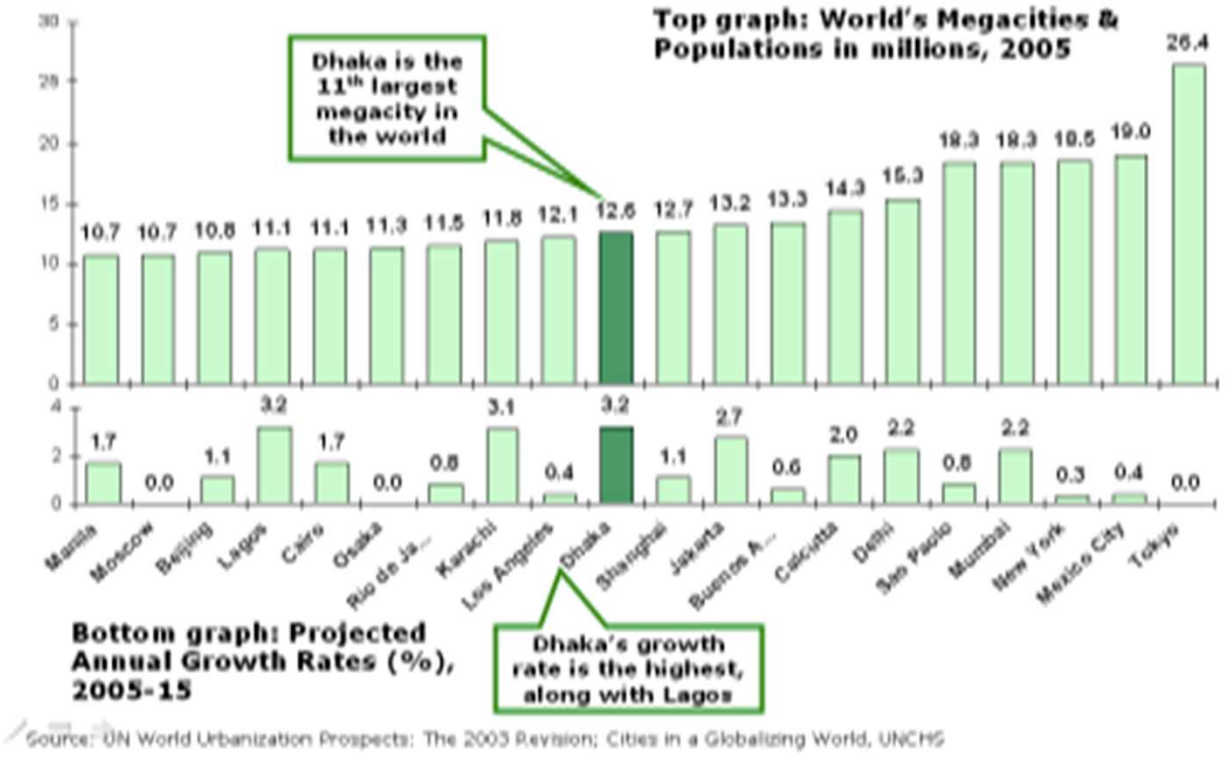

আন্তর্জাতিক তুলনায় ঢাকা শহরের অতিবৃদ্ধি

দেশ	*জনসংখ্যা (কোটি)*	*দেশের সমগ্র শহুরে জনসংখ্যায় বৃহত্তম শহরের অংশ (%)*	*দেশের মোট জনসংখ্যায় বৃহত্তম শহরের অংশ (%)*	*দেশের মোট জনসংখ্যায় ১০ লাখের বেশি জন-অধ্যুষিত শহরসমূহের অংশ (%)*	*দেশে ১০ লাখের বেশি জনঅধ্যুষিত শহরসমূহের সংখ্যা*
বাংলাদেশ	১৬.৩	৩১.৯	১১.২	৩.৫	৩-৫
চীন	১৩৭.৯	৩.১	১.৮	২৩.৪	১০২
ভারত	১৩২.৪	৬.০	২.০	১২.৯	৫৪
ইন্দোনেশিয়া	২৬.১	৭.৪	৪.০	৬.৬	১৪
পাকিস্তান	১৯.৩	২২.৬	৮.৯	১৩.২	১০
ভিয়েতনাম	৯.৫	২৩.২	৭.৯	৬.৬	৬

উৎস: আহসান (২০১৯, পৃ. ২৭)

মোট শহুরে জনসংখ্যায় মূল শহরের অনুপাত এবং সার্বিক নগরায়নের হারের বিচারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অবস্থান (Ahsan 2019)

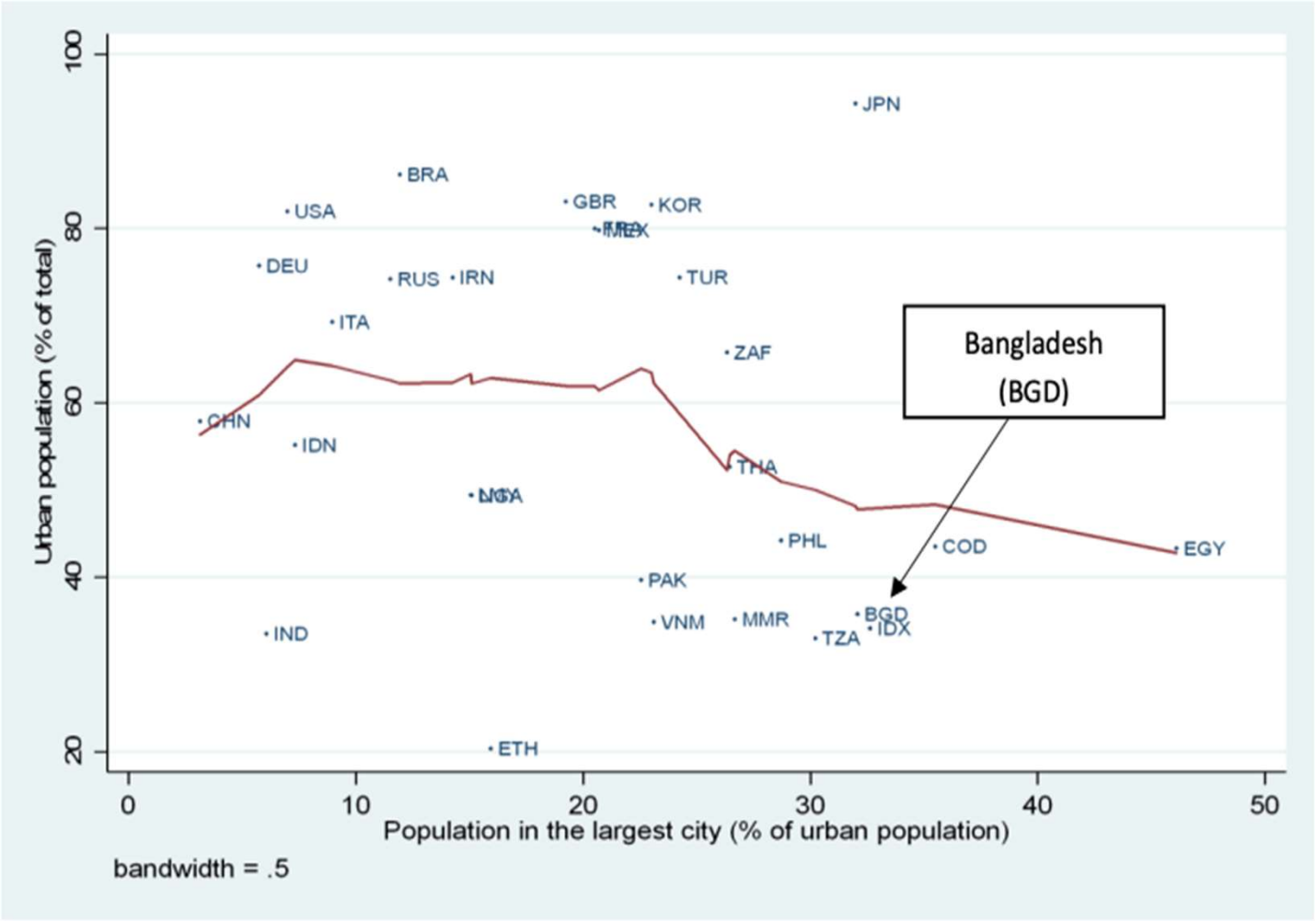

মোট শহুরে জনসংখ্যায় মূল শহরের অনুপাত এবং মাথাপিছু আয়ের বিচারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অবস্থান (Ahsan 2019)

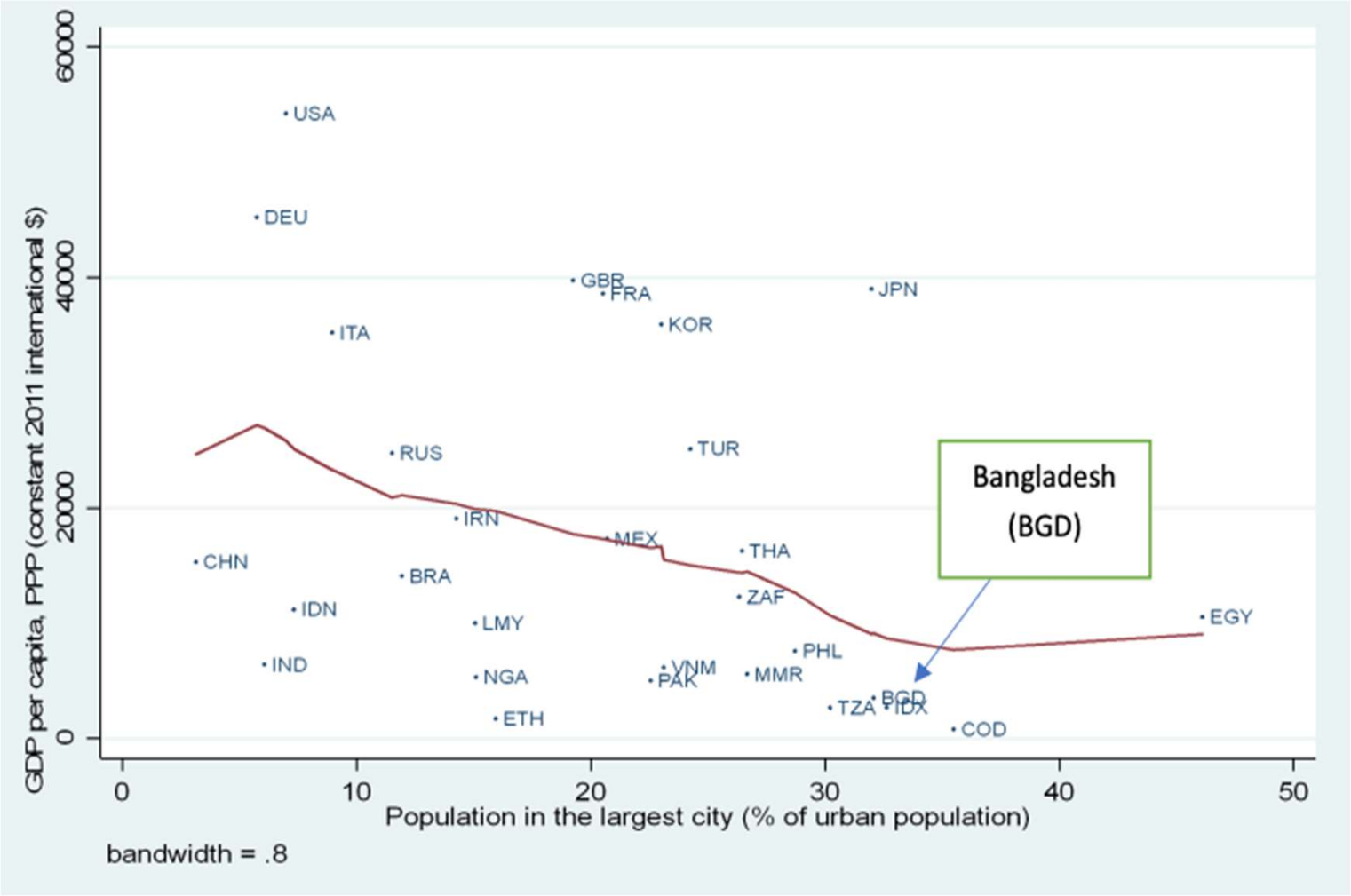

ঢাকা শহরের অতিবৃদ্ধির কারণ কী?

- নগরায়নের দুই তত্ত্ব
- লুইস মডেল (Lewis Model) (অভিবাসন-ভিত্তিক)
  - যোগমূলক (accretion)
  - আনকোরা (greenfield)
- In-situ মডেল (স্বস্থান –ভিত্তিক)
  - Hub-and-Spoke (শ্রীলংকা)
  - Industry-goes-to-village (চীন, TVE)
- Agglomeration (সমাবেশন)
  - Positive effects (বহিঃস্থ ইকনমিজ; নেটওয়ার্ক এক্সটারনালিটিজ; ইত্যাদি)
  - Negative effects (অতি ভীড়; দূষণ; সম্পদের নিঃশেষণ; ইত্যাদি)

সমাবেশনের মাধ্যমে ঢাকা শহরের তৈরী পোশাক শিল্পের বিকাশ

- গবেষকেরা শহরের আকার বৃদ্ধি ব্যাখ্যার জন্য **"সমাবেশন"** (Aggloreation) ধারণাটি ব্যবহার করেন। এটা দ্বারা কোনো এক শহরে বা স্থানে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের এবং জনসংখ্যার কেন্দ্রীভূত হওয়াকে বোঝায়। সমাবেশনের অনেক ইতিবাচক দিক আছে যা এই প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করে। এসব ইতিবাচক দিকের মধ্যে রয়েছে যেমন একস্থানে কেন্দ্রীভ,ত হওয়ার কারণে নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ, "ইতিবাচক বহিৎসারিত প্রভাব" (পজিটিভ এক্সটারনালিটিজ)ইত্যাদি। এগুলোর কারণে উৎপাদন সুগম হয় এবং খরচেরও সাশ্রয় হয়। ঢাকা শহরের দ্রুত বৃদ্ধির পেছনেও সমাবেশনের এসব ইতিবাচক প্রভাব কাজ করেছে।
- তার একটি উদাহরণ হচ্ছে **তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশ**। ঢাকা শহরেই এই শিল্পের সূচনা ঘটে এবং সমাবেশনের ইতিবাচক প্রভাবের সুযোগ নেওয়ার জন্য এই শিল্প ঢাকাতেই কেন্দ্রীভূত হয়। এই শিল্পের বিকাশ আরও বহু অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং ভোগ প্রক্রিয়ার জন্ম দেয় এবং সেগুলোও ঢাকাতে কেন্দ্রিভূত হয়। এভাবেই ঢাকা শহরের আকার হুহু করে বাড়তে থাকে আর এতে ঢাকা শহর দেশের বাকি শহরসমূহ থেকে একটা অন্য পর্যায়ে চলে যায়।
- তৈরি পোশাক শিল্পের সূচনা ও বিকাশ সমাবেশনের ইতিবাচক প্রভাবের কবল একটি উদাহরণ এবং নিচে আমরা দেখবো যে, ঢাকা শহরের আকার বৃদ্ধির পেছনে অন্যান্য কারণও কাজ করেছে।

ঢাকা শহরের অতিবৃদ্ধির বিভিন্ন কারণ

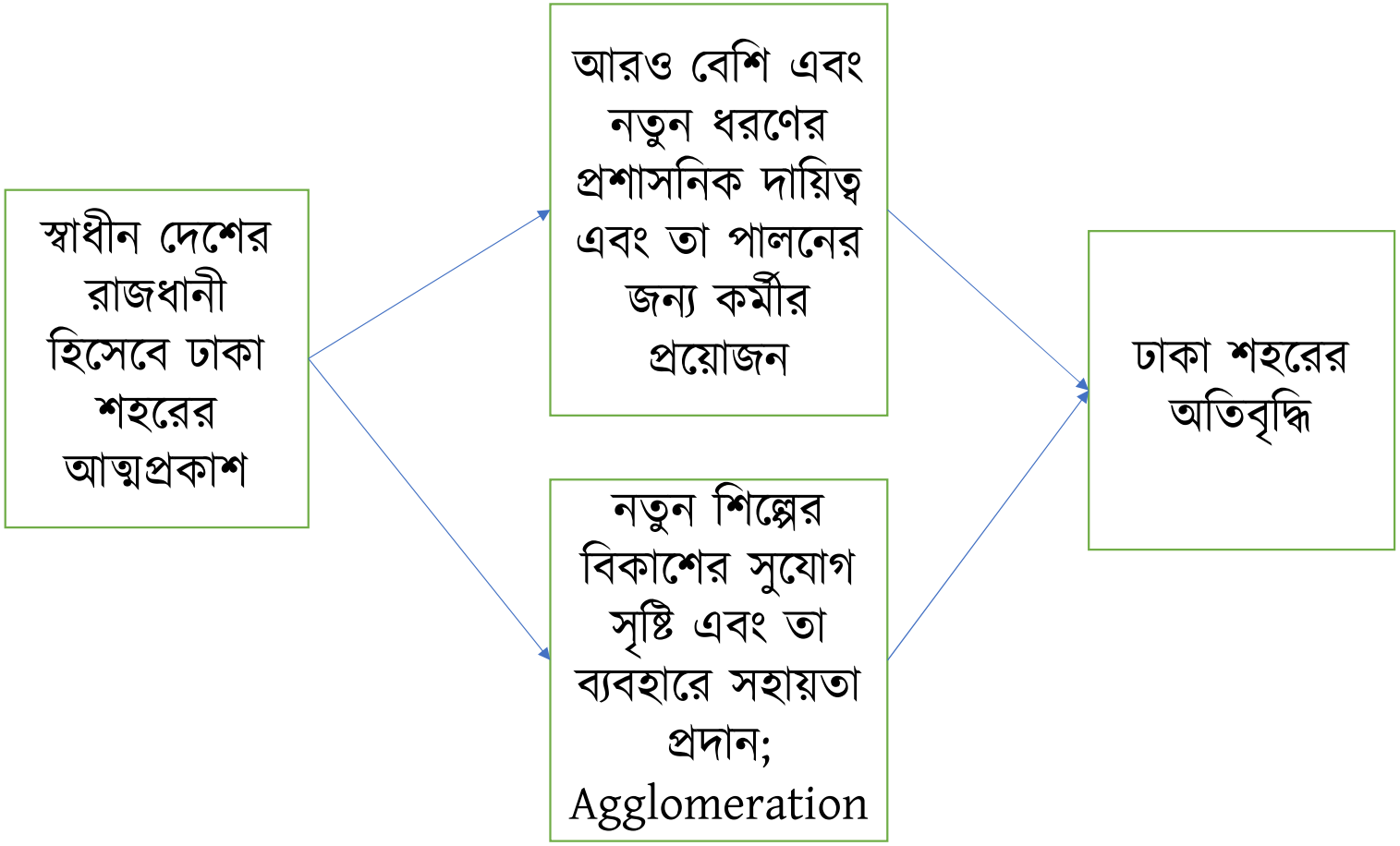

ঢাকা শহরের অতিবৃদ্ধির নেতিবাচক ফলশ্রুতি – এই শহরের নিজের জন্য (১)

- কিন্তু একটা পর্যায়ের পর সমাবেশনের প্রভাব ইতিবাচকের পরিবর্তে নেতিবাচক হয়ে পড়ে। শহরের আকার উত্তমর্ণতার সীমা (অপটিমাম সাইজ) ছাড়িয়ে যায় এবং তা সেই শহর ছাড়াও দেশের জন্য ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। গবেষণা দেখায় যে, ঢাকা শহরের পরিস্থিতি বর্তমানে সেই পর্যায়ে পৌঁছেছে। এর কিছু অভিপ্রকাশ এমনিতেই বাহ্য।
- যেমন জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি এখন ঢাকা শহরে **ভয়াবহ যানজটের** সৃষ্টি করেছে। বিশ্বব্যাংকের গবেষণা অনুযায়ী যানজটের কারণে ঢাকা শহরে যানবাহনের গড় গতিবেগ ঘণ্টায় ২১ কিলোমিটার থেকে ৬.৪ কিলোমিটারে হ্রাস পেয়েছে এবং এর দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির পরিমাণ দেশের জিডিপির ২.৯ শতাংশের সমান (আহসান ২০১৯)। বস্তুত যানজটের কারণে ঢাকা শহরে চলাফেরা এবং কাজকর্ম করাই দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে।
- ঢাকা শহরের অতিবৃদ্ধির আরেক ফলাফল হলো ভয়ংকর **বায়ু দূষণ**। আন্তর্জাতিক জরিপ অনুযায়ী ঢাকা শহরের বায়ু এখন দ্বিতীয় সর্বাপেক্ষা দূষিত এবং এর ফলে ব্যাপক স্বাস্থ্যহানি ঘটছে।
- গবেষণা আরও দেখায় যে, ঢাকা শহরের প্রায় **অর্ধেক মানুষ বস্তিতে** বসবাস করেন যেখানে পরিষ্কার পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা নেই এবং ফলে সেখানকার অধিবাসীরা পানিবাহিত অসুখবিসুখের হুমকির সম্মুখীন (ঐ)।

ঢাকা শহরের অতিবৃদ্ধির নেতিবাচক ফলশ্রুতি – এই শহরের নিজের জন্য (২)

- সাপ্তাহিক দি ইকোনমিস্ট-এর তথ্য অনুযায়ী **পয়ঃনিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থার অনুপস্থিতির** কারণে প্রতিদিন **১১** লাখকিউবিক মিটার অপরিশোধিত পয়ঃপ্রণালী ঢাকার চারপাশের নদীতে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। জলাভূমিতে নগরের প্রসারণের কারণে শহরের বাস্তুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে
- ঢাকা আরও বেশি **বন্যা ও জলাবদ্ধতার** ঝুঁকিতে নিপতিত হচ্ছে।নগরের অতিবৃদ্ধির কারণে শহরবাসীর জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপযোগ, যেমন **পানির স্থায়িত্বশীল সরবরাহ** কঠিন হয়ে পড়ছে (ঐ)। ভূগর্ভস্থ পানি স্তরের অবনমন **(সম্পদের নিঃশেষণ)**
- এতদিন যাবৎ ঢাকা শহরে অভিগমন দারিদ্র্যপীড়িত জেলাসমূহের মানুষদের অবস্থা উন্নয়নের একটি উপায় হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু ঢাকা শহরের বর্তমান অবস্থা দেখায় যে, এই অভিগমন এই শহরের ইতিমধ্যে বসবাসকারী নাগরিকদের যেমন, তেমনি অভিগমনকারীদের জন্য আগের মতো মঙ্গলকর হচ্ছে না। বরং এই শহরের ইতিমধ্যে সংকটাপন্ন অবস্থাকে আরও সঙ্গীন করছে।

ক্রমাগত উত্তোলনের কারণে ঢাকা শহরের ভূগর্ভস্থ পানি স্তরের উচ্চতা হ্রাস

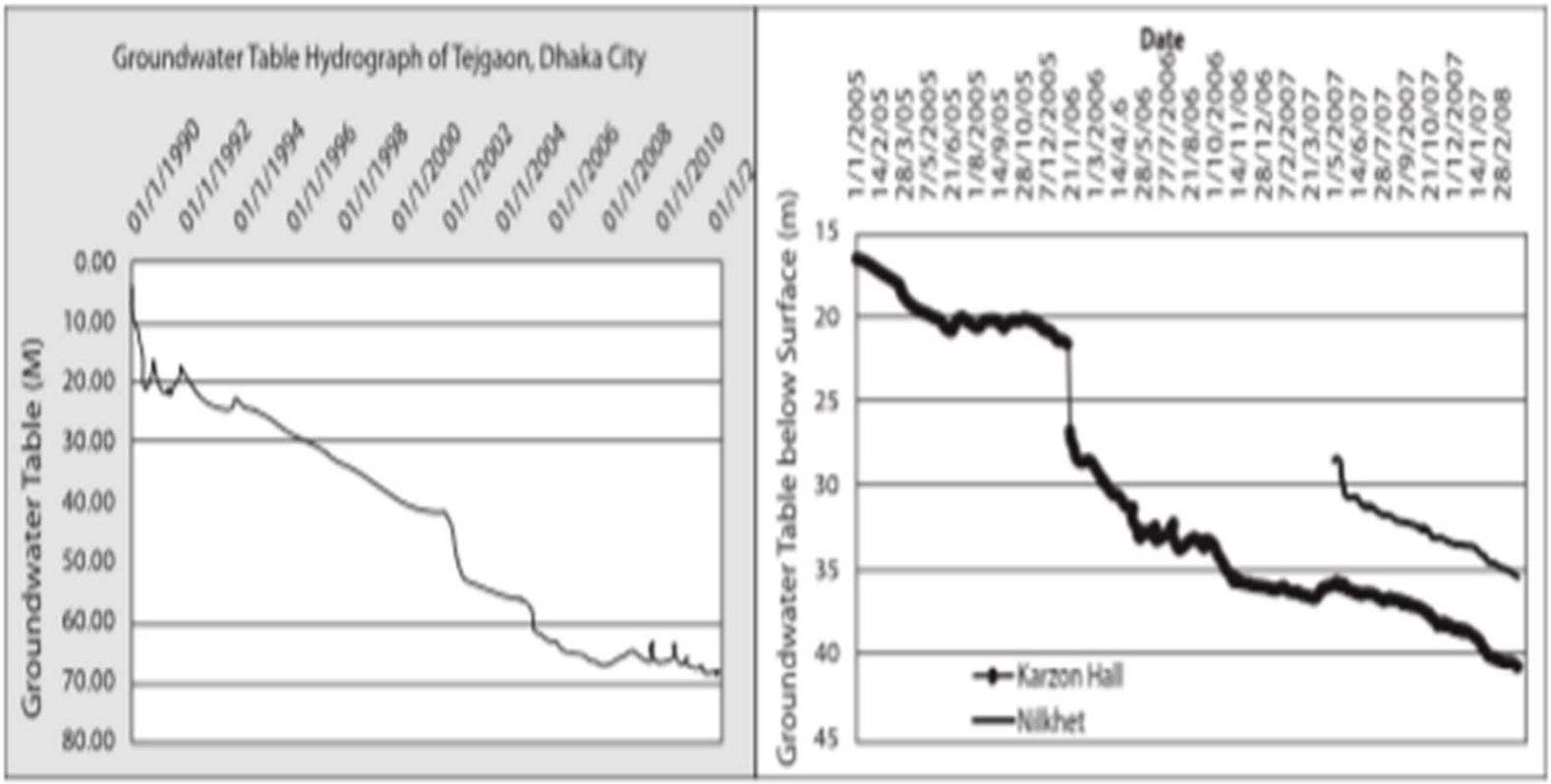

ঢাকা শহরের অতিবৃদ্ধির নেতিবাচক ফলশ্রুতি – বাকী দেশের জন্য (১)

- পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ থেকে আহসান (২০২১) দেখান যে, ঢাকা শহরের জনসংখ্যা উত্তমর্ণ (অপটিমাল) সীমার চেয়ে ৬০ শতাংশ বেশি এবং এই আধিক্যের কারণে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি) প্রতি বছর ৬ থেকে ১০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।
- তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যায় নগরবাসীর অনুপাত ১ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে মাথাপিছু আয়ের ২.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু গবেষক হেন্ডারসন (২০০১) দেখিয়েছেন যে, একটি দেশের মূল শহরের (প্রাইমেট সিটি) জনসংখ্যা যদি একটি মাত্রা অতিক্রম করে তাহলে গোটা দেশের মাথাপিছু আয়ের উপর তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তার গবেষণা দেখায় যে, যেসব দেশে মূল শহরের আকার অত্যন্ত বড় সেসব দেশে সার্বিক নগরায়নের হারও কম। অর্থাৎ, মূল শহরের আকারের অতিবৃদ্ধি দেশের সার্বিক নগরায়নের হারকে শ্লথ করে দেয়।

ঢাকা শহরের অতিবৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের জিডিপি'র হ্রাস

Estimates of the Indirect Costs of Dhaka's Overgrowth

- About 6 to 10 percent of GDP

		Actual 2019			
1		Urban Population	60.99	60.99	60.99
2		Share of Primate City	33.28	33.28	33.28
3		Primate City Population	20.3	20.3	20.3
			Panel	Pooled Quantile on Bangladesh Variables	Bangladesh Time Series
4		Predicted Primate City Population	13.4	13.4	13.4
5	((3-4)/4)	% Difference between Actual and Predicted Population	51.5	51.5	51.5
		Primate City Elasticity			
6		on Urban Share	-0.27	-0.21	-0.52
7	(6 x 5)	Impact on Urban Share	-13.9	-10.8	-26.8
8		Elasticity of Urban Share on Income	0.42	1.01	*1.66* (not significant)
9	((7 x 8))	Mean Impact on Per Capita Income (or GDP)	-5.8	-10.9	-44.4

** All estimates are highly significant except Bangladesh time series estimate of Elasticity of Urban Share on Income. See Appendix Slides 21-23.

De Time series estimates with 51 observations should be disregarded.

ঢাকা শহরের অতিবৃদ্ধির নেতিবাচক ফলশ্রুতি – বাকী দেশের জন্য (২)

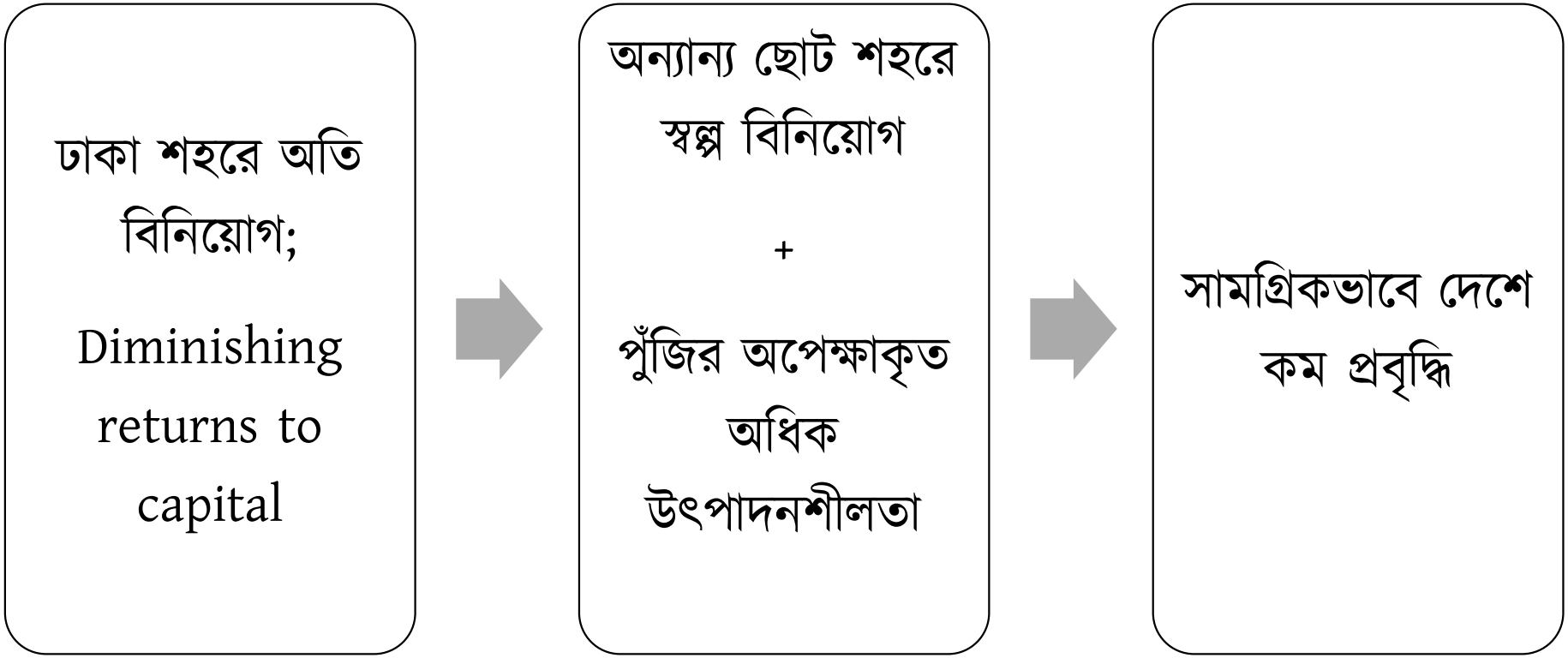

ঢাকা শহরের অতিবৃদ্ধি প্রশমনে করণীয়

- জনসংখ্যার উত্তম আকার অর্জন
- নদী ভাঙ্গন ও জলবায়ু উদ্বাস্তু প্রশমন
- শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্থানান্তর
- নিম্ন আয়ী অধিবাসীদের চাহিদার প্রতি আরও মনোযোগ

নগরের অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলী ও সমাধানের উপায়
আবাসন

- আবাসন
  - মাস্টার প্ল্যান, ড্যাপ
  - রাজউকের ডেভেলপার ভূমিকা
  - নিয়ন্ত্রক ভূমিকার সাথে সাংঘর্ষিক
  - ধনী অভিমুখিনতা

- সুপারিশ
  - আবাসন পরিকল্পনা গণমুখী হতে হবে
  - রাজউকের ভূমিকা নিয়ন্ত্রণে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে
-

নগরের অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলী ও সমাধানের উপায়

যাতায়াত ও পরিবহন

- "ব্যক্তিগত গাড়ী" ভিত্তিক যাতায়াত মডেল
  - ফ্লাইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে
  - ব্যক্তিগত গাড়ী আমদানি, অভ্যন্তরে উৎপাদন
- মেট্রোরেল; বাস-র‍্যাপিড-ট্রানজিট; পাতালরেল
- সুপারিশ
- গোড়ায়
  - অভিবাসনের চাপ প্রশমন
  - ব্যাক্তিগত গাড়ী মডেলের পরিবর্তে গণ-পরিবহন মডেল গ্রহণ
- উপরে
  - পদচারী
  - সাইকেল
  - বাস
  - ট্রাম

ঢাকা শহরে যাতায়াতের বিভিন্ন পদ্ধতির ভূমিকা

Zaman, et al. (2010, p. 11)

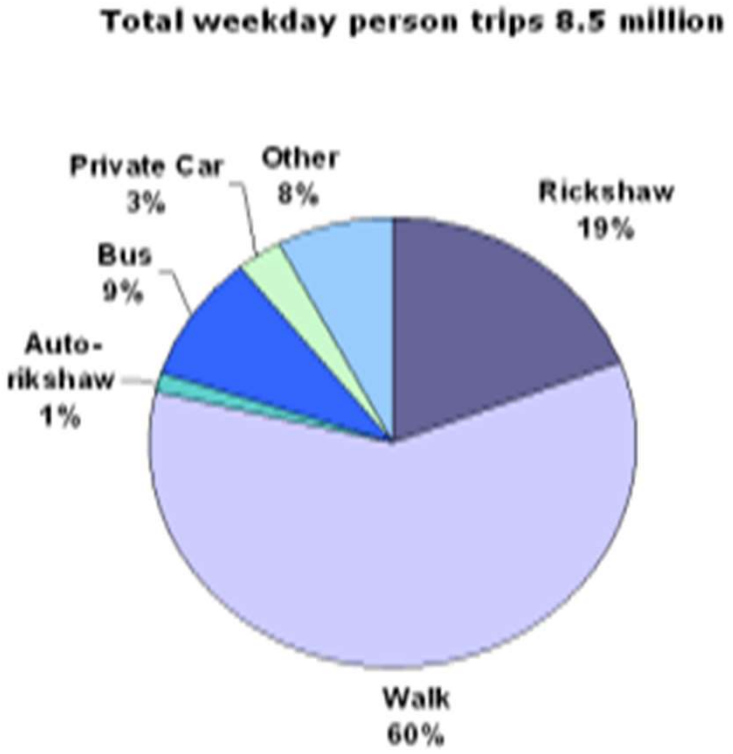

Source: WB DUTP PAD p 3

নগরের অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলী ও সমাধানের উপায় পরিষেবা

- বিদ্যুৎ
  - জীবাশ্ম জ্বালানীর পরিবর্তে শহরের ভবনের ছাদকে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন; ফিড-ইন ট্যারিফ ও অন্যান্য প্রণোদনাঢ় প্রবর্তন; দেশে সোলার প্যানেল উৎপাদন
- গ্যাস
  - গৃহস্থালি ব্যবহারের জন্য সিলিন্ডার ভিত্তিক সরবরাহ; সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে গ্যাসের ব্যবহার কমানো
- পানি
  - পার্শ্ববর্তী নদনদীকে দূষণমুক্ত করে ভূপৃষ্ঠস্থ পানির উৎস হিসেবে ব্যবহার; পানির পুনর্ব্যবহার উৎসাহিতকরণ;
- পয়ঃনিষ্কাশন
  - সকল নগরবাসীকে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসা

নগরের অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলী ও সমাধানের উপায়
নিষ্কাশন ও জলাবদ্ধতা

- পুকুর, দীঘি ও অন্যান্য জলধারণ এলাকা রক্ষা এবং পুনরুদ্ধার
- বিল্ট-আপ এরিয়া কমানো, উন্মুক্ত স্থান ও বৃক্ষরাজি বৃদ্ধি, বৃষ্টির পানি খালে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা
- খালসমূহ রক্ষা, পুনরুদ্ধার, এবং নিয়মিত সংস্কার
- নদনদীর সাথে সংযোগ পুনরুদ্ধার; নদনদীর প্রতি বেষ্টনী পন্থা পরিত্যাগ করে উন্মুক্ত পন্থা অবলম্বন

নগরের অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলী ও সমাধানের উপায়
দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

বায়ু দূষণ

অনুপযোগী যানবাহন প্রত্যাহার; নির্মাণ সাইট নিয়ন্ত্রণ; পরিবেশ বান্ধব ইটের প্রবর্তন

তরল দূষণ

সকল কলকারখানায় ইটিপি স্থাপন ও চালু রাখা

পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা

কঠিন বর্জ্য

RRR

প্লাস্টিক ব্যবহার না করা। অপরিহার্য হলে জৈবপচনশীল প্লাস্টিক

বর্জ্যকে সম্পদ হিসাবে গণ্য করা

নগরের অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলী ও সমাধানের উপায়
উদ্যান, খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান

- সুপারিশ
- এগুলো যাতে আর হাতছাড়া না হয়।
- হাতছাড়া হয়ে যাওয়াগুলোকে পুনরুদ্ধার
- সেলক্ষ্যে জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলা

নগরের অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলী ও সমাধানের উপায়

প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য এবং স্থাপত্যের স্বাতন্ত্র

- পুরাতন ঘরবাড়ি ও স্থাপনা ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষেত্রে এগুলোর প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহ্য সংরক্ষণমূলক মূল্য যাচাই করা
- নিজস্ব ভূপ্রাকৃতিক ও সংস্কৃতির আলোকে নিজস্ব স্থাপত্য রীতি গড়ে তোলা

নগরের অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলী ও সমাধানের উপায়
নিরাপত্তা

- গার্মেন্টস কারখানাসমূহ ধ্বসে পড়া;
- পুরাতন ঢাকায় উপর্যুপরি বিস্ফোরণ, আগুণ
- ভূমিকম্পের বিপদ

- সুপারিশ
- নির্মাণ সংক্রান্ত নিয়ম ও বিধিমালার সঠিক প্রয়োগ
- ভূমিকম্পের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ

নগরের অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলী ও সমাধানের উপায়
স্বল্প ও নিম্ন আয়ী নগরবাসীদের প্রতি মনোযোগ

- নগর উন্নয়নকে ধনী-অভিমুখীর পরিবর্তে গণ-অভিমুখী করা
- গণমুখী উন্নয়ন হয় পরিবেশ-বান্ধব উন্নয়ন, এবং প্রকৃত অর্থে স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন
- স্বল্প আয়ীদের আবাসন চাহিদার প্রতি মনোযোগ
- স্বল্পয়ায়ীদের যাতায়াত চাহিদার প্রতি মনোযোগ
- স্বল্পআয়ীদের বিভিন্ন পরিসেবার চাহিদার প্রতি মনোযোগ

নগরের অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলী ও সমাধানের উপায়
বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়

- প্রথম-উত্তম সমাধান – সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে নগর কর্পোরেশনের অধীনে নিয়ে আসা।

- দ্বিতীয়-উত্তম সমাধান – বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকলেও এসব সংস্থার মধ্যে অধিকতর সমন্বয় সাধনের জন্য চাপ সৃষ্টি

আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস ও সুষম নগরায়ন অর্জনে করণীয়

- বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভৌত (বন্দর, জ্বালানী, রাজধানী অভিগম্যতা) ও মানব সম্পদ্গত পার্থক্য হ্রাস; সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও বাজেট বরাদ্দ (বর্তমান কেন্দ্রীভূত প্রশাসন বজায় রেখে)
- প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় সরকারব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ
- "হাব-এন্ড-স্পোক"রূপী স্বস্থানভিত্তিক নগরায়নের পরিকৌশল গ্রহণ
- জেলা শহরগুলোকে হাব হিসেবে গ্রহণ
  - জেলা পরিষদকে স্থানীয় সরকার কাঠামোর মূল গ্রন্থি হিসেবে গ্রহণ
  - জেলা শহর সমূহের সাথে শিল্প বিকাশ অভিমুখী "বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে"র সমবর্তীকরণ
- ঢাকা শহরের অতিবৃদ্ধি হ্রাসে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ
  - জনসংখ্যা পরিকল্পনা
  - শিল্প স্থানান্তর
  - শহরের দরিদ্র শ্রমজীবীদের প্রয়োজনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ

আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস ও সুষম নগরায়ন
সারাংশ

- বাংলাদেশের উন্নয়ন ভৌগলিক বৈষম্যপূর্ণ
- নগরায়ন ভৌগলিকভাবে সুষম হয় নি। অতিমাত্রায় ঢাকা কেন্দ্রিক
- বাজেট বরাদ্দে পরিবর্তন এবং প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ভৌগলিক বৈষম্যের তলবর্তী কারণসমূহ দূর করতে হবে
- প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় সরকারব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ
- "হাব-এন্ড-স্পোক"রূপী স্বস্থানভিত্তিক নগরায়নের পরিকৌশল গ্রহণ
- জেলা শহরগুলোকে হাব হিসেবে গ্রহণ
  - জেলা পরিষদকে স্থানীয় সরকার কাঠামোর মূল গ্রন্থি হিসেবে গ্রহণ
  - জেলা শহর সমূহের সাথে শিল্প বিকাশ অভিমুখী "বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে"র সমবর্তীকরণ
- ঢাকা শহরের অতিবৃদ্ধি হ্রাসে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ
  - জনসংখ্যা পরিকল্পনা
  - শিল্প স্থানান্তর
  - শহরের দরিদ্র শ্রমজীবীদের প্রয়োজনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ
- নগরায়নকে পরিবেশ-বান্ধব হতে হবে।
- বর্তমান ধনী-অভিমুখীনতার পরিবর্তে নগরায়নকে গণমুখী হতে হবে

৭। সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি

- দুই ধরণের সামাজিক বিভক্তি
  - আনুভূমিক (মূলত অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধির ফলশ্রুতি)
  - উল্লম্বিক (ধর্মীয়, নৃতাত্ত্বিক)
- একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থা
- একীভূত চিকিৎসা ব্যবস্থা
- একীভূত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা
- ধর্মীয় সম্প্রীতির পুনরুদ্ধার
- নৃতাত্ত্বিক সম্প্রীতির পুনরুদ্ধার
  - ১৯৯৭ সালের শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি সমস্যা সমাধান

শিক্ষা ব্যবস্থার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

- শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যক্তিখাতের ভূমিকা বৃদ্ধি এবং খন্ডীকরণ (পৃথকীকৃত ভারসাম্য)
- বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারি এবং বেসরকারি খাতের ভূমিকা (সারণী ৭.৪)
- শিক্ষা ব্যবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষার ভূমিকা
- শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরাজি-মাধ্যম শিক্ষার ভূমিকা
- শিক্ষা ব্যবস্থার খন্ডীকরণের বিভিন্ন প্রতিফল
- উন্নত দেশসমূহের একীভূত এবং গণখাত ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার একীভূতকরণের উপায়

সারণি ৭.৪ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারি এবং বেসরকারি খাতের ভূমিকা (%)

শিক্ষার পর্যায়	সরকারি (%)	বেসরকারি (%)
প্রাথমিক		
প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	৫৫.২	৪৫.৮
শিক্ষার্থী সংখ্যা	৬৭.১	৩২.৯
শিক্ষক সংখ্যা	৫৪.৬	৪৫.২
মাধ্যমিক		
প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	৬.২	৯৩.৮
শিক্ষার্থী সংখ্যা	৭.৩	৯২.৭
শিক্ষক সংখ্যা	৪.৪	৯৫.৬
উচ্চ (বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাতিরেকে)		
প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	১৪.৬	৮৫.৪
শিক্ষার্থী সংখ্যা	৫২.৬	৪৭.৪
শিক্ষক সংখ্যা	২১.২	৭৮.৮
বিশ্ববিদ্যালয়		
প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	৩১.৩	৬৮.৭
শিক্ষার্থী সংখ্যা	৭৩.১	২৬.৯
শিক্ষক সংখ্যা	৪৯.৮	৫০.২
উচ্চ (বিশ্ববিদ্যালয় সহ)		
প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	২৯.৬	৭০.৪
শিক্ষার্থী সংখ্যা	৬৪.৫	৩৫.৫
শিক্ষক সংখ্যা	৩৫.৬	৬৪.৪

সূত্র: লেখক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২৩) কর্তৃক প্রদত্ত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে

সারণি ৭.৫ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষার ভূমিকা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (মোট সংখ্যার %)	শিক্ষক সংখ্যা (মোট সংখ্যার %)	নারী শিক্ষিকার অনুপাত (%)	শিক্ষার্থী সংখ্যা (মোট সংখ্যার %)	নারী শিক্ষার্থী অনুপাত (%)
দাখিল					
বেসরকারি	৬৫৪৪ (৭০.৪)	৬৪৮০১ (৫৮.৪)	২০.২	১৪০০২০৪ (৫২.৭)	৫৯.৫
আলিম					
বেসরকারি	১৩৯৮ (১৫.০)	২০৫৮৩ (১৮.৬)	১৭.৯	৪৬০৭৯৩ (১৭.৩)	৫৫.৫
ফাজিল					
বেসরকারি	১০৯০ (১১.৭)	১৯৫৪৪ (১৭.৬)	১৭.৭	৫২৫৫৯৭ (১৯.৮)	৫০.১
কামিল					
বেসরকারি	২৫৬ (২.৭৫)	৫৮৯৫ (৫.৩)	১৮.৯	২৬৩৭৮৩ (৯.৯)	৩৪.১
সরকারি	৩ (০.০৩)	৭৮ (০.১)	১০.২	৬৮৭৫ (০.৩)	৬.৯
মোট	২৫৯ (২.৭৮)	৫৯৭৩ (৫.৪)	১৮.৭	২৭০৬৫৮ (১০.২)	৩৩.৪
সব ধরণের প্রতিষ্ঠান					
বেসরকারি	৯২৮৮ (৯৯.৯৭)	১১০৮২৩ (৯৯.৯)	১৯.২	২৬৫০৩৭৭ (৯৯.৭)	৫৪.৪
সরকারি	৩ (০.০৩)	৭৮ (০.১)	১০.২	৬৮৭৫ (০.৩)	৬.৯
মোট	৯২৯১ (১০০)	১১০৯০১ (১০০)	১৯.২	২৬৫৭২৫২ (১০০)	৫৪.৩

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২৩)

সারণি ৭.৬ ইংরাজি মাধ্যম শিক্ষার ভূমিকা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠান সংখ্যা (অনুপাত %)	শিক্ষক-শিক্ষিকা সংখ্যা (অনুপাত %)	শিক্ষার্থী সংখ্যা (অনুপাত %)	নারী শিক্ষার্থী অনুপাত (%)	নারী শিক্ষিকা অনুপাত (%)	শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত	গড় (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতি) শিক্ষার্থী সংখ্যা	গড় (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতি) শিক্ষক-শিক্ষিকা সংখ্যা
ও-লেভেল	৩০ (২১.৯)	৮৪৮ (১৩.১)	৭৪০৬ (১০.৮)	৪৩.৭	৭৫.৪	৯	২৪৭	২৮
এ-লেভেল	৯০ (৬৫.৭)	২৯৭ (৪.৬)	২৮০২ (৪.১)	৩৯.০	৮৩.২	৯	৩১	৩
জুনিয়র স্কুল	১৭ (১২.৪)	৫৩০৮ (৮২.৩)	৫৮৬১৭ (৮৫.১)	৪৩.৯	৭১.৩	১১	৩৪৪৮	৩১২
সব ধরণের	১৩৭ (১০০.০)	৬৪৫৩ (১০০.০)	৬৮৮২৫ (১০০.০)	৪৩.৭	৭২.৪	১১	৫০২	৪৭

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২৩)

শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের ফলাফল

- প্রাথমিক এবং উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে এখনও গণখাতের প্রাধান্য বজায়
- মাধ্যমিক পর্যায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিপরীত পরিস্থিতি, তবে MPO-ভুক্তি বিবেচনায় নিলে এক্ষেত্রেও সরকারী অর্থসংস্থানের বড় ভূমিকা পরিলক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা
- বিবিএস-এর ২০২৩ সালের বর্ষসংখ্যা থেকে কওমি মাদ্রাসার প্রসার সম্পর্কে পরিসংখ্যান পাওয়া কঠিন; তবে অন্যান্য সূত্র কওমি মাদ্রাসার বিপুল ভূমিকার ইঙ্গিত দেয়
- ইংরাজি মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য; বিবিএস এক্ষেত্রেও পর্যাপ্ত তথ্য প্রদান করে না।
- তবে খন্ডিকরণের বিষয়টি পরিষ্কার: দরিদ্রদের বেশী অংশ মাদ্রাসা এবং নিম্নমানের বাঙলা স্কুলে যাচ্ছে এবং "দারিদ্র-চক্রে" আটকা পড়ছে; পক্ষান্তরের ধনিদের বেশী অংশ ইংরাজি মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাচ্ছে এবং "বিত্ত-চক্রে"র সুবিধা পাচ্ছে

একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্যে করণীয়

- মূল মনোযোগ দিতে হবে বাঙলা মাধ্যমে স্কুল-কলেজে শিক্ষার মানোন্নয়নে
- এক্ষেত্রে ভৌত কাঠামো নির্মাণ যতোটা গুরুত্ব পেয়েছে, শিক্ষার সারবত্তা এবং শিক্ষার কারিগর তথা শিক্ষকদের ততটা পায় নি
- বাঙলা মাধ্যমের স্কুল-কলেজে ইংরাজি শিক্ষার মানোন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে; ইংরাজি কেবল সমাজের ধনীদের মনোপলি হতে পারে না।
- বাঙলা মাধ্যমের স্কুল-কলেজে ইংরাজি শিক্ষার মানোন্নয়ন হলে ইংরাজি মাধ্যম স্কুল-কলেজের আবেদন হ্রাস পাবে
- বাঙলা মাধ্যমের স্কুল-কলেজে শিক্ষার্থীদের স্ব-স্ব ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ থাকবে; এতে শুধু ধর্ম শিক্ষার জন্য মাদ্রাসায় পাঠানোর প্রবণতা হ্রাস পাবে
- মাধ্যমিক স্কুল জাতীয়করণের দাবী মেনে নিতে হবে; তবে জাতীয়করণকে সফল করতে হবে।
- মাদ্রাসা এবং ইংরাজি মাধ্যম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অনেকাংশে থেকে যাবে; তবে সেগুলোর শিক্ষাক্রমে মূল জাতীয় কারিকুলাম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন করতে হবে এবং দ্বিভাষিক হতে হবে।

স্বাস্থ্য খাতের পরিস্থিতি ও করণীয়

- বিভিন্ন স্বাস্থ্যসূচকে উন্নত বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের ব্যবধান
- চিকিৎসা ব্যবস্থার খন্ডিকরণ (পৃথকীকৃত ভারসাম্য)
- উন্নত দেশসমূহের চিকিৎসা ব্যবস্থা
- বাংলাদেশে চিকিৎসা ব্যবস্থা সার্বজনীন এবং একীভূতকরণের উপায়

সারণি ৭.৮ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানসমূহ (BBS ২০২৩, p. ৪৬৫)

চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	চিকিৎসা সেবার ধরণ	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শয্যা সংখ্যা
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (১০০ শয্যা)	হাসপাতাল	৩	৩০০
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (৫০ শয্যা)	হাসপাতাল	৩৪৫	১৭,২৫০
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (৩১ শয্যা)	হাসপাতাল	৬৫	২,০১৫
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (১০ শয্যা)	হাসপাতাল	১১	১১০
উপ-মোট (উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স)		৪২৪	১৯,৬৭৫
হাসপাতাল (৫০ শয্যা)	হাসপাতাল	৭	১০০
হাসপাতাল (৩১ শয্যা)	হাসপাতাল	৭	২১৭
হাসপাতাল (৩০ শয্যা)	হাসপাতাল	২	৬০
হাসপাতাল (২৫ শয্যা)	হাসপাতাল	১	২৫
হাসপাতাল (২০ শয্যা)	হাসপাতাল	৩২	৬৪০
হাসপাতাল (১০ শয্যা)	হাসপাতাল	১৭	১৭০
উপ-মোট (উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভিন্ন সরকারী হাসপাতাল)		৬৬	১,২১২
মোট (উপজেলা পর্যায়ে সরকারী হাসপাতাল)		৪৯০	২০,৮৮৭
উপজেলা স্বাস্থ্য অফিস	ও-পি-ডি	৬০	০
ইউনিয়ন সাব-সেন্টার	ও-পি-ডি	১৩১২	০
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (Netherland)	ও-পি-ডি	৮৭	০
শহুরে ডিসপেনসারি	ও-পি-ডি	৩৫	০
স্কুল স্বাস্থ্য ক্লিনিক	ও-পি-ডি	২৩	০
তেঁজগাও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ঢাকা		১	০
মোট প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান (কম্যুনিটি ক্লিনিক ব্যাতিরেকে)		২০০৩	২০,৮৮৭
কম্যুনিটি ক্লিনিক (চলমান)	ও-পি-ডি	১৩,৯০৭	০
সর্বমোট প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান (কম্যুনিটি ক্লিনিকসহ)		১৫,৯১০	২০,৮৮৭

সূত্র: BBS (2023)

সারণি ৭.৭ বাংলাদেশে চিকিৎসা ক্ষেত্রে সরকারি এবং বেসরকারি খাতের ভূমিকা

বিষয়	সরকারি (%)	বেসরকারি (%)	মোট (%)
হাসপাতালের সংখ্যা	৭৩৯[খ] (১২.২)	৫৩২১[গ] (৮৭.৮)	৬০৬০ (১০০.০)
হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা	৫৪৬৬০ (৩৭.৪)	৯১৫৩৭ (৬২.৬)	১৪৬১৯৭ (১০০.০)
মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা	৪২[গ] (৩৭.৫)	৭০ (৬২.৫)	১১২ (১০০.০)
মেডিক্যাল কলেজের আসন সংখ্যা[ঘ]	৪,৪৪৩ (৪২.৭)	৫৯৬০ (৫৭.৩)	১০,৪০৩ (১০০.০)
পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	২৯ (৭৪.৬)	১০ (২৫.৬)	৩৯ (১০০.০)
দন্ত চিকিৎসা কলেজ এবং ইউনিটের সংখ্যা	৯ (২৫.৭)	২৬ (৭৪.৩)	৩৫ (১০০.০)
নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (বি-এস-সি পর্যায়) সংখ্যা	১৫ (২৫.০)	৪৫ (৭৫.০)	৬০ (১০০)
নার্সিং শিক্ষা (পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট পর্যায়) প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৪ (৯.৮)	৩৭ (৯০.২)	৪১ (১০০.০)
নার্সিং (বিশেষায়িত ডিপ্লোমা প্রদানকারী) প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১ (২৫.০)	৩ (৭৫.০)	৪ (১০০.০)
নার্সিং এবিং ধাত্রী বিদ্যায় ডিপ্লোমা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৪৩ (২৩.৫)	১৪০ (৭৬.৫)	১৮৩ (১০০.০)
চিকিৎসা সহকারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	৯ (৪.৩)	২০০ (৯৫.৭)	২০৯ (১০০.০)
চিকিৎসা প্রযুক্তি ইন্সটিট্যুট	১১ (১০.২)	৯৭ (৮৯.৮)	১০৮ (১০০.০)

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২৩)

সারণি ৭.৯ শয্যা ব্যবহারের দৃষ্টিকোণ থেকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিতরণ (২০০৮ এবং ২০১৪)

শয্যা ব্যবহারের হার (%)	২০০৮			২০১৪		
	সংখ্যা	অনুপাত (%)	যোগমূলক অনুপাত (%)	সংখ্যা	অনুপাত (%)	যোগমূলক অনুপাত (%)
৪০-এর কম	১০	২.৪৮	২.৪৮	৫০	১১.৯	১১.৯
৪০ – ৫০	৪২	১০.৪০	১২.৮৮	২৩	৫.৫	১৭.৪
৫০ – ৬০	৫৯	১৪.৬০	২৭.৪৮	৫৯	১৪.০	৩১.৪
৬০ – ৭০	৭৪	১৮.৩২	৪৫.৮০	৮০	১৯.০	৫০.৪
৭০ – ৮০	৭৬	১৮.৮১	৬৪.৬১	৭৬	১৮.১	৬৮.৫
৮০ – ৯০	৬১	১৫.১০	৭৯.৭১	৬৬	১৫.৭	৮৪.২
৯০ – ১০০	৪৮	১১.৮৮	৯১.৫৯	৩৩	৭.৯	৯২.১
১০০ – ১১০	১৬	৩.৯৬	৯৫.৫৫	২০	৪.৮	৯৬.৯
১১০ – ১২০	১৬	৩.১৬	৯৮.৭১	৪	১.০	৯৭.৯
১২০ – ১৩০	০	০.০০	৯৮.৭১	০	০.০	৯৭.৯
১৩০ – ১৪০	০	০.০০	৯৮.৭১	১	০.২	৯৮.১
১৪০-এর বেশী	২	০.৫০	৯৯.২১	৮	১.৯	১০০.০
মোট	৪০৪	১০০.০০		৪২০	১০০.০	

সূত্র: BBS (2023, p. 465)

সারণি ৭.১০ ইউনানি এবং আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ, ২০২১

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	সরকারী সংখ্যা (%)	বেসরকারী সংখ্যা (%)	মোট সংখ্যা (%)
ইউনানি এবং আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ	২ (৫০)	২ (৫০)	৪ (১০০)
হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ	১ (৫০)	১ (৫০)	২ (১০০)
ইউনানি এবং আয়ুর্বেদিক ডিপ্লোমা কলেজ	১ (৪.৪)	২২ (৯৫.৬)	২৩ (১০০)
মোট	৪ (১৩.৮)	২৫ (৮৬.২)	২৯ (১০০)

সূত্র: (BSS 2023, p. 461, Table 13.01)

স্বাস্থ্য খাতের পরিস্থিতি

- স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে ব্যক্তিখাতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে
  - হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা এখন সরকারী হাসপাতালের চেয়ে বেশী
  - ব্যক্তিখাতের মেডিক্যাল কলেজের আসনসংখ্যা এখন সরকারী মেডিক্যাল কলেজের চেয়ে বেশী
  - নার্সিং প্রশিক্ষণে ব্যক্তিখাতের ভূমিকা সরকারী খাতের চেয়ে অনেক বেশী
- শিক্ষা ব্যবস্থার মতো বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাও এখন ত্রিখন্ডিত। একদিকে রয়েছে ধনীদের জন্য ব্যক্তিখাতের হাসপাতাল এবং ক্লিনিক। অন্যদিকে রয়েছে সাধারণ জনগণের জন্য নিম্নমানের সরকারী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান। তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে অন-এলোপ্যাথিক বিভিন্ন চিকিৎসা যেগুলো অনেকক্ষেত্রে নিম্নমানের অথবা কেবলই বিশ্বাস-নির্ভর।
- চিকিৎসা ব্যবস্থায় একটি "পৃথকীকৃত ভারসাম্য" (সেপারেটিং ইক্যুইলিব্রিয়া)-এর উদ্ভব ঘটেছে। এর অধীনে ধনীরা ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে উন্নতমানের চিকিৎসা গ্রহণ করছেন এবং তার জন্য উচ্চ উচ্চমূল্য প্রদান করছেন। পক্ষান্তরে, স্বল্পআয়ী জনগণ সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করছেন, যার মান অপেক্ষাকৃত নীচু কিন্তু সেটা তাঁরা কম কিংবা বিনামূল্যে পাচ্ছেন।
- চিকিৎসার জন্য মোট খরচে নিজের "পকেট থেকে ব্যয়িত" অর্থের অনুপাত ২০১২ সালে ছিল ৬৪% এবং ২০১৫ সনে তা ৬৭% শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুমান করা হয় যে, বিগত বছরগুলোতে তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে "চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে যেয়ে প্রতি বছর ৭ শতাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে চলে যাচ্ছে" (8FYP, p. 580)
- এরূপ নির্ভর ত্রিধা বিভক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের জীবনমানের পার্থক্য লোপে সহায়ক হচ্ছে না

উন্নত দেশের সাথে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার তুলনা

সারণি ৭.১১ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সূচকে উন্নত বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের ব্যবধান

বিষয়	বাংলাদেশ	উন্নত বিশ্ব (OECD)
প্রতি ১০,০০০ জন নাগরিকের জন্য ডাক্তারের সংখ্যা	৬.৭	৩৪.০
মাতৃ মৃত্যু হার	১.৬৮	০.২২
শিশু মৃত্যু হার (এক বছরের নীচে)	২৫	৪.১
শিশু মৃত্যু হার (পাঁচ বছরের নীচে)	৩১	৬

সূত্র: বাংলাদেশের তথ্য (BBS, 2023) সূত্রে প্রাপ্ত। ও-ই-সি-ডি'র তথ্য বিশ্বব্যাংকের সূত্রে প্রাপ্ত https://data.worldbank.org/

উন্নত দেশে চিকিৎসা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যাবলী

- উন্নত দেশসমূহে চিকিৎসা ব্যবস্থা মোটাদাগে সার্বজনীন, কিন্তু তাঁর সুনির্দিষ্ট রূপের ক্ষেত্রে বহু বৈচিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।
- সাধারণভাবে স্বাস্থ্যবীমার মাধ্যমে এই ব্যবস্থা কাজ করে
- এই বৈচিত্রের একপ্রান্তে রয়েছে সরকার কর্তৃক আরোপিত বাধ্যতামূলক বীমা এবং মোটামুটি সকল স্বাস্থ্য সেবা সরকারী খাতে রাখা (যুক্তরাজ্য, কানাডা, এবং বেশীরভাগ ইউরোপীয় দেশে এই ব্যবস্থা বিরাজমান)
- অন্যপ্রান্তে রয়েছে ব্যক্তিসূত্রের বীমা এবং বহুলাংশে ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠান থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ (যেমনটি যুক্তরাষ্ট্রে)।
- তবে এই দুই ধারার বিশুদ্ধরূপ পাওয়া দুষ্কর; বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কিছু সংমিশ্রণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়

বাংলাদেশে একীভূত চিকিৎসাব্যবস্থার লক্ষ্যে করণীয় (১)

- শিক্ষার মতো চিকিৎসা ক্ষেত্রেও একীভূতকরণ শুধু গণখাতের ভিত্তিতে আর সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে কর্মকৌশলও কিছুটা শিক্ষা খাতের মতোই হবে
- যেহেতু সরকারী কর্মচারীদের বাদ দিলে দেশের মাত্র ৩.৮% পরিবার এখন কর প্রদান করেন, সেহেতু "সামর্থ্য অনুযায়ী দেয়" নীতির প্রয়োগ দ্বারা ন্যায্যতার ভিত্তিতে স্বাস্থ্য ব্যয়ের অর্থায়ন করা বাংলাদেশের জন্য নিকট ভবিষ্যতে কঠিন হবে।
- এত সংকীর্ণ কর-ভিত্তির কারণে সার্বজনীন স্বাস্থ্যবীমা প্রচলনকেও একটি সময় সাপেক্ষ প্রয়াস হতে হবে।
- শিক্ষার মতো চিকিৎসার সার্বজনীনতার পেছনে জোরালো নৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে।
- আপাতত সরকারকেই সমাজের স্বল্পআয়ীদের জন্য গণখাতে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করতে হবে এবং কর-ভিত্তি সম্প্রসারণের সাথে সাথে এর জন্য ব্যয়ভার ক্রমশ প্রগতিশীল হারে কর আদায়ের মাধ্যমে নির্বাহ করতে হবে।
- কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন কেন্দ্র এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোকে প্রাথমিক চিকিৎসার দুর্গ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে বিশেষায়িত চিকিৎসার উন্নত এবং পর্যাপ্ত সক্ষমতা সৃষ্টি করতে হবে।
- শিক্ষা ক্ষেত্রের মতো চিকিৎসা ক্ষেত্রেও সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে "মনুষ্য উপাদানে"র উপর, অর্থাৎ ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকস, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জনবল (মানব সম্পদ) নিশ্চিত করতে হবে । সেজন্য এমন সব নীতি গ্রহণ করতে হবে, যাতে প্রয়োজনীয় প্রণোদনা কাঠামো সৃষ্টি হয়
  - উপযোগী বেতন-ভাতা নিশ্চিত করা
  - অকুস্থলে অবস্থান করেন তা নিশ্চিত করতে হবে; জেলা শহরসমূহকে ভীতিকরে "হাব-এন্ড-স্পোক" মডেলের স্বস্থান-ভিত্তিক নগরায়ন এক্ষেত্রে সহায়ক হবে
  - গণখাতের ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসে নিয়োজিত হওয়া স্বার্থ-সংঘাতের সৃষ্টি করে, যা এড়াতে পারাই ভাল। এই ইস্যুটি গণখাতের শিক্ষকদের প্রাইভেট কোচিং করার সুযোগ দেয়ার ইস্যুর সাথে সমান্তরাল এবং সেভাবেই বিবেচনা করতে hobe

বাংলাদেশে একীভূত চিকিৎসাব্যবস্থার লক্ষ্যে করণীয় (২)

- গণখাতে চিকিৎসা ব্যবস্থার মানোন্নয়নের পাশাপাশি ব্যক্তিখাতে যে চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এবং ক্রমশ আরও সম্প্রসারিত হচ্ছে সেটার সঠিক ব্যবস্থাপনার প্রতিও মনোযোগ দিতে হবে।
- ব্যক্তিখাতের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানসমূহের সঠিক তদারকির জন্য উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।
- একদিকে অ-মুনাফামুখী প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করতে হবে এবং অন্যদিকে, মুনাফামুখী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান যাতে রোগীদের সঠিক মানের চিকিৎসা দেয় এবং অতিরিক্ত অর্থ আদায় না করে তা নিশ্চিত করতে হবে।
- চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যক্তিখাত যাতে গণখাতের যথাযিথ সম্পূরকের ভূমিকা পালন করে তা নিশ্চিত করতে হবে।
- একটা পর্যায়ে বাংলাদেশ নিশ্চয়ই সেই পর্যায়ে পৌঁছাবে যখন সার্বজনীন স্বাস্থ্যবীমার প্রচলন করা যাবে যার অধীনে একজন ব্যক্তি সরকারী কিংবা বেসরকারি যেকোনো প্রতিষ্ঠান থেকেই চিকিৎসা সেবা পেতে পারবে।

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংক্রান্ত পরিস্থিতি

- সামাজিক নিরাপত্তার তিন প্রয়োজন
  - বৃদ্ধকালীন ভরণপোষণ
  - কর্মহীন অবস্থায় ভরণপোষণ
  - কর্মকালীন অসুস্থতার সময় ভরণপোষণ
- বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা
  - পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ইত্যাদি প্রধানত র সরকারি এবং আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং অপর্যাপ্ত
  - ব্যক্তিখাতের নিয়োজকদের এ ধরণের বাধ্যবাধকতা নেই
- বাংলাদেশ সম্প্রতিকালে গৃহীত বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ
  - বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, ইত্যাদি
  - সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা
- বাংলাদেশের সম্প্রতি প্রবর্তিত সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা
-

একীভূত ও সার্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার লক্ষ্যে করণীয়

- সার্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বৃহত্তর প্রয়োজনীয়তা
- উন্নত বিশ্বের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মৌল বৈশিষ্টসমূহ
  - সামাজিক বীমার উপর্যুক্ত তিন ধরণের প্রয়োজনীয়তা পূরণ
  - অনেকক্ষেত্রে সামাজিক বিমার মধ্যে স্বাস্থ্য বীমা অন্তর্ভুক্ত থাকে
  - আন্ত-সময় আয়ের পুনর্বিতরণ
  - আন্ত-ব্যক্তি আয়ের পুনর্বিতরণ
  - নিয়োজন-ভিত্তিক বনাম করভিত্তিক
- সার্বজনীন সামাজিক
  - উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন
  - নিয়োজনের আনুষ্ঠানিক রূপ প্রদান
  - কর ভিত্তির সম্প্রসারণ
  - ক্রমান্বয়ে অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে সামাজিক নিরাপত্তার অধীনে নিয়ে আসা

ধর্মীয় সম্প্রতির পুনরুদ্ধার

- পরধর্মের প্রতি ইসলাম ধর্মের সহিষ্ণুতার পরিবর্তে মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদের প্রসার
- ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি বিভিন্ন অন্যায় আচরণ
- ভিন্ন ঘরানার মুসলমানদের প্রতিও অন্যায় আচরণ
- অর্পিত সম্পত্তি আইনের অপপ্রয়োগ
- জনসংখ্যার অনুপাত হিসেবে অন্যান্য ধর্মালম্বী মানুষদের উপস্থিতি হ্রাস (চিত্র ৭.১)
- সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনী ব্যবস্থার ফলে সংসদ এবং নীতি নির্ধারণী সংস্থাসমূহে ভিন্ন ধর্মালম্বীদের উপস্থিতি হ্রাস
- ইসলাম ধর্মের পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার বাণীর পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা
- আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থার মাধ্যমে সংখ্যালঘু অংশসমূহের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি

চিত্র ৭.১ বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মালম্বীদের সংখ্যানুপাত (%) (১৯০১-২০১১)

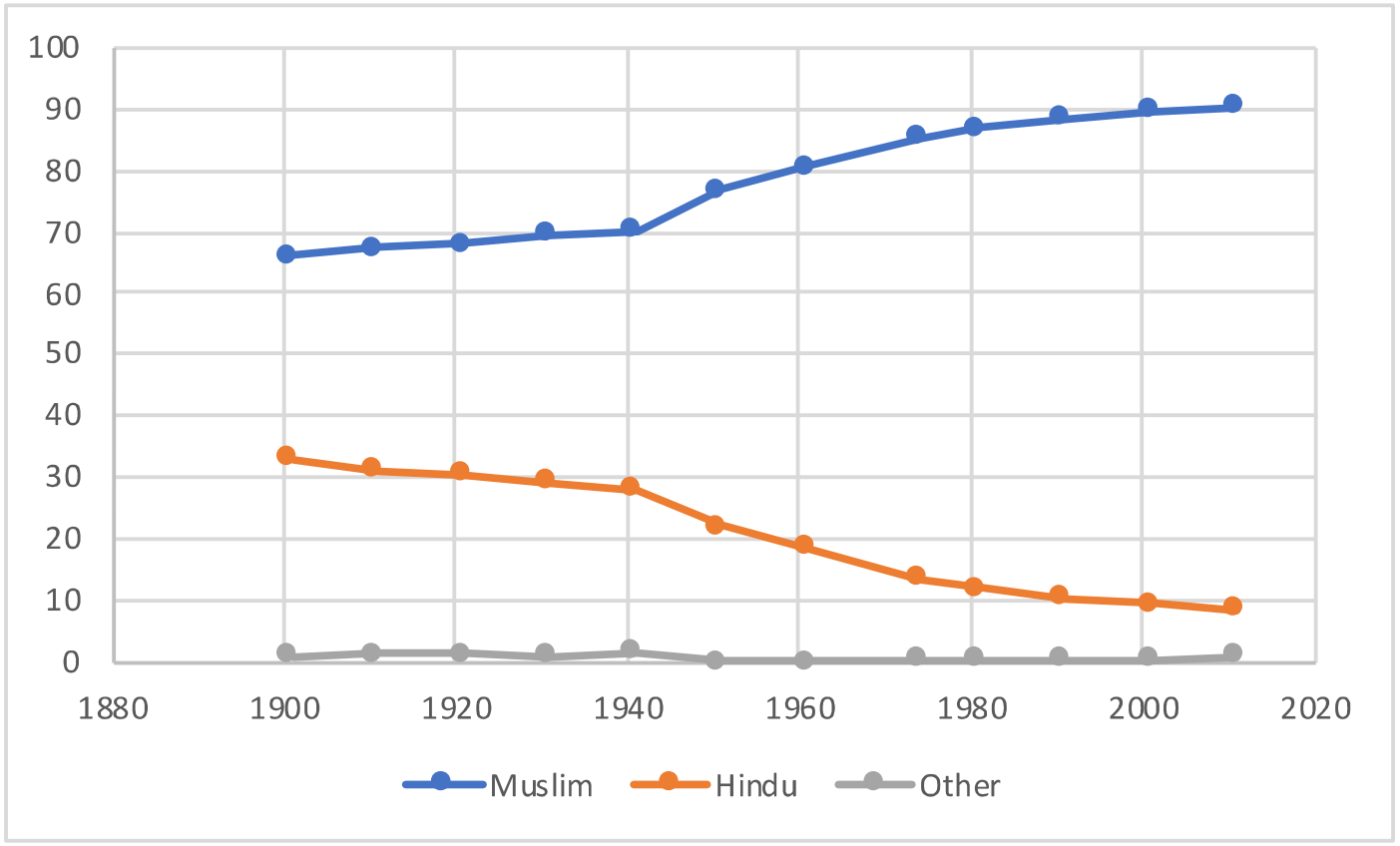

তথ্য সূত্র বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০২৩

বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রতির পুনরুদ্ধার

- বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য (সারণী ৭.১৩)
  - পাহাড়ি
  - সমতলি
- মুক্তিযুদ্ধে বাঙ্গালীদের সাথে অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর জনগণের অংশগ্রহণ
- পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের সাথে সংঘাতের পটভূমি
- পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক প্রশাসনিক পটভূমি
- পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক পটভূমি
- সংঘাতের সূত্রপাত ও ক্রমবৃদ্ধি
- শান্তি চুক্তি, ১৯৯৭

সারণি ৭.১৩ বাংলাদেশে বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক কৌম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ও অনুপাত

জেলা	কৌম খানা সংখ্যা	দেশের মোট কৌম খানা সংখ্যার অনুপাত (%)	জেলার মোট খানা সংখ্যার অনুপাত (%)
বান্দরবন	৩৬২৮৮	১০.৩	৪৬.১
বগুড়া	২০০৮	০.৬	০.২
চট্টগ্রাম	৬৮৩৪	১.৯	০.৫
কক্সবাজার	২৮৮৫	০.৮	০.৭
ঢাকা	৪৬১৫	১.৩	০.২
দিনাজপুর	১৫৯৯৯	৪.৫	২.২
গাইবান্ধা	১১২৩	০.৩	০.২
গাজীপুর	৩৫২৫	১.০	০.৪
হবিগঞ্জ	১৪৫৩৪	৪.১	৩.৭
জয়পুরহাট	৫৭০৫	১.৬	২.৪
যশোর	৩৭৯০	১.১	০.৬
খাগড়াছড়ি	৭০১৭৫	১৯.৮	৫৩.০
মাগুরা	১৭৬০	০.৫	০.৯
মৌলভীবাজার	১৩২১৭	৩.৭	৩.৭

জেলা	কৌম খানা সংখ্যা	দেশের মোট কৌম খানা সংখ্যার অনুপাত (%)	জেলার মোট খানা সংখ্যার অনুপাত (%)
ময়মনসিংহ	৮৬৩২	২.৪	০.৮
নওগাঁ	২৮৩৭৪	৮.০	৪.৩
নাটোর	২৮৫৩	০.৮	০.৭
নওয়াবগঞ্জ	৩২১৬	০.৯	০.৯
নেত্রকোনা	৬০২১	১.৭	১.৩
রাজশাহী	১১১৩২	৩.২	১.৮
রাঙ্গামাটি	৭৬৮২১	২১.৭	৬০.৮
রংপুর	৪৭২৭	১.৩	০.৭
সিরাজগঞ্জ	৪৬৭৬	১.৩	০.৭
শেরপুর	৪১৮০	১.২	১.২
সুনামগঞ্জ	১৪৪৪	০.৪	০.৩
সিলেট	২৪৮৪	০.৭	০.৪
টাংগাইল	৬০৭১	১.৭	০.৭
ঠাকুরগাঁও	২১৩৯	০.৬	০.৭
অন্যান্য জেলা	৭৯০৪	০.২	০.২
মোট	৩৫৩৭৩২	১০০.০	
	345828		

সূত্র: BBS (2023, p. 54-55, 70)

সারণি ৭.১৪ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার নৃতাত্ত্বিক গঠনের পরিবর্তন

শুমারিকাল	১৮৭২	১৯০১	১৯৫১	১৯৮১	১৯৯১
আদিবাসী	৬১,৯৫৭ (৯৮%)	১,১৬,০০০ (৯৩%)	২.৬১,৫৩৮ (৯১%)	৪.৪১,৭৭৬ (৫৯%)	৫,০১,১৪৪ (৫১%)
অনাদিবাসী	১,০৯৭ (২%)	৮,৭৬২ (৭%)	২৬,১৫০ (৯%)	৩,০৪,৮৭৩ (৪১%)	৪,৭৩,৩০১ (৪৯%)
মোট	৬৩,০৫৪ (১০০%)	১,২৪,৭৬২ (১০০%)	২,৮৭,৬৮৮ (১০০%)	৭,৪৬,৬৪৯ (১০০%)	৯,৭৪,৪৪৫ (১০০%)

সূত্র: রাজা দেবাশীষ রায় (২০০৪, পৃ ১০)

সারণি ৭.১৫ পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিভিত্তিক জনসংখ্যার বিন্যাস (১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)

জাতি/কৌম	পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী সংখ্যা	পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আদিবাসীর অনুপাত (%)	পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যার অনুপাত (%)
বম	৬,৪৩১	১.২৮	০.৬৫
চাক	১,৬৮১	০.৩৩	০.১৭
চাকমা	২,৩৯,৪১৭	৪৭.৯২	২৪.৬০
খিয়াং	১,৯৮০	০.৩৯	০.২০
খুমি	১,২৪১	০.২৪	০.১২
লুসাই	৬৬২	০.১৩	০.১০
মারমা	১,৪২,৩৪২	২৮.৪৯	১৪.৬০
ম্রো	২২,১৬৭	৪.৪৩	২.২৭
ঈংখুয়া	৩,২২৭	০.৬৪	০.৩৩
তঞ্চঙ্গা	১৯,২১৭	৩.৮৪	১.৯৭
ত্রিপুরা	৬১,১৭৪	১২.২৪	৬.২৭
মোট আদিবাসী	৪,৯৯,৫৩৯		৫১.৩০
বাঙ্গালী	৪,৭৩,২৭৫		৪৮.৬০
অন্যান্য	৫৮৪		০.১০
মোট	৯,৭৪,৪৪৫		১০০.০

সূত্র: রাজা দেবাশীষ রায় (২০০৪, পৃ ১০)

সারণি ৭.১৬ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির শ্রেণিবিন্যাস

শ্রেণি	*ঢাল (ডিগ্রী)*	*মোট আয়তন (হেক্টর)*	*মোট আয়তনের অংশ (%)*	*ভূমি ব্যবহারের প্রকৃতি*	*ভূমি ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা*
ক	< ৫	৩০,৯৬৯	৩.১	সকল ধরণের চাষাবাদ	কিছু সীমাবদ্ধতা
খ	৫-২০	২৭,৪৮৮	২.৭	সোপান কৃষিকাজ	মাঝারি সীমাবদ্ধতা
গ	২০-৪০	১,৪৮,৪৮২	১৪.৭	মূলত উদ্যান চাষ কিছু বনায়ন	প্রকট সীমাবদ্ধতা
ঘ	> ৪০	৭,৩৫,৮৮২	৭২.৯	কেবল বনায়ন	অত্যন্ত প্রকট সীমাবদ্ধতা
গ-ঘ	৪০-৫০	১২,৯৭০	১.৩	উদ্যান চাষ ও বনায়ন	গ ও ঘ-এর মিশ্রণ
		৫৩,৫৩৫	৫.৩	বসতভিটা এবং জলাশয়	
মোট		১০,০৯,৩২৬	১০০.০		

সারণি ৭.১৭ কৃষি জমির ব্যবহার – পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সমগ্র বাংলাদেশ

	পার্বত্য চট্টগ্রাম		বাংলাদেশ	
	জমির পরিমাণ	মোট জমির অনুপাত (%)	জমির পরিমাণ	মোট জমির অনুপাত (%)
মোট ভূমি (বর্গ কিলোমিটার)	১৩,২৯৫	১০০	১৪৭,৫৭০	১০০
চাষযোগ্য ভূমি এক ফসলি (হেক্টর)	৫৭,৯০০	৪.৪	৩,২৯৪,৩০০	২২.২
চাষযোগ্য ভূমি দুই ফসলি (হেক্টর)	২২,৭০০	১.৭	৩,৮৯৮,৯০০	২৬.৩
চাষযোগ্য ভূমি তিন ফসলি (হেক্টর)	৬,১০০	০.৫	৯৮১,০০০	৬.৬

সারণি ৭.১৮ বসবাসের স্থান অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের কৌমসমূহের শ্রেণীকরণ

বসবাসের স্থান	কৌমসমূহ	মোট কৌম জনগোষ্ঠীর অনুপাত (%)
উপত্যকায় বসবাসকারী	চাক, চাকমা, খীয়াং, মারমা, তঞ্চঙ্গয়া, ত্রিপুরা	৯৩.২১
পর্বত চূড়ায় বসবাসকারী	বম, খুমি, লুসাই, ম্রো, পাংখুয়া	৬.৭২

পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের এখতিয়ারভুক্ত বিষয়সমূহ

- *ভূমি এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা;*
- পুলিশ (স্থানীয়);
- কৌম আইন এবং সামাজিক বিচার;
- যুব কল্যাণ;
- পরিবেশের সুরক্ষা এবং উন্নয়ন;
- স্থানীয় পর্যটন;
- উন্নয়ন ট্রাস্ট এবং পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ভিন্ন অন্যান্য স্থানীয় প্রশাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান;
- স্থানীয় পর্যায়ে বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য লাইসেন্স;
- কাপ্তাই হ্রদ ছাড়া নদী, ঝর্না, খাল, বিল, এবং সেচ ব্যবস্থা;
- জন্ম এবং মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ;
- পাইকারি ব্যবসা;
- জুম চাষ।

পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের রাজস্ব সংগ্রহের উৎসসমূহ

- অযান্ত্রিক পরিবহন মাধ্যমের নিবন্ধন ফী;
- পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর;
- ভূমি এবং নির্মাণের উপর হোল্ডিং কর;
- গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর;
- সামাজিক বিচারের জন্য ফী;
- বন সম্পদের রয়ালটির একটি সুনির্দিষ্ট অংশ;
- চলচ্চিত্র, যাত্রা, এবং সার্কাসের উপর সম্পূরক কর;
- খনিজ সম্পদ আহরণ জন্য লাইসেন্স অথবা পাট্টা প্রদান দ্বারা সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত রয়ালটির একটি অংশ;
- ব্যবসার উপর কর;
- লটারির উপর কর;
- মাছ ধরার উপর কর।
-

পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ

- পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের সদস্যদের ভোটে স্টেট মন্ত্রীর পদ মর্যাদাসম্পন্ন একজন চেয়ারম্যানসহ ২২ সদস্য বিশিষ্ট একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হবে।
- বাকী একুশ জনের মধ্যে (২জন মহিলা সমেত) ১৪ জন পাহাড়ি, এবং (১জন মহিলা সমেত) ৭ জন বাঙ্গালী সদস্য থাকার বিধান হয়।
- পাহাড়ি ১২ পুরুষ সদস্যের মধ্যে ৫ জন চাকমা, ৩ জন মারমা, ২ জন ত্রিপুরা, এবং ১ জন করে মুরং ও তঞ্চঙ্গ্যা হবেন। মহিলা ২ জন সদস্যদের মধ্যে ১ জন চাকমা এবং ১ জন অন্য পাহাড়িদের (তথা লুসাই, বোম, পানখো, খুমি, চক, এবং খিয়াং কৌম) থেকে হবেন।
- তিন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদাধিকারবলে আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য হবেন। (সেক্ষেত্রে বস্তুত ১৪ জনের পরিবর্তে ১১ জন পাহাড়ি সদস্য নির্বাচিত হবেন।) পার্বত্য জেলা এবং আঞ্চলিক পরিষদ উভয়ের মেয়াদকাল পাঁচ বছর বলে নির্ধারিত হয়।

পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্ব ও করণীয়

- তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন এবং জেলা পরিষদের এবং এসব পরিষদকে প্রদত্ত অন্যান্য বিষয়ের তদারকি; এসব বিষয়ে জেলা পরিষদসমূহের মধ্যে মতবিরোধের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণকারীর ভূমিকা পালন;
- পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহের কাজের সমন্বয় সাধন ও তদারকি;
- সাধারণ প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা, এবং উন্নয়ন বিষয়ে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (এন-জি-ও) সমূহের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;
- কৌম আইন এবং সামাজিক সালিশ ও বিচারের তদারকি;
- ভারী শিল্প স্থাপনের জন্য লাইন্সেন্স প্রদান।

পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের তহবিলের উৎসসমূহ

- জেলা পরিষদ তহবিল থেকে প্রাপ্ত অর্থ;
- পরিষদের নিকট অর্পিত এবং পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পদের হতে অর্জিত আয় অথবা মুনাফা;
- সরকার অথবা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রাপ্ত ঋণ;
- ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
- পরিষদের বিনিয়োজিত তহবিল থেক প্রাপ্ত আয়;
- পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত অন্যান্য অর্থ; এবং
- সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে অন্য কোনো সূত্র দ্বারা প্রদত্ত অর্থ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক পৃথক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টামণ্ডলী

- মন্ত্রী
- আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতি/প্রতিনিধি
- রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ সভাপতি/প্রতিনিধি
- খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ সভাপতি/প্রতিনিধি
- বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ সভাপতি/প্রতিনিধি
- সংসদ সদস্য, রাঙ্গামাটি
- সংসদ সদস্য, খাগড়াছড়ি
- সংসদ সদস্য, বান্দরবন
- চাকমা রাজা
- বোহমোং রাজা
- মং রাজা
- সরকার কর্তৃক মনোনীত তিন পার্বত্য জেলার স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্য থেকে তিনজন প্রতিনিধি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা

- পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ধরণের ভূমি মালিকানা
  - খাস/সরকারী মালিকানা;
  - বন বিভাগের মালিকানা;
  - অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের মালিকানা;
  - বাগান চাষির মালিকানা, যেটা আবার লীজকৃত হতে পারে;
  - সাধারণ মালিকানা;
  - কৌম মালিকানা;
  - ব্যক্তি মালিকানা।
- একই জমির উপর একাধিক ধরণের মালিকানা হতে পারে
- পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কৌম মালিকানা চরিতার্থকরণের সুনির্দিষ্ট রূপ কী হবে তা পরিষ্কার নয়।
- ২২,০০০ ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির অপেক্ষায়
- জমি মালিকানার সমতলী ধারণা দ্বারা এসব বিরোধের নিষ্পত্তি করার প্রয়াস সঙ্গত নয়
- ভূমি কমিশনকে বিস্তারিত পর্যালোচনার ভিত্তিতে কেইস-বাই-কেইস এসব বিরোধের নিষ্পত্তি করতে হবে
- সেজন্য এই কমিশনের জন্য পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ যে খসড়া বিধিমালা প্রস্তাব করেছে কালক্ষেপন না করে তা গ্রহণ করে এই কাজে এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন

অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সমস্যা ও প্রতিকার

- সিলেট বিভাগের পার্বত্যাঞ্চলের বনের উপর খাসিয়া জনগোষ্ঠীর অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া প্রয়োজন।
- মধুপুর বন এবং গারো পাহাড়ের অধিবাসীদের ভূমি ও পাহাড়ের উপর ন্যায্য অধিকার মেনে নেয়া প্রয়োজন
- সমতলী আদিবাসীদের জমি এবং বসতিও বহুস্থানে হুমকির সম্মুখীন। সম্প্রতিকালে রংপুরের গোবিন্দগঞ্জের জমি দখলের প্রচেষ্টা তারই সাক্ষ্য দেয়
- দক্ষিণের রাখাইন সম্প্রদায়ও একই ধরণের হুমকির সম্মুখীন
- সকল নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘুদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করতে হবে

উপসংহার

- মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ একটি সংহত সমাজের সম্ভাবনা নিয়ে বেড়িয়ে এসেছিল। কিন্তু সময়ে বাংলাদেশের সমাজ আরও সংহত হওয়ার পরিবর্তে বিভক্ত হয়েছে।
- আনুভূমিক বিভক্তিসমূহ বহুলাংশে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধিরই প্রতিফল। সুতরাং, অর্থনৈতিক বৈষম্যের হ্রাস এসব বিভক্তি প্রশমনে সহায়ক হবে।
- কিন্তু শুধু অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসই এজন্য যথেষ্ট নয়। শিক্ষা এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রের যে খন্ডীকরণ ঘটেছে তা দূর করে একীভূত শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে হলে আরও প্রত্যক্ষ, সুনির্দিষ্ট, এবং ব্যাপক পরিধির প্রয়াস প্রয়োজন হবে।
- ধর্মের এবং নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের যে বিভক্তি, তা সরাসরি অর্থনীতি ভিত্তিক নয় যদিও এসব বিভক্তিরও অর্থনৈতিক উৎস, পরিণতি, এবং অনুষঙ্গ রয়েছে। এসব বিভক্তি হ্রাস করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপেরও প্রয়োজন হবে।

৮। নারী, শিশু, এবং যুবসমাজের প্রতি বিশেষ মনোযোগ

- উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হবে নারী, শিশু এবং যুবসমাজের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া।
- "এই পৃথিবীতে যাহা কিছু মহীয়ান, চির সুন্দর; অর্ধেক তাঁর করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর"। বস্তুত, অনেক ক্ষেত্রে নারীদের অবদান এবং ভূমিকাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের গড়ে তোলা; ঘরের এবং আশাপাশের পরিবেশ রক্ষা; গৃহস্থালি এবং গৃহস্থ-অর্থনীতি পরিচালনা, জনসংখ্যা উত্তরণ ঘটানো, ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রণী ভূমিকা সর্বজনবিদিত।
- শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ। এই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে হলে শিশুদের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিতে হবে।
- "এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাওয়ার সময় তার!" অর্থাৎ, তরুণ ও যুব সমাজের সদস্যরা এমনসব চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারে যা সমাজের অন্যান্য অংশের জন্য নেয়া কঠিন।

নারীদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ (১)

- স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নারীদের সাম্প্রতিক উন্নতি এবং ভবিষ্যৎ করণীয়
  - (প্রসবকালীন) মাতৃমৃত্যু হারের হ্রাস। ২০০০-২০১৬ সময়কালে এই হার (প্রতি এক লক্ষ জীবিত শিশু প্রসবের ক্ষেত্রে) প্রায় ৪৬০ থেকে প্রায় ১৭০-তে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু এই অগ্রগতি সত্ত্বেও উন্নত দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার এখনো প্রায় দশগুণ বেশী।
  - গর্ভধারণে সক্ষম বয়সসম্পন্ন (অর্থাৎ, ১৫-৪৯ বছর বয়সের) নারীদের মধ্যে ১২ শতাংশ "ওজন-স্বল্পতা"য় (*আন্ডার-ওয়েট*) ভুগছে (ইউনিসেফ ২০২৩)
  - একীভূত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা
- শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের সাম্প্রতিক উন্নতি এবং ভবিষ্যৎ করণীয়
  - ২০১৭ সনের এক জরীপ দেখায় যে, মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষারতা কিশোরীদের মধ্যে ঝরে পড়ার হার ৪২ শতাংশ; এবং অতি সম্প্রতিকালে এই হার আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।
  - মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার্থীদের সংখ্যানুপাত প্রায় অর্ধেক হলেও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তা প্রায় এক-তৃতীয়াংশে হ্রাস পায়।
  - একীভূত শিক্ষাব্যবস্থা এবং অন্যান্য পদক্ষেপ

নারীদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ (২)

- বাল্য বিবাহের অবসান
  - মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলেও বাল্য বিবাহের হার ততোটা কমে নাই
  - বিশ থেকে চব্বিশ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে জরীপে দেখা যায় যে, ৫১ শতাংশেরই ১৮ বছর বয়সী (তথা প্রাপ্ত বয়স্কা) হওয়ার আগেই বিয়ে হয়েছে।
  - অপুষ্টির বংশানুক্রমিক চক্র
- সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার
- মজুরীর ক্ষেত্রে নারীদের প্রতি বৈষম্যের অবসান
  - পুরুষদের সাপ্তাহিক আয় (৩,৯১৩ টাকা) নারীদের (২,৭৮০ টাকা) চেয়ে ৪০.৮% বেশী হয় (ঐ, পৃ. Capsos 2008)
- ক্রীড়া এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীদের বৈষম্যের অবসান
  - নারী ফুটবল দল
- কর্মজীবি মায়েদের জন্য সহজলভ্য শিশু-পরিচর্যা সেবা নিশ্চিতকরণ
- নারী নির্যাতন রোধ
- নারী পাচার রোধ
- রাজনীতি ও দেশ পরিচালনায় নারীদের ভূমিকা বৃদ্ধি
- নারী প্রগতির পক্ষে সামাজিক প্রচারাভিযানের প্রয়োজনীয়তা

সারণি ৮.১ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নারী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ও অনুপাত

বিশ্ববিদ্যালয় ধরণ	মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা	নারী শিক্ষার্থী সংখ্যা	মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে নারী শিক্ষার্থীর অনুপাত (%)
সরকারী	৯,০১,৫০৯	৩,৪৮,৯৯৯	৩৮.৭
বেসরকারী, জাতীয়	৩,২৮,৬৮৯	৯৭,৫০৪	২৯.৭
বেসরকারি, আন্তর্জাতিক	৩,৩৩১	১,২৪১	৩৭.৩
মোট	১২,৩৩,৫২৯	৪,৪৭,৭৪৪	৩৬.৩

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২৩)

চিত্র ৮.২ নারী শিক্ষা ও শ্রমবাজারে সাফল্যের কার্য-কারণ সম্পর্ক

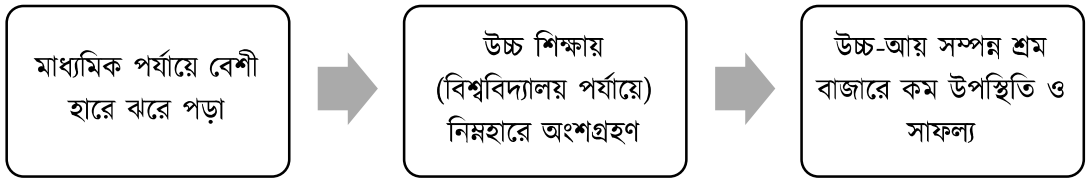

সূত্র: লেখক

সারণি ৮.২ BBS (২০০৭) জরীপে অন্তর্ভুক্তদের সম্পর্কে তথ্যের সারাংশ

বিষয়	পুরুষ (মোট সংখ্যা ৩৫,৭৮৯)		নারী (মোট সংখ্যা ৫,১৩৪)	
	গড়	বিচ্ছুরণ (Std. Dev.)	গড়	বিচ্ছুরণ (Std. Dev.)
ঘণ্টাপ্রতি মজুরী	১৭.২	১১.৫৮	১৪.২	১০.৯১
বয়স	৩৩.৩	১০.৩৪	৩০.৬	৮.২০
সাপ্তাহিক কর্ম ঘণ্টা	৫৬.০	১৪.৩৩	৪৭.৫	১৩.৯৬
নিরক্ষরতা	০.১১৬	০.৩২	০.১৬৫	০.৩৭
সাক্ষর কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ের নীচে শিক্ষা	০.২৭৫	০.৪৫	০.১৯১	০.৩৯
প্রাথমিক শিক্ষা	০.২৯৫	০.৪৬	০.২০৩	০.৪০
মাধ্যমিক শিক্ষা	০.২২৩	০.৪২	০.২৭৪	০.৪৫
উচ্চশিক্ষা (ডিপ্লোমা)	০.০৭৮	০.২৭	০.১২৪	০.৩৩
উচ্চশিক্ষা (কারিগরি)	০.০১৩	০.১২	০.০৪৩	০.২০

সূত্রঃ BBS Occupational Wage Survey (2007)

নারীদের নিশিপ্রব হওয়ার প্রক্রিয়া

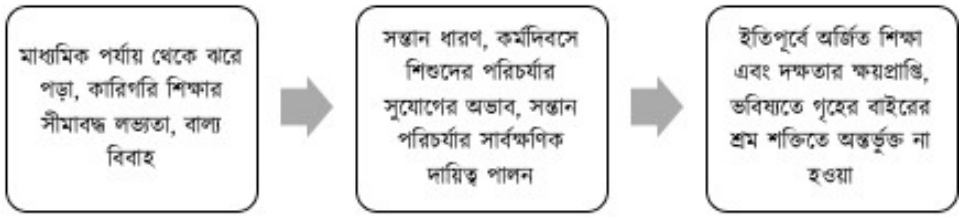

শিশুদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ

- শিশুদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ
  - সাম্প্রতিক অগ্রগতি সত্ত্বেও পাঁচ বছরের নীচে শিশুদের মধ্যে ওজন-স্বল্পতার হার ২০১৭/১৮ থেকে ২০২২ সনের মধ্যে ২২ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়ে গেছে এবং একই সময়ে বাংলাদেশের ওয়েস্টিং-এর হার ৮% থেকে বরং ১১ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।
  - বাংলাদেশের স্টান্টিং-এর হার জাপানের তুলনায় চারগুণ বেশী এবং অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় ১৪ গুণ বেশী। প্রায় একই রকম পরিস্থিতি ওয়েস্টিং-এর জন্যও প্রযোজ্য
- সার্বজনীন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা
  - অল্পসংখ্যক শিশু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পায়
- শিশুদের পর্যাপ্ত খেলাধুলার মাঠ ও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের ব্যবস্থা
- শিশু শ্রম হ্রাস এবং রোধ
  - প্রতি প্রায় ১১ জনের মধ্যে একজন শিশু শ্রমে নিয়োজিত।
  - ২০১৩ সনের তুলনায় ২০২২ সনে শিশু শ্রমের হার আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।
  - শুধুমাত্র অভাবের কারণেই তরুণরা প্রাপ্ত বয়স্ক (১৮ বছর বয়সী) হওয়ার আগেই শ্রমে নিয়োজিত হচ্ছে তা নয়। বরং, হতে পারে যে, এ ধরণের নিয়োজন বিভিন্ন বৃত্তিতে প্রবেশ করার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভের একমাত্র উপায়।
- শিশু পাচার রোধ
- শিশুদের মধ্যে “ইন্টারনেট আসক্তি” রোধ
- শিশু সাহিত্য এবং শিশু-অভিমুখী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড উৎসাহিতকরণ

সারণি ৮.৪ পাঁচ বছরের নীচে শিশুদের মধ্যে *স্টান্টিং, ওয়েস্টিং,* এবং ওজন-স্বল্পতার হার

বিষয়	বাংলাদেশ (২০১৯)	জাপান (২০১০)	সিঙ্গাপুর (২০০০)	অস্ট্রেলিয়া (২০০৭)
পাঁচ বছরের নীচে শিশুদের মধ্যে *স্টান্টিং* (বয়সের তুলনায় কম উচ্চতা)-এর হার	2৮.0	৭.১	৪.৪	2.0
পাঁচ বছরের নীচে শিশুদের মধ্যে *ওয়েস্টিং* (উচ্চতার তুলনায় কম ওজন)-এর হার	৯.৮	২.৩	৩.৬	০.০

সূত্র: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/e92fe78b-en/index.html?itemId=/content/component/e92fe78b-en এবং Bangladesh Demographic and Health Survey (June-December 2022)

সারণি ৮.৫ প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা

প্রতিষ্ঠান ধরণ	শিক্ষার্থী সংখ্যা		
	ছেলে	মেয়ে	মোট
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৬৭৭২৬	৮০২৮৮১	১৫৭০৬০৭
বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৯০৬১	৪৮৯৮৪	৯৮০৪৫
এবতেদায়ী মাদ্রাসা	২৬১১৫	২৪৫২৯	৫০৬৪৪
কিন্ডারগার্টেন	৫০০০৮৪	৪৭৬০৫৫	৯৭৬১৩৯
এনজিও স্কুল (১-৫ শ্রেণি)	৬৫৩৫২	৬৭৬৬১	১৩৩০১৩
উচ্চ মাদ্রাসার সংযুক্ত প্রাথমিক অংশ	১৪৭৫৯	১৪৬৪৯	২৯৪০৮
উচ্চ বিদ্যালয়ের সংযুক্ত প্রাথমিক অংশ	৩৬৭৯৭	৩৮০৪৪	৭৪৮৪১
শিশুকল্যাণ বিদ্যালয়	২৪৯২	২৪৮৩	৪৯৭৫
অন্যান্য এনজিও কেন্দ্র	১৭২৭৮	১৭৬৩৩	৩৪৯১১
অন্যান্য	৭৯৫১১	৮৩৯১১	১৬৩৪২২
মোট	১৫৫৯১৭৫	১৫৭৬৮৩০	৩১৩৬০০৫

সূত্র: BBS (2023)

সারণি ৮.৬ বাংলাদেশে শিশু-শ্রম পরিস্থিতি

বিষয়	২০১৩	২০২২
মোট শিশু/তরুণ (৫-১৭ বছর বয়সের) সংখ্যা	৩.৯৬৫ কোটি	৩.৯৯৬ কোটি
ছেলে শিশু/তরুণ সংখ্যা		২.০৭০ কোটি
(মোট শিশু/তরুণ সংখ্যার অনুপাত)		(৫১.৭৯%)
শিশু শ্রমে নিয়োজিতদের সংখ্যা	১৬,৯৮,৮৯৪	১৭,৭৬,০৯৭
(মোট শিশু/তরুণ সংখ্যার অনুপাত)	(৪.৩০%)	(৪.৪৪%)
(মোট ছেলে শিশু/তরুণ সংখ্যার অনুপাত)		(৮.৫৮%)
বিপজ্জনক শিশু শ্রমে নিয়োজিতদের সংখ্যা	১২,৮০,১৯৫	১০,৬৮,২১২
(মোট শিশু/তরুণ সংখ্যার অনুপাত)	(৩.২২%)	(২.৬৭%)
(মোট ছেলে শিশু/তরুণ সংখ্যার অনুপাত)		(৫.১৬%
(শিশু শ্রমে নিয়োজিতদের সংখ্যার অনুপাত)	(৭৫.৩৫%)	(৬০.১৪%)

সূত্র: https://www.ilo.org/dhaka/Areasofwork/child-labour/lang--en/index.htm

যুবসমাজের শিক্ষা ও নিয়োজন পরিস্থিতি

- বাংলাদেশে জনমিতি লভ্যাংশের গতিপ্রকৃতি
- জনমিতি লভ্যাংশের সদ্ব্যবহারে ঘাটতি
  - ২০১৬-১৭ সনের শ্রমশক্তি জরীপ অনুযায়ী, এই যুবদের মধ্যে মাত্র ২ কোটি (৪৪%) শ্রম বাজারে যোগ দিয়েছে এবং তার মধ্যে ১.৭৯ কোটি নিয়োজন পেয়েছে। অর্থাৎ, শ্রমবাজারে যোগদানকারীদের মধ্যে ২১ লক্ষ (১০.৬%) বেকার থেকে গেছে। যুবসমাজের মধ্যে বেকারত্বের এই হার জাতীয় পর্যায়ের বেকারত্ব হারের (৪.২%) চেয়ে আড়াইগুণ বেশী।
  - অষ্টম পরিকল্পনা জানায় যে, ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়স্কদের মধ্যে ১২.৭% বেকার এবং ২৩% নিশিপ্রব। পরিসংখ্যান আরও দেখায় যে, সময়ে শিক্ষিত বেকারের বিস্তার ঘটেছে। বেকারদের মধ্যে ৬৪% মাধ্যমিক কিংবা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত; এবং ৩৬% উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত
- ২০১৭ সালের যুব নীতি
  - ১৩টি অভীষ্ট; খুবই সাধারণ চরিত্রের; ফলে সুনির্দিষ্ট করণীয় বেড়িয়ে আসেনি
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
  - যুব বেকারত্বের হার ২০১৬-১৭ সনের ১০.৬% থেকে ২০২৫ সন নাগাদ ৫ শতাংশে এবং নিশিপ্রব-এর হার ২৯.৮% থেকে ১৫ শতাংশে হ্রাস করার লক্ষ্য।

চিত্র ৮.৪ বাংলাদেশে জনসংখ্যা উত্তরণ এবং জনমিতি লভ্যাংশের পর্ব

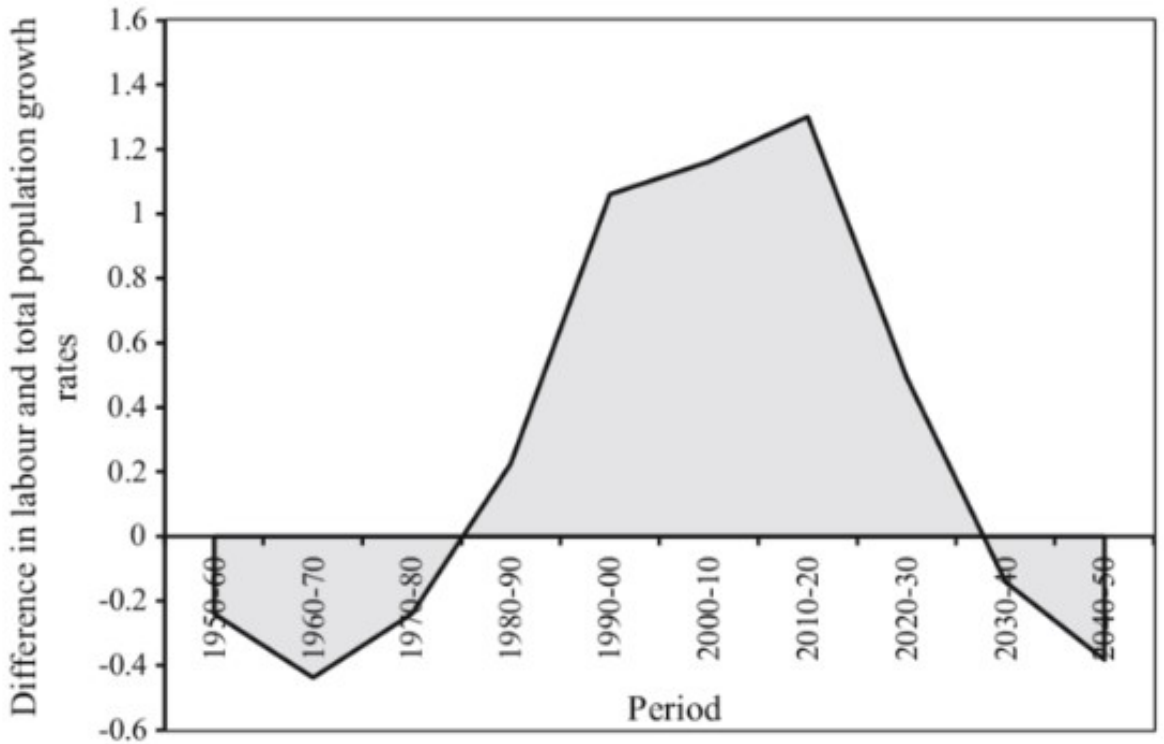

সত্র: Islam, Mazharul M. (2016)

যুবসমাজের সম্ভাবনা বাস্তবায়নে করণীয় (১)

- বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার অনুপযোগী অভিমুখীনতা
  - সম্প্রতিকালে উচ্চ শিক্ষার যে প্রসার ঘটেছে, তা মূলত কলা ও মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান ও ব্যাবসা প্রশাসনের দিকে ধাবিত হয়েছ। বিপরীতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষা অবহেলিত থেকে গেছে
  - কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা ৭,৭৬১ এবং তাতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মোট সংখ্যা ১১,৬৪,৮৪৪, যা কিনা দেশের সাধারণ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী সংখ্যার এক-চতুর্থাংশের মতো (২২.৭%)
  - শিক্ষা ব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্যের সাথে দেশের সামাজিক বিভক্তির (কায়িক শ্রমের মর্যাদাহীনতা ফলে অবহেলা) একটি যোগসূত্রও আছে।
- যুবসমাজের সম্ভাবনা বাস্তবায়নে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা
  - শিল্পায়নের জন্য সহায়ক
  - স্বনিয়োজনের জন্য সহায়ক
  - বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য সহায়ক

যুবসমাজের সম্ভাবনা বাস্তবায়নে করণীয় (২)

- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারে সরকারের ভূমিকা
  - *যুবদের প্রশিক্ষণ চাহিদা মেটানোর মতো সম্পদ সরকারের নেই। দাতা এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) সমূহের সাথে অংশীদারির ভিত্তিতে কাজ করাই এ লক্ষ্য অর্জনের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল পন্থা* (অষ্ঠম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, পৃ. ৭০৫-৭০৬; লেখকের অনুবাদ)
  - ইউনেস্কোর মতে একটি দেশের জিডিপির কমপক্ষে ৪-৬% এবং সরকারী বাজেটের কমপক্ষে ১৫-২০% শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত । সে তুলনায় ২০২১ সনে বাংলাদেশে শিক্ষার জন্য ব্যয়ের পরিমাণ ছিল জিডিপির মাত্র ২.১ শতাংশ । এটা ছিল পৃথিবীর সর্বনিম্ন অনুপাতসমূহের একটি
- প্রশিক্ষণের বহিৎসারিত প্রভাব সংক্রান্ত আলোচনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়
- যুব সমাজ ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লব
  - বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বাংলাদেশের যুব সমাজ এক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পারঙ্গমতা দেখিয়েছে। ডিজিটাল উৎপন্ন রপ্তানিতে বেশ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। কিন্তু সম্ভাবনার তুলনায় তা সীমিত
- যুব সমাজ ও কায়িক শ্রম
- যুব সমাজের দৈহিক ও মানসিক গঠন

উপসংহার

- নারী, শিশু, ও যুবদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ আগামী বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয়।
- নারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ করণীয়র মধ্যে আছে একীভূত চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে নারীদের স্বাস্থ্যসেবার আরও উন্নতি সাধন
- নারীশিক্ষা ব্যবস্থা এবং সামগ্রীক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির এমন পরিবর্তন সাধন যাতে মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে মেয়েদের ঝরে পরার হার হ্রাস পায়; বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নারী শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি আরও বৃদ্ধি পায়; এবং ফলে উচ্চআয়ের শ্রম বাজারের নারীরা আরও ব্যাপক হারে অন্তর্ভুক্ত হয়।
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এবং প্রাসঙ্গিক আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মেয়েদের বাল্য বিবাহ বন্ধ করার মাধ্যমে অপুষ্টি ও দারিদ্র চক্র ভাঙ্গতে হবে।
- মজুরী এবং ক্রীড়াসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও বৈষম্য রোধ করতে হবে।

উপসংহার (২)

- শিশুদের পরিচর্যার উন্নতি আগামী বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হবে। প্রথমত, তাদের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা করতে হবে এবং তাঁরা যেন অপুষ্টিতে না ভোগে তা নিশ্চিত করতে হবে।
- শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার এবং কর্মদিবস পরিচর্যা সেবার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে। তাদের জন্য পর্যাপ্ত খেলাধূলার মাঠ ও উন্মুক্ত প্রাঙ্গনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- শিশু শ্রম হ্রাস ও রোধ এবং শিশু পাচার রোধ করতে হবে।
- ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার যাতে আসক্তিতে পরিণত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে এবং সে লক্ষ্যে আকর্ষণীয় ও ইতিবাচক বাণীসমেত শিশু সাহিত্যের সৃষ্টি করতে হবে। শিশুদের পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।
- সারা দেশে শিশু অভিমুখী ব্যাপক এবং সাংবাৎসরিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

উপসংহার (৩)

- বাংলাদেশের জন্য যুব সমাজের ভূমিকা আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ কারণ বাংলাদেশ বর্তমানে জনসংখ্যা উত্তরণের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে এবং তার একটি শুভ ফল হচ্ছে "জনমিতি লভ্যাংশ"।
- আগামী বাংলাদেশের অন্যতম করণীয় হলো এই জনমিতি লভ্যাংশের সঠিক ব্যবহার। কিন্তু বাংলাদেশের বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান অভিমুখিনতা সে লক্ষ্যের জন্য উপযোগী নয়।
- শিক্ষা ব্যবস্থাকে এই সাধারণ অভিমুখী থেকে কারিগরি অভিমুখী করা আগামী বাংলাদেশের জন্য একটি বড় করণীয়। ব্যাপক পর্যায়ের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে বিদেশী ঋণদানকারী সংস্থা দ্বারা সমর্থিত শুধুমাত্র এনজিওদের কার্যক্রম হিসেবে দেখার পরিবর্তে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে দেখতে হবে।
- কারিগরি শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে ডিজিটাল দক্ষতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ জোর দিতে হবে
- কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারভিত্তিক উন্নয়ন ধারা অগ্রসর করার জন্য যুবসমাজকে কায়িক শ্রমের প্রতি আরও আগ্রহী করে তুলতে হবে। সেজন্য একীভূত শিক্ষা, চিকিৎসা, ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজের সংহতি বৃদ্ধি করতে হবে এবং কায়িক শ্রমের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করতে হবে।

৯। সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা

- মুক্তিযুদ্ধ এবং সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা
- বিশ্বে সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার বিস্তৃতি এবং প্রকারভেদ
- বাংলাদেশে সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার বিশেষ উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা
- বাংলাদেশে সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার সম্ভাব্য সুনির্দিষ্ট রূপ
- সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার অর্থায়ন
- সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার লজিস্টিকস

মুক্তিযুদ্ধ ও সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা

- মুক্তিযুদ্ধে দেশের অভ্যন্তরে গেরিলা বাহিনীর গড়ে ওঠায় প্রাক্তণ সামরিক বাহিনীর সদস্যদের বিশেষ ভূমিকা
  - কাদেরিয়া বাহিনী
  - হেমায়েত বাহিনী
  - ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরী
- নতুনদের সামরিক প্রশিক্ষণ হতে সময়ের প্রয়োজন হয়
- প্রাথমিক প্রতিরোধের পর এসময়টায় কিছুটা পশ্চাদাপসারণের প্রয়োজন হয়
- জনগণ সামরিকভাবে প্রশিক্ষিত হলে প্রথম থেকেই প্রতিরোধ আরও প্রবল হতো সন্দেহ নেই
- যুদ্ধ একটা বিশেষ ধরণের তৎপরতা; রাজপথের সংগ্রাম থেকে ভিন্ন; এঁর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়

সামরিক শিক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

- বিশ্বের বহু দেশে সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা চালু আছে
- বেশিরভাগ উন্নত দেশের জন্য একথা প্রযোজ্য
- স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলোর অধিকাংশ এই নীতি অনুসরণ করে
- বহু উন্নয়নশীল দেশেও এ ব্যবস্থা বিরাজ করে
- প্রতিবেশী, বৌদ্ধ শান্তিপ্রিয় দেশ ভুটানেও এই ব্যবস্থা চালু আছে
- তবে এ ব্যবস্থার সুনির্দিষ্টতা নিয়ে দেশভেদে ভিন্নতা রয়েছে

চিত্র ৯.১ সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিশ্ব পরিস্থিতি

ক্রমিক নং	দেশ	সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার সুনির্দিষ্ট ধরণ
১	আলজেরিয়া	১৯-৩০ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
২	এঙ্গোলা	২০-৪০ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৩	আর্জেন্টিনা	বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে যোগদানের বিধান
৪	আর্মেনিয়া	১৮-২৭ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৫	অস্ট্রিয়া	১৮-৫০ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ৬-৯ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৬	আজারবাইজান	১৮-২৫ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ১২-১৮ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৭	বেলারুশ	১৮-২৭ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ১২-৩৬ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৮	বেলিজ	বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে অংশগ্রহণের বিধান
৯	বেনিন	১৮-৩৫ বছর বয়স্ক পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য ১৮ মাসের বাছাইকৃত সামরিক প্রশিক্ষ
১০	ভূটান	২০-২৫ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য আবশ্যক সামরিক প্রশিক্ষণ; সামরিক বাহিনীতে পূ অন্তর্ভুক্তি স্বেচ্ছামূলক
১১	বলিভিয়া	১৮-২২ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ১২-২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
১২	ব্রাজিল	১৮-৪৫ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ১০-১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ; ৫-১০ শতাংশের প্রকৃত অন্তর্ভুক্তি
১৩	কাম্পুচিয়া	১৮-৩০ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ১৮ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
১৪	কেপ ভার্দে	১৮-৩৫ বছর বয়স্ক পুরুষ এবং মহিলাদের ২৪ ১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
১৫	চাদ	২০ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ৩৬ মাসের এবং ২১ বছর বয়স্ক মহিলাদের জন্য ১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ (মহিলারা বেসামরিক সেবাতেও অন্তর্ভুক্ত হয়তে পারে)
১৬	চিলি	২০ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ৩৬ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণের বিধান, তবে বাধ্যতামূলক নয়
১৭	চীন	১৮-২২ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ২৪ মাসের জন্য সামরিক বাহিনীতে যোগদানের বিধান (প্রয়োজনবোধে আরোপিত)
১৮	কলোম্বিয়া	১৮-২৪ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ১৮ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
১৯	কঙ্গো (গণপ্রজাতন্ত্রী)	১৮-২২ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণের বিধান
২০	কিউবা	১৭-২৮ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
২১	সাইপ্রাস	১৮-৫০ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ১৪ মাস ন্যাশনাল গার্ডে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিধান
২২	ডেনমার্ক	১৮ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ৪-১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ এবং ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত সামরিক বাহিনীতে প্রয়োজনবোধে অন্তর্ভুক্তির বিধান
২৩	মিসর	১৮-৩০ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ১৮-৩৬ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ এবং ৯ বছরের জন্য রিজার্ভে থাকার বিধান
২৪	এল সালভাডোর	১৮ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ১১-১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ (বাছাইকৃত)
২৫	বিষুবীয় গিনি	১৮ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ (বাছাইকৃত)
২৬	ইরিত্রিয়া	১৮-৪০ বছর বয়স্ক পুরুষ ও নারীদের জন্য ১৮ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনবোধে অনির্দিষ্টকালের জন্য সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তি

২৭	এস্টোনিয়া	১৮-২৭ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ৮-১১ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
২৮	ইথিওপিয়া	প্রয়োজনবোধে বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তি
২৯	ফিনল্যান্ড	১৮ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ৬-১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ এবং ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত রিজার্ভে অন্তর্ভুক্তি
৩০	জর্জিয়া	১৮-২৭ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৩১	গ্রীস	১৯-৪৫ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ৯-১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৩২	গুয়াতেমালা	১৭-২১ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ১২-২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণের বিধান (বাছাইকৃত)
৩৩	গিনি-বিসাউ	১৮-২৫ বছর বয়স্ক পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য ২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৩৪	ইন্দোনেশিয়া	১৮ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ১৮-২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণের বিধান
৩৫	ইরান	১৮ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ১৮-২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৩৬	ইসরায়েল	১৮ বছর বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের ২৪-৪৮ মাসের (পাইলটদের জন্য ৯ বছর) সামরিক প্রশিক্ষণ
৩৭	আইভরি কোস্ট	১৮-২৫ বছর বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণের বিধান
৩৮	জর্ডান	২৫-২৯ বছর বয়স্ক কর্মহীন পুরুষদের জন্য ১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৩৯	কাজাখস্তান	১৮-২৭ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ১২-২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৪০	কুয়েত	১৮-৩৫ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৪১	কিরঘিস্তান	১৮-২৭ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ৯-১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৪২	লাওস	১৮ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ১৮ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৪৩	লিথুনিয়া	১৯-২৬ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ৯ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৪৪	মালি	১৮ বছর বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৪৫	মেক্সিকো	১৮ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ (লটারি দ্বারা বাছাইকৃত), ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত বিজার্ভে অন্তর্ভুক্তি
৪৬	মলদোভা	১৮-২৭ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৪৭	মঙ্গোলিয়া	১৮-২৭ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ১২-২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ; ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত রিজার্ভে অন্তর্ভুক্তি
৪৮	মরোক্কো	১৯ বছর বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৪৯	মোজাম্বিক	১৮-৩৫ বছর বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৫০	মিয়ানমার	বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির বিধান (২০১০ সাল থেকে)
৫১	নাইজার	১৮ বছর বয়স্ক অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৫২	উত্তর কোরিয়া	১৭ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ১০ বছর এবং মহিলাদের জন্য ৫ বছরের সামরিক প্রশিক্ষণ
৫৩	নরওয়ে	১৯-৩৫ বছর বয়স্ক পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য ১২ মাস সামরিক প্রশিক্ষণ এবং ৪/৫টি পুনঃপ্রশিক্ষণ (প্রায় ৮০ শতাংশের অবমুক্তি)
৫৪	প্যারাগুয়ে	১৮ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ১২-২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৫৫	পর্তুগাল	সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণের বিধান
৫৬	কাতার	১৮-৩৫ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ৪-১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ

৫৭	রাশিয়া	১৮-২৭ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ; ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত রিজার্ভে অন্তর্ভুক্তি
৫৮	সান মারিনো	১৬-৬০ বছর বয়স্ক পুরুষদের প্রয়োজনবোধে সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তি
৫৯	সাও তোমে প্রিনসিপে	১৮ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির বিধান
৬০	সেনেগাল	২০ বছর বয়স্ক পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য ২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৬১	সিঙ্গাপুর	১৮-২১ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ, এবং সৈনিকদের জন্য ৪ বছর (অফিসারদের জন্য ৫০ বছর) বয়স পর্যন্ত রিজার্ভের থাকার বিধান
৬২	স্লোভাকিয়া	বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে যোগদানের বিধান (প্রয়োজন অনুযায়ী প্রয়োগ)
৬৩	সোমালিয়া	১৮-৩০ বছর বয়স্ক পুরুষদের এবং ১৮-৩০ বছর বয়স্ক মহিলাদের জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে যোগদানের বিধান (প্রয়োজন অনুযায়ী প্রয়োগ)
৬৪	দক্ষিণ কোরিয়া	১৮-২৮ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ১৮-২২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৬৫	স্পেন	১৯-২৫ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য সামরিক বাহিনীতে যোগদানের বিধান (প্রয়োজন অনুয প্রয়োগ)
৬৬	সুদান	১৮-৩৩ বছর বয়স্ক পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য ১২-২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৬৭	সুইডেন	১৮ বছর বয়স্ক পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য ৭.৫-১৫ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ; ৪৭ বছর বয়স পর্যন্ত রিজার্ভে অন্তর্ভুক্তি
৬৮	সুইটজারল্যান্ড	১৮-৩০ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ২৪৫ দিনের সামরিক প্রশিক্ষণ
৬৯	সিরিয়া	১৮-৪২ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ১৮ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৭০	তাইওয়ান	১৮-৩৬ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ এবং সর্বাধিক ৪ বার প্রতি বার ২০ দিনের জন্য পুনরায় আহ্বান (রিকল)
৭১	তাজিকিস্তান	১৮-২৭ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৭২	তানজানিয়া	২৪ মাসের জন্য সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির বিধান
৭৩	থাইল্যান্ড	২১ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ (লটারির মাধ্যমে বাছাইকৃত)
৭৪	তিমোর-লিস্টে	১৮-৩০ বছর বয়স্ক পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য ১৮ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণের বিধান
৭৫	তিউনিসিয়া	২০-৩৫ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৭৬	তুরস্ক	২০ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ৬-১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৭৭	তুর্কমেনিস্তান	১৮-৩০ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ২৪-৩০ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৭৮	ইউক্রেন	২০-২৭ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ১২-২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৭৯	সংযুক্ত আরব আমিরাত	১৮-৩০ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ১৬-২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৮০	যুক্তরাষ্ট্র	১৯৭৩ সন পর্যন্ত বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তি; ভবিষ্যতে এই ব্যবস্থা পুনর্বহালের সুযোগ;
৮১	উরুগুয়ে	বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তি পুনর্বহালের সুযোগ
৮২	উজবেকিস্তান	১৮-২৭ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৮৩	ভেনেজুয়েলা	১৮-৫০ বছর বয়স্ক নাগরিকদের জন্য ১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণের বিধান
৮৪	ভিয়েতনাম	১৮-২৭ বছর বয়স্ক পুরুষদের জন্য ২৪-৩৫ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ (মহিলাদের জন্য ঐচ্ছিক)

সূত্র: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-with-mandatory-military-service

বাংলাদেশে সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার বিশেষ উপযোগিতা

- তরুণদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবের ভাগীদার হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পূরণ
- জাতি হিসেবে যোদ্ধা গুণের সংযোজন
- তরুণদের দৈহিক এবং মানসিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি
- সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি
- সামরিক বাহিনীর সাথে জনগণের সম্পর্কে বৃদ্ধি
- জাতি গঠনে সামরিক বাহিনীর বিশেষ ভূমিকা পালন

সামরিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার বিভিন্ন ইস্যু

- প্রশিক্ষণের শুরুর এবং শেষ বয়স
- প্রশিক্ষণের সময়কাল
- নারীদের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণের প্রযোজ্যতা
- প্রশিক্ষণ থেকে অব্যাহতি লাভের সুযোগ
- প্রাথমিক প্রশিক্ষণের পরও পুনরায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং সুযোগ
- সার্বজনীন প্রশিক্ষণের পর "রিজার্ভিস্ট" হিসেবে থাকার আবশ্যকতা
- সার্বজনীন প্রশিক্ষণের সাথে বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির (কনস্ক্রিপশান) সম্পর্ক
- বাংলাদেশে সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য ইস্যু

সামরিক শিক্ষার অন্যান্য ইস্যু

- সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার অর্থায়ন
- সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার লজিস্টিকস
- সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আনসার ও ভিডিপি বাহিনীর ভূমিকা

উপসংহার

- মুক্তিযুদ্ধে সামরিক পূর্ব-প্রশিক্ষণের ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা
- সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা কোনও অভিনব কিছু নয়; বিশ্বের প্রায় অর্ধে দেশে এই ব্যবস্থা প্রচলিত
- বাংলাদেশের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণের বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে
- সামরিক শিক্ষার সুনির্দিষ্টতা সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যু রয়েছে; এসব বিষয়য়ে দেশের নিজস্ব এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আলোকে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে
- সার্বজনীন শিক্ষার অর্থায়ন সম্ভব
- সার্বজনীন শিক্ষার লজিস্টিকসের আয়োজন সম্ভব
- বিদ্যমান আনসার-ভিডিপি বাহিনীর সাথে কোনো সংঘাতের কারণ নেই
- সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা বাংলাদেশের সমাজকে সংহত করা, তরুণ সমাজের দৈহিক এবং মানসিক গঠন, মানব সম্পদের উৎকর্ষতা, এবং দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে

১০। জাতীয় সম্পদের সুরক্ষা ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি

- বিশ্বায়নের যুগে বৈদেশিক নীতির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থনৈতিক স্বার্থের সাথে ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ আরও ঘনিষ্টভাবে জড়িত হয়ে যাওয়ার ফলে পরিস্থিতি আগের চেয়ে জটিল হয়েছে।
- এই জটিল পরিস্থিতির মধ্যেই বাংলাদেশ কীভাবে জাতীয় সম্পদের সুরক্ষা করে বাংলাদেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে
- সেলক্ষ্যে নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণই সর্বোত্তম পন্থা
- এই পন্থা অনুসরণে সাফল্যের জন্য স্বচ্ছতা এবং জনগণকে আস্থায় নেয়া আবশ্যক

বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদ ব্যবহারের উপর বৈদেশিক প্রভাব

- খনিজ সম্পদ – তেল ও গ্যাস
  - বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত স্বনির্ভরতার ধারা – পেট্রোবাংলা
  - প্রোডাকশান শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (পি-এস-সি)
  - বিবিয়ানা গ্যাস রপ্তানির প্রয়াস
  - কাফকো বিশেষ সুবিধাভোগ
- খনিজ সম্পদ – কয়লা
  - এশিয়া এনার্জী কোম্পানি
- নদনদী ও পানি সম্পদ
  - উজানের দেশসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশের নদনদীর উপর হস্তক্ষেপ
    - "তিস্তা নদী সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও পুনর্জীবন" প্রকল্প
- ভৌগলিক অবস্থা (দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থল)
  - গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের ইস্যু
  - তামাবিল দিয়ে মহাসড়ক নির্মাণের ইস্যু
- জনসম্পদ
  - শ্রম রপ্তানি
  - শ্রম-ঘন উৎপাদন রপ্তানি

নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি

- বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি এমন হতে হবে যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ন্যায় রক্ষার পাশাপাশি দেশের সকল সম্পদের সুরক্ষা ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে।
- বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত "সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, কারো প্রতি শত্রুতা নয়!" নীতি
- তবে ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার পরিস্থিতিতে এই নীতি অনুসরণ সহজ নয়
- অনেক কঠিন এবং ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন
- স্বচ্ছতার সাথে নীতি ও তাঁর পেছনের যুক্তি তুলে ধরার মাধ্যমে প্রশমন করা
- এসব সিদ্ধান্তের সাফল্যের জন্য জনসমর্থন আবশ্যক
- সেজন্য প্রয়োজন জনগণকে আস্থায় নেয়া
- জনসমর্থন বৈদেশিক অনভিপ্রেত চাপ প্রতিহত করায়ও সহায়ক হবে

বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ

- উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার প্রতি অগ্রাধিকার প্রদান
- নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি – সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, কারো প্রতি শত্রুতা নয়
- স্বচ্ছতা
- জনগণকে আস্থায় নেয়া

সামগ্রিক উপসংহার

- অতীত উন্নয়ন ধারার **সরলরৈখিক প্রসারণের** পরিবর্তে আগামী বছরগুলোকে উন্নয়নের একটি **নতুন পর্ব** হিসেবে ভাবতে হবে
- এই পর্বে অতীতের **ত্রুটিসমূহ** সংশোধন করতে হবে এবং নতুন পরিস্থিতির জন্য উপযোগী **নতুন করণীয়** গ্রহণ করতে হবে।
- এই গ্রন্থে প্রস্তাবিত করণীয়সমূহ **পরস্পর সম্পর্কিত**; সেজন্য এগুলো ভিন্ন ক্রমানুসারে তালিকাবদ্ধ করা যেতে পারে।
- তবে এসব করণীয় মধ্যে কিছু **ক্রমানুবর্তীতা** রয়েছে। যেমন সুশাসনের ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি অর্জন না করে এবং প্রবৃদ্ধির নিঃসরণ মডেলের পরিবর্তন না ঘটিয়ে গ্রাম পরিষদ গঠনের উদ্যোগ প্রত্যাশিত ফলাফল না দিয়ে বরং নিঃসরণের আরেক নতুন মুখ হিসেবে কাজ করতে পারে।
- তবে সামগ্রিকভাবে এসব করণীয়র সম্পাদন বাংলাদেশকে উন্নয়নের একটি **নতুন পর্যায়ে** উন্নীত করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই
- এই কর্মসূচিটি উত্থাপন করা হচ্ছে **আলোচনার উদ্দেশ্যে**; আশা করা যায় যে আলোচনার মাধ্যমে এই কর্মসূচির পক্ষে **সামাজিক সমর্থন ও শক্তিও** গড়ে উঠবে